রাহে আমল
১

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ.বি.এম. আবদুল খালেক মজুমদার


ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ
পড় তোমার রবের নামে
যিনি সৃষ্টি করেছেন।
সুরা আলাক


الله


محمد
صلى الله عليه وسلم

রাহে আমল

জীবন চলার পথের অতীব প্রয়োজনীয় একটি অনন্য হাদীস সংকলন

১ম খণ্ড

আল্লামা জালীল আহসান নাদভী

অনুবাদ

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

স্ক্যানিং পি ডি এফ ও সম্পাদনা:-
আব্দুল মালিক তালুকদার (প্যারিস)
তারিখঃ-৩১/০৭/২০১৩

মহানগর প্রকাশনী

৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০

প্রকাশনায়
মহানগর প্রকাশনী
৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা –১০০০

পরিবেশনায়

আধুনিক প্রকাশনী

❑ ২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

❑ ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেল গেট) ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

❑ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

❑ কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১, মগবাজার ওয়ারলেস
রেলগেইট ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩১১২৯২

তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১, বড় মগবাজার (দৈনিক
সংগ্রামের বিপরীতে), ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৪৩৬৮, ০১৭১২০৪৩৫৪০

কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩৩১৫৮১

১২শ প্রকাশ

রজব	১৪২৭
শ্রাবণ	১৪১৩
আগস্ট	২০০৬

হাদীয়া ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

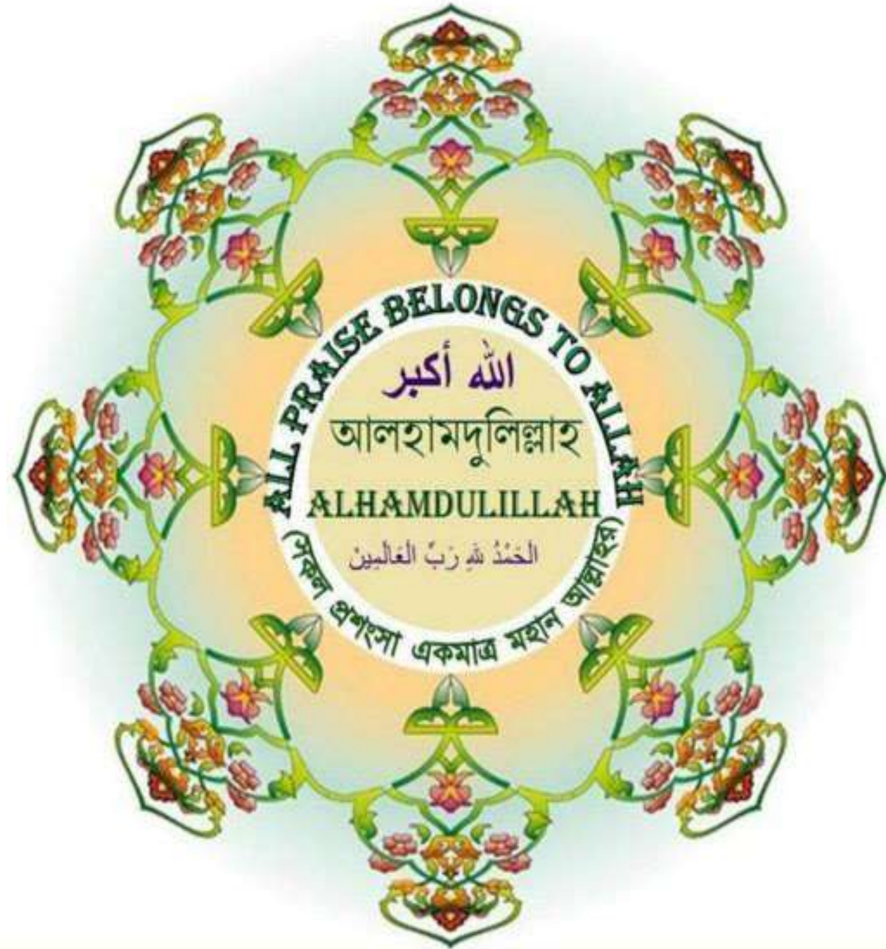
শুভেচ্ছা

'রাহে আমল' হাদীস সংকলনটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন জনাব আল্লামা জলীল আহ্‌সান নাদভীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। মানব জীবন চলার পথে অতীব প্রয়োজনীয় ও মহামূল্যবান একটি অনন্য হাদীস সংকলন এটি। মূল সংকলনটি উর্দু ভাষায় সংকলিত।

উর্দু সংকলনটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার তার দুর্গত জীবনে সংগঠনের নির্দেশে। ঢাকা মহানগর সংগঠন এর রয়্যালিটি প্রাপ্ত। বাংলা ভাষা ভাষীদের নিকট বাংলা সংকলনটি বেশ সমাদৃত।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

(মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী)
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ


ALL PRAISE BELONGS TO ALLAH
الله أكبر
আলহামদুলিল্লাহ
ALHAMDULILLAH
الحمد لله رب العالمين
(সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর)

অনুবাদকের কথা

বিখ্যাত হাদীস সংকলন 'রাহে আমল' আমার অনুবাদ জীবনের প্রথম ফসল। কারার নির্যাতিত জীবনে সশ্রম কারাদণ্ডের কঠিন দণ্ড ভোগার ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেনারেল কিচেনের অর্থাৎ রন্ধনশালার—জেলের ভাষায় 'চৌকা' দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের চুল্লির অসহ তপ্ত পরিবেশে বসে বসেই উর্দু রাহে আমল হতে বাংলা 'রাহে আমল'টি অনুবাদ করি।

১৯৭২ সনে আওয়ামী লীগ সরকার বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের অভিযোগে সম্পূর্ণ মিথ্যামিথ্যিভাবে আমাকে জড়িয়ে ৩৬৪ ধারায় মামলা দেয়। 'শিকল পরা দিনগুলো'তে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭২ সনের ১৭ জুলাই ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্ট আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। প্রকাশ, তখন এ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছর।

আদালতের রায়ের দণ্ড মাথায় করে কারাগারে ফেরত এলাম। পরের দিন ১৮ জুলাই ভোরে সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রম ঠিক করার জন্য আমাকে কারাগারের কেইস টেবিলে আনা হয়। কারাগারের সুবেদার আবদুল কাদের আমাকে শিক্ষিত লোক বলে আখ্যায়িত করে সহজ শ্রম দেবার জন্য জেলারের কাছে সুপারিশ করে। তার সুপারিশ উপেক্ষা করে জেলার নির্মলেন্দু রায় কারাগারের সবচেয়ে কঠিন শ্রম সাধারণ রন্ধনশালায় আমার কাজ পাশ করে। তখনো আমি রন্ধনশালার কাজের ভয়াবহতা বুঝিনি। রন্ধনশালার শ্রম ভোগ করে দিন কাটাচ্ছি। ঠিক এ সময় একদিন হাইকোর্ট থেকে আমার নামে একটি 'সমন' এলো। আমার শাস্তি কম হয়ে গেছে বলে আওয়ামী সরকার ৩৬৪ ধারার শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার আইন করে জাতীয় সংসদে তা পাশ করে আমার কেইসটি রেট্রোসফেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে ৮ বছর থেকে শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করে।

এরি মধ্যে একদিন ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর মরহুম মাওলানা নূরুল ইসলাম সে সময়ের মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস শহিদ মারফত রাহে আমলের উর্দু কপিটি একখণ্ডে আমার কাছে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। বলে দেন আমি যেনো রাহে আমলটি অনুবাদ করে জেলের দুঃসহ জীবন কাজে লাগাই।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক দিনে রাহে আমলের অনুবাদ শেষ করে আমি বইটি মহানগরীকে উৎসর্গ করে বাইরে পাঠিয়ে দেই।

১৯৭৬ সনের ৩রা মে আমি হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়ে আসার আগে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী সেই কঠিন সময়ে বইটি প্রকাশ করতে পারেনি। পরবর্তীতে মহানগরীর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ আমাকে বইটি প্রকাশ করে মহানগরীকে রয়্যালটি প্রদান করার পরামর্শ দেন। তারপর থেকে আমি মুরাদ পাবলিকেশন্সকে দিয়ে বইটি প্রকাশ করে আধুনিক প্রকাশনীর মাধ্যমে পরিবেশন করে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীকে নিয়মিত রয়্যালটি দিয়ে আসছি। আল্লাহ আমার এ শ্রম ও দানকে কবুল করে আমার পরকালীন জীবনের কিছু পাথেয় দিলেই আমি শোকর আদায় করবো।

এ বইটির রয়্যালটি আমার মৃত্যুর পরও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী পেতে থাকবে বলেও আমি আমার উত্তরাধীকারদেরকে লিখে দিয়েছি। আমীন।

বিনীত

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

সূচীপত্র

মর্যাদা। আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের তাৎপর্য। জান্নাত ও জাহান্নামের পথের পরিচয়। জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে উদাসীন না থাকা। বিদয়াত সৃষ্টিকারী হাউযে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে। রাসূলের সুপারিশ পাবার অধিকারী। কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না। আত্মসাৎ কারীর পরিণাম।

ইবাদাত

নামায (পৃঃ ৬২-৬৮)

নামায পাপ মোচন করে। পূর্ণাঙ্গ নামায মাগফিরাতের উপায়। মুনাফিকগণ আসরের নামায দেরীতে আদায় করা। ফজর ও আসরের সময় রক্ষী ফেরেস্তাগণের পালা বদল হয়। নামাযের হিফাযত না করলে দায়িত্বানুভূতি বিনষ্ট হয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ। রিয়া শিরকতুল্য অপরাধ।

জামায়াতে নামায (পৃঃ ৬৮-৭২)

জামায়াতে নামায আদায় করা একাকী আদায় করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম। জামায়াতে নামায না পড়ার ক্ষতি। বিনা কারণে জামায়াত ছেড়ে দেবার পরিণাম। মুমিন এবং জামায়াতে নামায আদায়ের সুবন্দোবস্ত।

ইমামতি (পৃঃ ৭২-৭৫)

ইমাম ও মুয়াযযিনের দায়ীত্ব। মুত্তাকীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা। সংক্ষিপ্ত কারায়াত।

যাকাত, সাদকা, উশর (পৃঃ ৭৫-৭৮)

যাকাত অর্থনৈকি ভারসাম্য রক্ষার উপায়। যাকাত আদায় না করার পরিণাম। যাকাত আদায় না করা ধন সম্পদ বিনষ্টের কারণ। ফিতরা আদায়ের উদ্দেশ্যে। শষ্যের যাকাত।

রোযা (পৃঃ ৭৯-৮৮)

রমাদান মাসের ফযীলত। রোযার পুরস্কার মার্জনা। রোযা বিনষ্টের কারণসমূহ রোযার সুপারিশ। রোযার প্রাণশক্তি। হতভাগ্য রোযাদার। নামায-রোযা ও যাকাত পাপের কাফফারা। রিয়া হ'তে দূরে থাকা। সেহরী খাবার তাকীদ। তাড়াতাড়ী ইফতার গ্রহণের তাকীদ। মুসাফিরের জন্য রোযা ঐচ্ছিক। রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন। নফল ইবাদাতে মধ্যম পন্থা। ইতিকাফের দিনসমূহ। রমাদানের শেষ দশদিন।

হজ্জ (পৃঃ ৮৯-৯১)

হজ্জ ফরয, হজ্জ মানুষকে নবজাত শিশুর ন্যায় নিস্পাপ করে, জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল, তাড়াতাড়ি হজ্জে যাওয়া, মুসলমান হয়ে হজ্জ না করার পরিণতি, হজ্জের সওয়াব যাত্রা শুরু করলেই আরম্ভ হয়।

ব্যবহারিক বিষয়সমূহ

হালাল উপার্জন (পৃঃ ৯১-৯৪)

স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা। দোয়া কবুলের জন্য হালাল রিযিকের প্রভাব। হারামের পরোয়া না করা। হারাম উপার্জনের পরিণতি। চিত্র শিল্পীর উপার্জন।

ব্যবসা-বাণিজ্য (পৃঃ ৯৫-১০১)

সততাপূর্ণ ব্যবসা। ক্রয়-বিক্রয়ে সদাচারের হুকুম। সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা। খোদাভীরু ব্যবসায়ীগণের পরিণাম। অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। ব্যবসায়ে মিথ্যা শপথ। ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সাদকা। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন। মওজুদদারীর নিষিদ্ধতা। মওজুদদারের উপর অভিশাপ। মওজুদদারের বদস্বভাব। পণ্যের দোষক্রটি গোপন না করা।

ধারকর্জ (পৃঃ ১০১-১০৫)

অসচ্ছল কর্জদারকে সময় দানের সওয়াব। কোন মুসলমান ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া। কিয়ামতের দিন দেনাদারের ক্ষমা নেই। ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা। স্বচ্ছল ব্যক্তির দেনা আদায়ের টাল বাহানা করা অন্যায়। ঋণ আদায়ে নিয়তের প্রভাব। টালবাহানার আইনানুগ দন্ড।

ছিনতাই ও আত্মসাৎ (পৃঃ১০৫-১০৭)

যুলুমের শাস্তি। যবরদস্তির অবৈধতা। বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ। প্রতারণায় শয়তানের আগমন।

চাষাবাদ ও বাগবাগিচা (পৃঃ১০৭-১০৮)

কৃষকের সাদকা। অভিশপ্ত বান্দা।

শ্রমিকের মজুরী (পৃঃ১০৯-১০৯)

মজুর বা শ্রমিকের অধিকার। কিয়ামতে আল্লাহ্ স্বয়ং মজুরের উকালতি করবেন।

অবৈধ ওসিয়ত (পৃঃ১১০-১১২)

অবৈধ ওসিয়তের শাস্তি জাহান্নাম। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত করা অবৈধ। ওসিয়তের সর্বশেষ সীমা।

ইয়াতীমের অধিকার (পৃঃ১৪৮–১৫১)

ইয়াতীমের প্রতিপালন। সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম পরিবার। ইয়াতীম প্রতিপালনের চারিত্রিক উপকারিতা। দুর্বলের অধিকার। ইয়াতীমের সম্পত্তিতে অভিভাবকের হক। পালনাধীন ইয়াতীমকে শাসন করা।

মেহমানের অধিকার (পৃঃ১৫২–১৫৩)

মেহমানদারী করা ঈমানের দাবী। মেহমানদারীর সময়সীমা।

প্রতিবেশীর অধিকার (পৃঃ১৫৩–১৫৭)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বেঈমানী। প্রতিবেশীর মর্যাদা। মুমিনের প্রতিবেশী উপবাস থাকতে পারে না। প্রতিবেশীদের খবরাখবর নেয়া। প্রতিবেশীদের নিকট উপহার বিনিময়ের গুরুত্ব। সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিবেশী। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচারের উত্তম পন্থা। প্রতিবেশীর সহিত ব্যবহারের পরিণাম জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। কিয়ামাতের প্রথম মুকদ্দমা-প্রতিবেশীর ঝগড়া।

ফকির ও মিসকীনদের অধিকার (পৃঃ১৫৭–১৬৩)

নিঃস্ব কাংগালদের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান। সাহায্য প্রার্থীর সহিত আচরণ। সহানুভূতি পাবার যোগ্য মিসকীন। বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফাযীলত। চাকর-বাকরদের অধিকার। ভৃত্যদের খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হবে? চাকর-বাকরসহ এক সঙ্গে খাওয়া। ভৃত্যদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার। দাস-দাসীকে প্রহার করা নিষেধ।

সফরসঙ্গীর অধিকার (পৃঃ ১৬৩–১৬৬)

জনসেবার প্রতিযোগিতা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ সফর সঙ্গীকে দিয়ে দেয়া। শয়তানের ঘর ও তার সওয়ারী। রাস্তা বন্ধ করার দোষ।

রোগীর সেবাযত্ন (পৃঃ ১৬৭–১৬৯)

রোগীর সেবা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক। পীড়িত-ক্ষুধিত এবং বন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার। অমুসলিমের সেবা। রোগী দেখতে যাবার নিয়ম।

হাদীস সংকলন ঃ একটি ইতিহাস

সংক্ষেপে হাদীস হলো এমন জ্ঞান যার দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাঁর অবস্থা জানা যায়।

হাদীসের সব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য ভিন্নভাবে পুস্তক রচনার প্রয়োজন। এখানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই অমূল্য সম্পদ তেরশত বছরে কোন কোন পর্যায় অতিক্রম করে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। এ থেকে আরও জানা যাবে কোন মহান ব্যক্তিত্বগণ হিকমাত ও হেদায়াতের এই উৎসকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত আকারে পৌছে দেয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। প্রয়োজন বোধে একাজে জীবনকে বাজি রাখতেও পিছপা হননি।

তিনটি নির্ভারযোগ্য মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস আমাদের নিকট পৌছেছে। এর উপর গোটা মুসলিম উম্মাতের আমল, লিখিত আকারে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার মাধ্যমে। অর্থাৎ পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে। এই দৃষ্টিতে হাদীস সংগ্রহ বিন্যাস ও পুস্তকাকারে সংকলন তৈরী করার গোটা সময়টাকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যায় ঃ

প্রথম যুগ ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে ১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত। এই যুগের হাদীস সংগ্রহ ও সংকলকগণ এবং সংকলন গ্রন্থগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফেজ সাহাবীগণ ঃ

(১) **হযরত আবু হুরায়রা** (আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু) ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরী ও ইংরেজী ৬৭৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ এবং তাঁর ছাত্র সংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত পৌছেছে।

(২) **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু** ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরী ও ইংরেজী ৬৮৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রেয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২৬৬০।

(৩) **হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা** ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরী ও ইংরেজী ৬৭৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

(৪) **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু** ৮৪ বছর বয়সে ৭৩

হিজরী ও ইংরেজী ৬৯২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।

(৫) **হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু** ৯৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরী ও ইংরেজী ৬৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৬০।

(৬) **হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু** ১০৩ বছর বয়সে ৯৩ হিজরী ও ইংরেজী ৭১১ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬।

(৭) **হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু** ৮৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরী ও ইংরেজী ৬৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

এই কজন মহান সাহাবীর এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্ত ছিলো। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (মৃ. হিজরী ৬৩ ও ইংরেজী ৬৮২), হযরত আলী (মৃ. হিজরী ৪০ ও ইংরেজী ৬৬০) এবং হযরত উমার ফারূক (মৃ. হিজরী ২৩ ও ইংরেজী ৬৪৩) রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেইসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজারের মধ্যে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (মৃ. হিজরী ৫৯ ও ইংরেজী ৬৩৪), **হযরত উসমান** (মৃ. হিজরী ৩৬ ও ইংরেজী ৬৫৬), **হযরত উম্মু সালাম** (মৃ. হিজরী ৫৯ ও ইংরেজী ৬৭৮), **হযরত আবু মূসা আশআরী** (মৃ. হিজরী ৫২ ও ইংরেজী ৬৭২), **হযরত আবু যার আল-গিফারী** (মৃ. হিজরী ৩২ ও ইংরেজী ৬৫২), **হযরত আবু আইউব আনসারী** (মৃ. হিজরী ৫১ ও ইংরেজী ৬৭১), **হযরত উবাই ইবনে কা'ব** (মৃ. হিজরী ১৯ ও ইংরেজী ৬৪০), **হযরত মুআয ইবনে জাবাল** (মৃ. হিজরী ১৮ ও ইংরেজী ৬৩৯) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক শতের অধিক এবং পাঁচ শতের কম হাদীস বর্ণিত আছে।

সাহাবীগণ ছাড়া এ যুগের একদল মহান তাবিঈর কথাও স্মরণ করতে হয়। যাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় হাদীস-ভান্ডার থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়া কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) **সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু।** উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭২৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমূখ সাহাবাদের নিকট হাদীসের শিক্ষালাভ করেন।

(২) **উরওয়া ইবনুয-যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু** মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র বোনপুত্র ছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেই বেশীর ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনন্তর তিনি হযরত আবু

হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকটও হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। সালেহ্ ইবনে কাইসান ও ইমাম যুহরীর মত আলেমগণ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ৯৪ হিজরী ও ইংরেজী ৭১২ সনে ইন্তিকাল করেন।

(৩) **সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু** মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফিকাহবিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও অপরাপর সাহাবীর নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। নাফে, ইমাম যুহরী ও অপরাপর প্রসিদ্ধ তাবিঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি হিজরী ১০৬ ও ইংরেজী ৭২৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

(৪) **নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু**। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তিনি তাঁর মনিবের বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম মালেক রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সূত্রেই বেশীর ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৭/৭৩৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

এই যুগের সংকলন সমূহ ঃ

(১) **'সহীফায়ে সাদিকা'** ঃ এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনিল আস ৭৭ বছর বয়সে (হিজরী ৬৩ ও ইংরেজী ৬৮২ সনে ইন্তিকাল) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। পুস্তক রচনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিলো। তিনি রসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতেন তা লিখে রাখতেন। এজন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন (মুখতাসার জামি বাইয়ানিল ইল্ম, পৃ. ৩৬-৭)। এই সংকলনে প্রায় এক হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। তা কয়েক যুগ ধরে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে তা ইমাম আহামদ ইবনে হাম্বল (রহ)-এর মুসনাদ গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিদ্যামন আছে।

(২) **'সহীফায়ে সহীহা'** ঃ হুম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ (মৃ. ১০১/৭১৯) এটা সংকলন করেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ মুহতারামের বর্ণিত হাদীসগুলো এই গ্রন্থে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামেশকের গ্রন্থগার সমূহে সংরক্ষিত আছে। অনন্তর ইমাম আহমাদ রাহেমাল্লাহু আলাইহি তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র শিরোনামে পূর্ণ গ্রন্থটি সন্নিবেশ করেছেন (দেখুন মুসনাদে আহমাদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১২-৩১৮; এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ডঃ হামীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত সহীফায়ে ইবনে হুম্মাম-এর ভূমিকা)। এই সংকলনটি কিছুকাল পূর্বে ডঃ হামীদুল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টায় হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এতে

১৩৮টি হাদীস রয়েছে। এই সংকলনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীসের একটি অংশ মাত্র। এর অধিকাংশ হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও পাওয়া যায়। মূল পাঠ প্রায় একই। এতে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র অপর ছাত্র বাশীর ইবনে নাহীকও একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁকে এই সংকলন পড়ে শুনান এবং তিনি তা সঠিক বলে অভিহিত করেন (জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, ১ম খন্ড, পৃ. ৭২; তাহযীবুত তহযীব, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭০)।

(৩) মুসনাদে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ সাহাবাদের যুগেই এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছিলো। এর একটি হস্তলিখিত কপি উমার ইবনে আবদিল আযীয (রহ)-এর পিতা এবং মিসরের গভর্নর আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান (মৃ. হিজরী ৬৮ ও ইংরেজী ৭০৫)-এর নিকট ছিলো। তিনি কাসীর ইবনে মুররাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে সাহাবায়ে কিরামের যেসব হাদীস বর্তমান আছে তা লিখে পাঠাও। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র বর্ণিত হাদীস লিখে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কেননা তা আমাদের কাছে লিখিত আকারে বর্তমান রয়েছে (দীবাচাহ সহীফায়ে হুম্মাম, পৃ. ৫০, তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর রাতে, ৭ম খন্ড, পৃ. ১৫৭)। আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর স্বহস্তে লিখিত মুসনাদে আবি হুরায়রা (রা)-র একটি কপি জার্মানীর গ্রন্থাগার সমূহে বর্তমান আছে। (তিরমিযীর শরাহ তুহফাতুর আহওযাযী গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১৬৫)।

(৪) সহীফায়ে হযরত আলী ঃ ইমাম বুখারী (রহ)-এর ভাষ্য থেকে জানা যায় এই সংকলনটি বেশ বড় ছিলো (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতিসাম বিল-কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫১)। এর মধ্যে যাকাত, মদীনার হেরেম, বিদায় হজ্জের ভাষণ ও ইসলামী সংবিধানের ধারাসমূহ বিবৃত ছিলো।

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ভাষণ। মক্কা বিজয়কালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু শাহ ইয়ামানী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী, আহমাদী সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃ. ২০; মুখতাসার জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, পৃ. ৩৬; সহী মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৯)। এই ভাষণ মানবাধিকারের বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত।

(৬) সহীফা হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ তাঁর ছাত্র ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ (মৃ. হিজরী ১১০ ও ইংরেজী ৭২৮) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকোরী (তাহযযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৫) লিখিত আকারে সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনে

হজ্জের নিয়মাবলী ও বিদায় হজ্জের ভাষণ স্থান লাভ করে।

(৭) রিওয়ায়াতে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ তাঁর ছাত্র ও বোন পুত্র উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) লিখে নিয়েছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খন্ড, পৃ. ১৮৩)।

(৮) আহাদীস ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-র রেওয়ায়েত সমূহের সংকলন। তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও তাঁর হাদীস সমূহ লিখিত আকারে সংকলন করতেন (দারিমী, পৃ. ৬৮)।

(৯) আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সহীফা। সাঈদ ইবনে হেলাল বলেন, আনাস (রা) তাঁর স্বহস্ত লিখিত সংকলন বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন, এই হাদীসগুলো আমি সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি এবং লিখার পর তা পাঠ করে তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি (সহীফায়ে হুম্মামের ভূমিকা, পৃ. ৩৪, খতীব বাগদাদীর বরাতে; নমস্তর মুসতাদরাক হাকেম, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৬৪)।

(১০) আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু : যাঁকে ইয়ামনের গভর্ণর নিয়োগ করে পাঠানোর সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম একটি লিখিত নির্দেশনামা দিয়ে ছিলেন। তিনি কেবল এই নির্দেশনামাই সংরক্ষণ করেননি, বরং এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও একশটি ফরমান যুক্ত করে একটি সুন্দর সংকলণ তৈরী করেন (ডঃ হামীদুল্লাহর আল ওয়াসাইকুস-সিয়াসিয়া, পৃ. ১০৫, তাবারীর বরাতে, পৃ. ১০৪)।

(১১) রিসালা সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু : তাঁর সন্তান এটা তাঁর কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। এটা হাদীসের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন ছিল (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৩৬)।

(১২) সহীফা সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু : এই সাহাবী জাহিলী যুগ থেকেই লেখাপড়া জানতেন।

(১৩) মাআন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-র পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে একটি কিতাব এনে শপথ করে বললেন, এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-র স্বহস্তে লিখিত (জামিউল ইল্‌ম, পৃ. ৩৭)।

(১৪) মাকতুবাতে নাফে : সুলাইমান ইবনে মূসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বলতেন আর তাঁর ছাত্র নাফে তা লিপিবদ্ধ করতেন (দারিমী, পৃ. ৬৯, অনন্তর সহীফা ইবনে হুম্মামের ভূমিকা, পৃ. ৪৫, তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর বরাতে)।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখলে উল্লিখিত সংকলনগুলো ছাড়াও আরও অনেক সংকলনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও প্রবীণ তাবিঈগণ বেশীর ভাগ নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীস সমূহ লিখে রাখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ আরও ব্যাপকতা লাভ করে। হাদীস সংকলকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ভান্ডারের সাথে নিজ নিজ শহর অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের সংগ্রহও একত্র করেন।

দ্বিতীয় যুগ

এই যুগটি প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এই যুগে তাবিঈদের একটি বিরাট দল তৈরী হয়ে যায়। তাঁরা প্রথম যুগের লিখিত ভান্ডারকে ব্যাপক সংকলন সমূহে একত্র করেন।

হাদীস সংকলকগণ

(১) **মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব** ইমাম যুহরী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ (মৃ. হিজরী ১২৪ ও ইংরেজী ৭৪১। তিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাহল্ ইবনে স্ম'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মাহমূদ ইবনুর রবী রাহেমাল্লাহু আলাইহি প্রমুখের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আওযাঈ রাহেমাল্লাহু আলাইহি, ইমাম মালেক রাহেমাল্লাহু আলাইহি এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর মত হাদীসের প্রখ্যাত ইমামগণ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গণ্য। হিজরী ১০১ ও ইংরেজী ৭১৯ সনে উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাল্লাহু আলাইহি তাঁকে হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্র করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মদীনার গভর্ণর আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমকে আবদুর রহমানের কন্যা আমরাহও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট হাদীসের যে ভান্ডার রয়েছে তা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেন। এই আমরাহ রাহেমাল্লাহু আলাইহি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র বিশিষ্ট ছাত্রী ছিলেন এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব, ৭খ, পৃ. ১৭২)।

কেবল এখানেই শেষ নয়, বরং হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাল্লাহু আলাইহি ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বশীল প্রশাসককে হাদীসের এই বিরাট ভান্ডার সংগ্রহ ও সংকলনের জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে হাদীসের বিরাট সম্পদ

রাজধানীতে পৌছে গেলো। সমসাময়িক খলীফা এর সংকলন প্রস্তুত করে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন- (তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১খ, পৃ. ১০৬; জামিউল ইল্‌ম, পৃ. ৩৮)।

ইমাম যুহরীর সংগৃহিত হাদীস সংকলন করার পর এই যুগের অপরাপর আলেমগণও হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মৃ. হিজরী ১৫০ ও ইংরেজী ৭৬৭ সন) মক্কায়, ইমাম আওযাঈ (মৃ. হিজরী ১৫৭ ও ইংরেজী ৭৭৩) সিরিয়ায়, মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃ. হিজরী ১৫৩ ও ইংরেজী ৭৭০) ইয়ামনে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (মৃ. হিজরী ১৬১ ও ইংরেজী ৭৭) কুফায়, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালাম (মৃ. হিজরী ১৬৭ ও ইংরেজী ৭৮৩) বসরায় এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ. হিজরী ১৮১ ও ইংরেজী ৭৯৭) খোরাসানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে সবার আগে ছিলেন।

(২) **ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু** জন্ম হিজরী ৯৩ ও ইংরেজী ৭১১ সন। মৃত্যু হিজরী ১৭৯ ও ইংরেজী ৭৯৫ সনে ইমাম যুহরীর পরে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলন ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তিনি নাফে, যুহরী ও অপরাপর আলেমের ইলম দ্বারা উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষক সংখ্যা নয়শত পর্যন্ত পৌছেছে। তাঁর জ্ঞানের উৎস থেকে সরাসরি হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, মিসর, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার হাজারো হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র তৃপ্ত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে লাইস ইবনে সা'দ (মৃ. হিজরী ১৭৫ ও ইংরেজী ৭৯১), ইবনুল মুবারক (মৃ. হিজরী ১৮১ ও ইংরেজী ৭৯৭), ইমাম শাফিঈ (মৃ. হিজরী ২০৪ ও ইংরেজী ৮১৯) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. হিজরী ১৮৯ ও ইংরেজী ৮০৪)-এর মত মহান ইমামগণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। এই যুগে হাদীসের অনেকগুলো সংকলন রচিত হয়, যার মধ্যে ইমাম মালেক (রহ)-এর মুওয়াত্তা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এই গ্রন্থ হিজরী ১৩০ ও ইংরেজী ৭৪৭ সন থেকে হিজরী ১৪১ ইংরেজী ৭৫৮ সনের মধ্যে সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০ টি রেওয়ায়েত আছে। তার মধ্যে ৬০০ টি মারূফ, ২২৮টি মুরসাল, ৬১৩টি মাওকূফ রেওয়ায়েত এবং তাবিঈদের ২৮৫টি বাণী রয়েছে। এ যুগের আরও কয়েকটি সংকলনের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

জামি' সুফিয়ান সাওরী (মৃ. হিজরী ১৬১ ও ইংরেজী ৭৭৭), জামে' ইবনিল মুবারক, জামে' ইমাম আওযাঈ (মৃ. হিজরী ১৫৭ ও ইংরেজী ৭৭৩), জামে' ইবনে জুরাইজ (মৃ. হিজরী ১৫০ ও ইংরেজী ৭৬৭), ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. হিজরী ১৮৩ ও ইংরেজী ৭৯৯)-এর কিতাবুল খিরাজ, ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার। এই যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবাদের আসার (বাণী) এবং তাবিঈদের

ফতোয়া সমূহ একই সংকলনে একত্রিত করা হতো। কিন্তু সাথে একথাও বলে দেয়া হতো যে, কোনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস এবং কোনটি সাহাবা অথবা তাবিঈদের বাণী।

তৃতীয় যুগ

এই যুগ প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষের দিক থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সমূহকে সাহাবাগণের আসার ও তাবিঈদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলিত করা হয়।

(২) নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের পৃথক সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এভাবে যাচাই-বাচাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিরাট গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো।

(৩) এই যুগে হাদীসসমূহ কেবল একত্রই করা হয়নি, ইলমে হাদীসের হেফাজতের জন্য মহান মুহাদ্দিসগণ ইলমের একশতাধিক শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন, যার উপর বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাদেরে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

সংক্ষিপ্তভাবে এখানে হাদীসের জ্ঞানের কয়েকটি শাখার পরিচয় দেয়া হয় ঃ

(১) ইল্মু আসমাইর রিজাল (রিজাল শাস্ত্র), এই শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের পরিচয় জন্মমৃত্যু শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবরণ, জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যাপক ভ্রমণ এবং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বা অনির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। জ্ঞানের এই শাখা বহুত ব্যাপক, উপকারী ও আকর্ষণীয়। কোন কোন গোঁড়া প্রাচ্যবিদ ও স্বীকার না করে পারেননি যে, রিজাল শাস্ত্রের দৌলতে পাঁচ লাখ রাবীর জীবনেতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম জাতির এই নজীর অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব-(প্রাচ্যবিদ স্প্রেংগার কর্তৃক আল ইসাবায় সংজোযিত ইংরেজী ভূমিকা, ১৮৬৪ খৃ. কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)। রিজাল শাস্ত্রের উপর শত শত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) তাহযীবুল কামাল, গ্রন্থকার ইমাম ইউসুফ মিযযী (মৃ. হিজরী ৭৪২ ইংরেজী ১৩৪৩১)। রিজাল শাস্ত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(খ) তাহযীবুত তাহযীব, গ্রন্থকার সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ. হিজরী ৮৫২ ইংরেজী ১৪৪৮)। গ্রন্থটি ১২ খন্ডে বিভক্ত এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত।

(গ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ (পাঁচ খন্ড), গ্রন্থকার শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ.

হিজরী ৭৪৮ ইংরেজী ১৩৪৭)।

(২) ইল্ম মুসতালাহিল হাদীস (উসূলে হাদীস) ঃ ইল্মের এই শাখার সাহায্যে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন জানা যায়। এই শাখার আলোকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা ও হাদীসের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে এই ভূমিকার শেষাংশে সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। এই শাখার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'উলূমূল হাদীস'। এটা মুকাদ্দামা ইবনিস সালাহ্' নামে পরিচিত। এর রচিয়তা হচ্ছেন আবু উমার ওয়া উসমান ইবনুস সালাহ্ (মৃ. হিজরী ৫৭৭ ইংরেজী ১১৮১)।

নিকট অতীতে উসূলুল হাদীসের উপর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (ক) তাওজীহুন নাজার। গ্রন্থকার আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ আল-জাযাইরী (মৃ. হিজরী ১৩৩৮ ইংরেজী ১৯১৯) এবং (খ) কাওয়াইদুল হাদীস। গ্রন্থকার আল্লামা সায়্যিদ জামলুদ্দীন কাসিমী (মৃ. হিজরী ১৩৩২ ইংরেজী ১৯১৩)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে এই জ্ঞানকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(৩) ইল্ম আরীবিল হাদীস ঃ এই শাস্ত্রে হাদীসের কঠিন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ সমূহের আভিধানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শাস্ত্রে আল্লামা যামাখশারী (মৃ. হিজরী ৫৩৮ ইংরেজী ১১৪৩)-এর 'আল-ফাইক' এবং ইবনুল আছীর (মৃ. হিজরী ৬০৬ ইংরেজী ১২০৯)-এর 'নহায়া' গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

(৪) ইল্ম তাখরীজুল আহাদীস ঃ প্রসিদ্ধ তাফসীর, ফিক্হ, তাসাওউফ ও আপাইদ-এর গ্রন্থসমূহে যেসব হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে–ইল্মের এই শাখার মাধ্যমে তার উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যেমন বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবূ বাক্র আল-মারগীনানী (মৃ. হিজরী ৫৯২ ইংরেজী ১১৯৫)-এর 'আল-হিদায়া' নামক ফিক্হ গ্রন্থে এবং ইমাম গাযালী (মৃ. হিজরী ৫০৫০ ইংরেজী ১১১১)-এর ইহ্য়াউল উলূম গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার সনদ ও গ্রন্থবরাত উল্লেখ করা হয়নি। এখন কোন পাঠক যদি জানতে চায়-এই হাদীসগুলো কোন পর্যায়ের এবং হাদীসের কোন সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তা উল্লেখ আছে। তবে প্রথমোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেজ যাইলাঈ (মৃ. হিজরী ৭৯২ ইংরেজী ১৩৮৯)-এর 'নাসবুর রাইয়াহ্' ও হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানীর 'আদ-দিরাইয়াহ্' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিতে হবে। আর শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃ. হিজরী ও ইংরেজী ৮০৬/১৪০৩)-এর 'আল-মুগনী আন হামালিল আসফার' গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

(৫) ইলমুল আহাদীসিল মাওদূআহ্ ঃ এই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং মাওদূ (মনগড়া) রেওয়ায়েতগুলো পৃথক করে

দিয়েছেন। এ বিষয়ের উপর কাযী শাওকানী (মৃ. হিজরী ১২৫৫ ইংরেজী ১৮৩৯)-এর 'আল-ফাওয়াইদুল মাজমুআহ্' এবং হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (হিজরী ৯১১ ইংরেজী ১৫০৫)-এর 'আল-লালিল মাসনূআহ্' গ্রন্থদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) **'ইলমুন নাসিখ ওয়াল মানসূখ'** ঃ এই শাস্ত্রের উপর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মূসা হাযিমী (মৃ. হিজরী ৭৮৪ ইংরেজী ১৩৮২ সনে ৩৬ বছর বয়সে)-এর 'কিতাবুল ই'তিবার' অধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

(৭) **ইলমুত তাওফীক বাইনাল আহাদীস** ঃ যেসব হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে বাহ্যত পারস্পারিক বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানের এই শাখায় তার সঠিক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিই (মৃ. হিজরী ২০৪ ইংরেজী ৮১৯) এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তাঁর পুস্তিকাখানি 'মুখতালিফুল হাদীস' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম তাহাবী (মৃ. হিজরী ৩২১ ইংরেজী ৯৩৩)-এর 'মুশকিলুল আছার' ও এ বিষয়ে এককানি সহায়ক গ্রন্থ।

(৮) **ইলমুল মুখতালিফ ওয়াল মু'তালিফ** ঃ এই শাখায় হাদীসের যেসব রাবীর নাম, ডাকনাম, উপাধি, পিতা ও দাদার নাম অথবা শিক্ষকদের নাম পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিশ্রণজনিত এই সংশয়ের কারণে যে কোন অনভিজ্ঞ লোক ভুলের শিকার হতে পারে। এই বিষয়ের উপর ইবনে হাজার আল-আসকালানী রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর 'তা'বীরুল মুনতাবিহ্' গ্রন্থখানি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

(৯) **ইল্‌ম আতরাফুল হাদী** ঃ জ্ঞানের এই শাখার সাহায্যে কোন হাদীস কোন গ্রন্থে আছে এবং কে কে তার রাবী তা জানা যায়। যেমন কোন ব্যক্তির 'ইন্নামাল আ'মালু বিন-নিয়্যাত' হাদীসের একটি বাক্য মনে আছে। সে পূর্ণ হাদীসটি, এর সকল রাবী ও হাদীসের কোন গ্রন্থে তা আছে– সেটা জানতে চায়। তখন তাকে এই শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এই বিষয়ে হাফেজ মিযযী (মৃ. হিজরী ৭৪২ ইংরেজী ১৩৪১)-এর 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থখানি অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে সিহাহ্ সিত্তার সব হাদীসের সূচী এসে গেছে। এই গ্রন্থের বিন্যাসে তাঁর ২৬ বছর সময় লেগেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

বর্তমান কালে প্রাচ্যবিদগণ এইসব গ্রন্থের সাহায্যে কিছুটা নতুন ঢং-এ হাদীসের সূচী প্রস্তুত করেছেন। যেমন 'মিফতাহ্ কুনুযিস্ সুন্নাহ' গ্রন্থখানি ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৩৩৪ খৃ. মিসর থেকে এর আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে **'আল-মু'জামুল মাফহারাসু লি-আলফাজিল হাদীসিন্নাবাবী'** নামে একটি সূচী এ.জে. ব্রিল কর্তৃক লাইডেন নেদারল্যান্ড থেকে আরবীতে প্রকাশিত হয়েছে। এটা বৃহৎ সাত

খন্ডে বিভক্ত। এতে সিহাহ সিত্তা ছাড়াও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ ও দারিমীর হাদীস সূচীও যোগ করা হয়েছে।

(১০) **ফিকহুল হাদীস** ঃ এই শাখায় হুকুম আহকাম সম্বলিত হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিষয়ের উপর হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম (মৃ. হিজরী ৭৫১ ইংরেজী ১৩৫০)-এর 'ই'লামুল মূকিঈন' এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলাবী (মৃ. হিজরী ১১৭৬ ইংরেজী ১৭৬২)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ জীবনও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও রচনা করেছেন। যেমন অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আবু উবায়েদ কাসিম ইবনে আল্লাম (মৃ. হিজরী ২২৪ ইংরেজী ৮৩৮)-এর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। জমীন, উশোর, খাজনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. হিজরী ১৮২ ইংরেজী ৭৯৮)-এর 'কিতাবুল' খারাজ একটি সর্বোত্তম সংকলন। অনন্তর হাদীস বা সুন্নাহ্ শরীআতের আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস্য হওয়া সম্পর্কে এবং হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের (মুনকিরীনে হাদীস) ছড়ানো ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অত্যন্ত উপকারী ঃ

(১) কিতাবুল উম্ম (৭ম খন্ড), (২) আর-রিসালা ইমাম শাফিঈ, (৩) আল-মুওয়াফিকাত (৪র্থ খন্ড), এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু ইসহাক শাতিবী (মৃ. হিজরী ৭৯০ ইংরেজী ১৩৮৮), (৪) সাওয়াইক মুরসিলা (২য় খন্ড), রচয়িতা ইবনুল কাইয়্যেম, (৫) ইবনে হাযম আন্দালুসী (মৃ. হিজরী ৪৫৬ ইংরেজী ১০৬৩)-এর আল-আহকাম, (৬) মাওলানা বদরে আলম মীরাঠির মুকাদ্দামা তারজুমানুস সুন্নাহ, (৭) অত্র গ্রন্থের সংকলকের পিতা মাওলানা হাফেজ আবদুস সাত্তার হাসান উমারপুরীর[২] ইসবাতুল খাবার, (৮) মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর হাদীস আওর কুরআন। অনন্তর (৯) 'ইনকারে হাদীস কা মানজার আওর পাস-মানজার' নামে জনাব ইফতেখার আহমাদ বালখীর গ্রন্থখানিও সুখপাঠ্য। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির দুই খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে আল্লামা মুস্তাফা সাব্বাঈ হাদীসের হুজ্জাত (দললি) হওয়া সম্পর্কে দামেশকের 'আল-মুসলিমূন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত উপকারী প্রবন্ধ লেখেন। জনাব মালিক গোলাম আলী সাহেব এই প্রবন্ধ উর্দুতে অনুবাদ করেন– যা 'নাতে রসূল' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

২. মাওলানা হাফেজ আবদুল জাব্বার (মুহাদ্দিস) উপারপুরী (মৃ. হিজরী ১৩৩৪ ইংরেজী ১৯১২)-এর জীবদ্দশায়ই মৌলভী আবদুল্লাহ চকরালুভীর মুনকিরীনে হাদীসের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব এ সময় তাঁর 'দিয়াউস-সুন্নাহ' নামক পত্রিকায় এই ফেতনার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লেখেন।

ইল্‌মে হাদীসের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালঅনীর রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকা, হাফেজ ইবনে আবদিল বার আল-আন্দালুসী (মৃ. হিজরী ৪৬৩ ইংরেজী ১০৭০)-এর জামি' বাইয়ানিল ইল্‌ম ওয়া আহলিহি, ইমাম হাকেম নিশাপুরী (মৃ. হিজরী ৪০৫ ইংরেজী ১০১৪)-এর মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, মাওলানা আবদুর রহমান (মুহাদ্দিস) মুবারকপুরী (মৃ. হিজরী ১৩৫৩ ইংরেজী ১৯৩৫)-এর তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থের ভূমিকা। নিকট অতীতে রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এই শেষোক্ত গ্রন্থটি আলোচনার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনের দিক থেকে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অনুরূপভাবে মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানীর 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থের ভূমিকা এবং মাওলানা মানাজির আহ্‌সান গীলানীর 'তাদবীনে হাদীস' (উর্দু) গ্রন্থদ্বয়েও ইল্‌মে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় যুগে হাদীস সংকলকবৃন্দ ঃ

এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলকবৃন্দ ও নির্ভরযোগ্য সংকলন সমূহের পরিচয় নীচে দেয়া হলো ঃ

(১) **ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল** (জন্ম হিজরী ১৬৪ ইংরেজী ৭৮০; মৃ. হিজরী ২৪১ ইংরেজী ৮৫৫–এর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন মুসনাদে আহমাদ নামে পরিচিত। এতে তিরিশ হাজার হাদীস পুনরাবৃত্তিসহ ৫ খন্ডে বর্তমান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সব হাদীস এতে সংগৃহীত হয়েছে। এতে বিষয়সূচী অনুযায়ী বিন্যাসের পরিবর্তে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত সব হাদীস একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের হাদীসগুলো বিষয়সূচী অনুযায়ী বিন্যাস করার কাজ শায়খ হাসানুল বান্না শহীদের পিতা আহমাদ আবদুর রহমান সাআতী শুরু করেছিলেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ২৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) **ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী** (জন্ম হিজরী ১৯৪ ইংরেজী ৮০৯; মৃ. হিজরী ২৫৬ ইংরেজী ৮৬৯)। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ্‌ বুখারী। এর পূর্ণ নাম 'আল-জামিউস সহীহুল-মুসনাদুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহ্‌ ওয়াসাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি'।

এই গ্রন্থ সংকলনে ১৬ বছর সময় লেগেছে। তাঁর কাছে সরাসরি সহীহ্‌ বুখারী অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা ৯০ হাজার পর্যন্ত পৌছে যেতো। এই ধনের মজলিসে পর পর পৌছে দেয়া লোকদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হতো (কারণ তখন মাইক বা লাউড স্পীকের সুবিধা ছিল না)। এই গ্রন্থে মোট ৯৬৮৪টি হাদীস রয়েছে। পুনরুক্তি ও তা'লিকাত (সনদবিহীন রিওয়ায়েত), শাওয়াহেদ (সাহাবাদের বাণী) ও মুরাসাল হাদীস বাদ দিলে শুধু মারূফ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩২-এ। ইমাম বুখারী (রহ) অপরাপর

মুহাদ্দিসের তুলনায় অধিক শক্ত মানদন্ডে রাবীদের যাচাই বাছাই করেছেন।

(৩) **ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশাইরী** (জন্ম হিজরী ২০২ ইংরেজী ৮১৭; মৃ. হিজরী ২৬১ ইংরেজী ৮৭৪)। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহেমাল্লাহু আলাইহি-ও তাঁহার শিক্ষকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম রাযী ও আবু বাক্‌র ইবনে খুযাইমা তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'সহীহ্ মুসলিম' বিন্যাসগত দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে মোট ৯১৯০টি হাদীস (পুনরুক্তিসহ) রয়েছে।

(৪) **ইমাম আবু দাউদ** আশআছ ইবনে সুলাইমান আশ-সিজিস্তানী (জন্ম হিজরী ২০২০ ইংরেজী ৮১৭; মৃ. হিজরী ২৭৫ হিজরী ৮৮৮)। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন সুনানে আবি দাউদ' নামে পসিদ্ধ। এই গ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীসটি পরিপূর্ণরূপে একত্র করা হয়েছে। ফিকহী ও আইনগত বিষয়ের জন্য এই গ্রন্থ একটি উত্তম উৎস। এতে ৪৮০০ হাদীস রয়েছে (কিন্তু এর ইংরেজী সংস্করণে ক্রমিক নং ৫২৫৪ পর্যন্ত পৌছেছে–অনুবাদক)।

(৫) **ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী** (জন্ম হিজরী ২০৯ ইংরেজী ৮২৪; মৃ. হিজরী ২৭৯ ইংরেজী ৮৯২)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ জামে তিরমিযী নামে পরিচিত। এতে ফিকহী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং একই বিষয়ে যে যে সাহাবীর হাদীস রয়েছে– তাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) **ইমাম আহমাদ ইবনে শুআইব নাসাঈ** (মৃ. হিজরী ৩০৩ ইংরেজী ৯১৫)। তাঁর সংকলনের নাম 'আস-সুনানুল মুজতাবা' যা সুনানে নাসাঈ নামে প্রসিদ্ধ।

(৭) **ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ কাযবীনী** (মৃ. হিজরী ২৭৩ ইংরেজী ৮৮৬)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ "সুনানে ইবনে মাজাহ" নামে প্রসিদ্ধ।

'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থ ছাড়া উল্লিখিত ছটি গ্রন্থকে হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থের পরিবর্তে ইমাম মালেকের 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থকে সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন।

উল্লিখিতি গ্রন্থগুলি ছাড়া এ যুগে আরও অনেক প্রয়োজনীয় এবং পূর্ণাংগ গ্রন্থ রচিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়। বুখারী, মুসলীম তিরমিযী এই তিনটি গ্রন্থকে একত্রে 'জামি' বলা হয়। অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, নৈতিকতা, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার ব্যবহার ইত্যাদি শিরোনামের অধীক হাদীস সমূহ এতে বর্তমান আছে। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনান বলা হয়। অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলোতে বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত হাদীসই বেশী স্থান পেয়েছে।

হাদীসের গ্রন্থাবলীর স্তর বিন্যাস ঃ

হাদীস বিশারদগণ রিওয়ায়েতের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী হাদীসের সমস্ত গ্রন্থাবলীকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

১ম স্তর ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম–এই তিনটি গ্রন্থ সনদের বিশুদ্ধতা ও রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

২য় স্তর ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ–এই তিনটি গ্রন্থের কোন কোন রাবী নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে প্রথম স্তরের গ্রন্থাবলীর রাবীদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু তবুও তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা হয়। মুসনাদে আহমাদও এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত।

৩য় স্তর ঃ আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-দারিমী (মৃ. হিজরী ২৫৫ ইংরেজী ৮৬৯)-এর 'সুনান' (মুসনাদ), ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, দারু কুতনী (মৃ. হিজরী ৩৮৫ ইংরেজী ৯৯৫), তাবারানী (মৃ. হিজরী ৩৬০ ইংরেজী ৯৭০)-এর সংকলন সমূহ, তাহাবী (মৃ. হিজরী ৩১১ ও ইংরেজী ৯২৩)-র সংকলন সমূহ, মুসনাদে আশিঅ (মৃ. হিজরী ৪৬৩ ইংরেজী ১০৭০)-র গ্রন্থাবলী, আবু নুআইম (মৃ. হিজরী ৪০৩ ইংরেজী ১০১২), ইবনে আসাকির (মৃ. হিজরী ৫৭১ ইংরেজী ১১৭৫), দাইলামী (মৃ. হিজরী ৫০৯ ইংরেজী ১১১৫)-র ফিরদাউস, ইবনে আদী (মৃ. হিজরী ৩৬৫ ইংরেজী ৯৭৫)-র সংকলন। এই পর্যায়ের অপরাপর গ্রন্থাকারের গ্রন্থাবলী চতুর্থ স্তরের অন্তুর্ভূক্ত। এসব গ্রন্থে সব ধরনের হাদীস স্থান পেয়েছে। এমনকি অনেক মাওদূ (মনগড়া) রেওয়ায়েতও এর মধ্যে রয়েছে। সাধারণ বক্তাগণ, ঐতিহাসিক এবং তাসাওউফ পন্থীগণ বেশীর ভাগ এসব গ্রন্থের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অবশ্য যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এসব গ্রন্থের মধ্যেও অতি মূল্যবান মনি মুক্তা পওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ যুগ

এই যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌছে যায়। এই যুগে যে কাজ হয়েছে তা বর্ণনা নীচে দেয়া হলো ঃ

(১) হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি ভাষাগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

(২) হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সে সব বিষয়ের উপর এই যুগেই অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।

(৩) বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) মিশকাতুল মাসাবীহ্, সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব তাবরীযী। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটাই সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে সিহাহ্ সিত্তার প্রায় সব হাদীস এবং আরও দশটা মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, পারস্পরিক লেন দেন ও আচার ব্যবহার, চরিত্র নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং আখেরাত সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সমূহ একত্র করা হয়েছে।

(খ) রিয়াদুস-সালেহীন, সকংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী (মৃ. হিজরী ৬৭৬ ইংরেজী ১১৭৭)। তিনি সহীহ্ মুসলিমেরও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা বেশীর ভাগ চরিত্র নৈতিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীস সম্বলিত একটি চয়নিকা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রাসংগিক আয়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সহীহ্ বুখারীর সংকলন ও বিন্যাস পদ্ধতিও এইরূপ। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) মুনতাকাল আখবার, সংকলক মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. হিজরী ৬৫২ ইংরেজী ১২৫৪)। তিনি শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহ্মাদ ইবনে তাইমিয়া (মৃ. হিজরী ৭২৮ ইংরেজী ১৩২৭)-র দাদা। আল্লামা শাওকানী আইনুল আওতার নামে, আট খন্ডে এই গ্রন্থের একটি শরাহ্ (ভাষ্যগ্রন্থ) লিখেছেন।

(ঘ) বুলুগুল মারাম, সংকলক সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃ. হিজরী ৮৫২ ইংরেজী ১৪৪৮)। এই চয়নিকায় ইবাদাত ও মুআমালাত সম্পর্কিত হাদীসই অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আস-আনআনী (মৃ. হিজরী ১১৮২ ইংরেজী ১৭৬৮) 'সুবুলুস সালাম' শিরোনামে আরবী ভাষায় এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. হিজরী ১৩০৭ ইংরেজী ১৮৮৯)-ও 'মিসকুল খিতাম' নামে ফারসী ভাষায় এর ভাষ্য লিখেছেন।

হিমালয়ান উপমহাদেশে সর্বপ্রথম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহ্লবী (মৃ. হিজরী ১০৫২ ইংরেজী ১৬৪২) সুসংগঠিতভাবে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু করেন। তাঁর পরে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২), তাঁর পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং সুযোগ্য শাগরিদবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর এই অংশ সুন্নাতে নববীর আলোকে সমুজ্জল হয়ে উঠে।

"পৃথিবী তাঁর প্রভূর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে"– (যুমার ঃ ৬৯)

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর পর থেকে হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থ, ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং চয়নিকা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পূণ্যময় কাজ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। 'ইন্তেখাবে হাদীস' ও **'রাহে আমল'** সহ বেশ কয়টি গ্রন্থও এই প্রচেষ্টারই অংশ বিশেষ।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলকও হাদীসের সেবকগণের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। যে সব মহান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংকলন ও তার প্রচারে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের সাথে আমাদের মত নগন্য ব্যক্তিদের তুলনা হতে পারেনা।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ্ ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি যুগেও হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়নি। দিনরাত সব সময় এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

হাদীসের কয়েকটি পরিভাষা ঃ

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাকরীরকে হাদীস বলে।

আছার ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহবাগণের কথা ও কাজকে আছার বলে।

সনদ ঃ হাদীসের রাবী পরম্পরাকে সনদ বলে। (এবং হাদীস বর্ণনাকারীগণকে রাবী বলে)।

রেওয়ায়েত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত' বলে এবং যিনি বর্ণনা করেন তাকে রাবী বলা হয়। কোন কোন সময় 'হাদীসকেও রেওয়াতে বলে। যেমন বলা হয়, এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত (হাদীস) আছে।

মতন ঃ হাদীসের মূল অংশকে মতন বলে।

খবরে মুতাওয়াতির ঃ যে হাদীসকে প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন–যাঁদের পক্ষে কোন মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব–তাকে খবরে মুতাওয়াতির বলে।

খবরে ওয়াহিদ/খবরে আহাদ ঃ যে হাদীসের রাবীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌছেনি তাকে খবরে ওয়াহিদ বলে। মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদীসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

(১) মাশহুর ঃ সাহাবীদের যুগের পরে যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলে।

(২) আযীয ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে

আযীয বলে।

(৩) গারীব ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত একজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব বলে।

১. **তাকরীর** মৌন সমর্থন-এর অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন কাজ করা হলো, তিনি এতে অসম্মতি প্রকাশ করেননি।

২. **মুতাওয়াতির**-এর কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে ঃ (ক) পূর্ববর্তী যুগ থেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত বংশ পরম্পরা পূর্ণ ব্যাপকতা সহকারে ও সাধারণভাবে বর্ণনা ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেমন কুরআন মজীদ। **(খ)** তাওয়াতুরে আমলী-অব্যাহত আমল। যেমন নামাযের ওয়াক্ত সমূহ, আযান ও নামাযের কাঠামো। (গ) তাওয়াতুরে ইসনাদ, উদাহরণ স্বরূপঃ "যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে (মনগড়া কথা রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দেবে) সে দোযখে নিজের স্থান করে নিলো"–এই হাদীসটি কেবল সাহাবাদের যুগেই এক শতের অধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। এইভাবে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কিত হাদীসমূহ। (ঘ) তাওয়াতুরে মা'নাবী– অর্থাৎ যেসব হাদীসের রাবীদের সংখ্যা প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছেছে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহ। দোয়ায় হাত উঠানো ইত্যাদি। (ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থের ভূমিকা)।

মারফু ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে–তাকে মারফু' হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি ঃ মুত্তাসিল-এর বিপরীত। অর্থাৎ সনদের মধ্যে কোন স্তরে রাবী বাদ পড়েছে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসের সনদের প্রথম দিককার (সাহাবীর পরে) রাবীর নাম বাদ দেয়া হয়েছে। অথবা গোটা সনদই বিলোপ করা হয়েছে। তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে। আর এই বিলোপ সাধনকে তা'লকি বলে।

মু'দাল ঃ সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'দাল বলে।

মুরসালা ঃ যে হাদীসের সনদে তাবিঈ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী স্তরের রাবীর নাম উল্লেখ নাই তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

শায ঃ যে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত। কিন্তু তিনি তাঁর চেয়েও অধিক বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেন তাকে শায বলে। অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর হাদীসকে 'মাহ্ফূজ' বলে।

মুনকার ঃ কোন দূর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে দূর্বল রাবীর হাদীসকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) এবং সবল রাবীর হাদীসকে 'মা'রূফ' (পরিচিত) বলে।

মুআল্লাল ঃ যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষত্রুটি রয়েছে যা কেবল হাদীস শাস্তে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই ধরতে পারেন– তাকে মুআল্লাল বলে। যেমন কোন সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে মারূফ' হাদীসকে মাওকূফ হাদীস অথবা মাওকূফ হাদীসকে মারূফ' হাদীস বলে বর্ণনা করা।

সহীহ্ ঃ যে হাদীসের সনদে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় তাকে সহীহ্ হাদীস বলে ঃ (ক) সনদ পরস্পর সংযুক্ত, (খ) রাবী ন্যায়নিষ্ঠ, অর্থাৎ কার্যকলাপ ও আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য, (গ) স্মৃতিশক্তি প্রখর (ঘ) শায নয় এবং (ঙ) মুআল্লাল-ও নয়।

হাসান ঃ যে হাদীসের সনদে উপরোক্ত সহীহ্ হাদীসের বৈশিষ্ট সমূহ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। কিন্তু রাবীর স্মরণশক্তির মধ্যে ত্রুটি আছে, তাকে হাসান হাদীস বলে। কিন্তু এই হাদীসের সমর্থনে যদি একই পর্যায়ে অন্য হাদীস বর্তমান থাকে তবে তাকে সহীহ্ লি-গাইরিহি বলে।

যঈফ ঃ যে হাদীসের সনদে সহীহ্ ও হাসান হাদীসের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বা তার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ত্রুটি আছে তাকে যঈফ হাদীস বলে। কয়েকটি যঈফ রেওয়ায়েতকে একত্রে হাসান লি-গাইরহি বলা যেতে পারে– যদি রাবীর এই দূর্বলতা তার আচরণগত ও চারিত্রিক ত্রুটির কারণে সৃষ্টি না হয়ে থাকে (কাওয়াইদুল হাদীস, পৃ. ৯০)। যঈফ হাদীসের রাবীদের তাকওয়া-ই যদি সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়– তবে এদের রেওয়ায়েত মোটেই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরনের রেওয়ায়েতকে মাওদূ' (মনগড়া) হাদীস বলে। অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহ্ ওয়া সাল্লামের নামে ইচ্ছ করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণ হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদূ' বলা হয়।

-o-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

নিয়াতের বিশুদ্ধতা

যেমন নিয়াত তেমন ফল ঃ

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضــ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ - (متفق عليه)

১। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "নিশ্চয়ই কর্মফল নিয়্যতানুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। মানুষ যে নিয়াতে কাজ করবে সে অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে হিজরাত করবে সে হিজরাতই আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছায় কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার আশায় হিজরাত করবে তার হিজরাত সে উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।" –(বুখারী, মুসলিম)

প্রশিক্ষণ ও আত্মসংশোধনের জন্যে এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "নিয়াতই হলো যাবতীয় সৎ কাজের মূল"। এ কথাটি বুঝাবার জেন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি বলেছেন। নিয়াত যদি শুদ্ধ হয় তবে ছাওয়াব পাওয়া যাবে, নতুবা ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। এটাই হ'লো হাদীসটির মূল বক্তব্য।

বাহ্য দৃষ্টিতে কোন কাজ যত ভালো বলেই মনে হোক না কেন পরকালে তার উপযুক্ত পুরস্কার কেবলমাত্র তখনই পাওয়া যাবে যখন সে কাজটি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হবে। দুনিয়াবী কোন লোভ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যত বড় সৎ কাজই করা হোক কিংবা যত বড় ত্যাগই স্বীকার করা হোক না কেন আল্লাহর দরবারে তার কোনই মূল্য নেই। হিজরাতের দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যটিকেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ দেখো হিজরাত কত বড় সৎকাজ। কিন্তু

কেউ যদি পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হিজরাত করে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এর কোন মূল্য তো পাবেই না বরং উল্টো তার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির মোকদ্দমা দায়ের করা হবে।

নিয়াতের গুরুত্ব ঃ

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ – وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ – (مسلم)

২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 'আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত ও ধন-দৌলতের দিকে তাকাবেন না। তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে তাকাবেন'। –(মুসলিম)।

বদনিয়াতের পরিণাম ঃ

(٣) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ نِ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا – قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ – قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ – ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰي اُلْقِيَ فِي النَّارِ – وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَأُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا – قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ – فَقَدْ قِيْلَ – ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰي وَجْهِهٖ حَتّٰي اُلْقِيَ فِي النَّارِ – وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ وَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا – قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ – قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيْلَ – ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰي وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ – (صحيح مسلم)

৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–"শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যিনি শহীদ হয়েছেন। তাঁকে আল্লাহর দরবারে হাজির করে তাঁর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐ সব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে–'তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কি করেছো?" সে উত্তরে বলবে– আমি আপনার পথে লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ বলবেন। "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি 'বীর' খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছো এবং সে খ্যাতি-তুমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো।" অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে। এভাবেই সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

এরপর আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে। দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে এবং আল-কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে– "এসব ভোগের পর তুমি কি করেছো?" সে বলবে, "আমি দ্বীনের ইল্ম হাছিল করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্যে আল-কুরআন পড়েছি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি 'আলিম' খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম অর্জন করেছো। তুমি কারীরূপে খ্যাত হবার জন্যে আল-কুরআন পড়েছো। সে খ্যাতি তুমি পেয়ে গেছো।" তারপর হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "এসব পেয়ে তুমি এর সাথে কি ব্যবহার করেছো? সে বলবে, "আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার সম্পদ খরচ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি দাতারূপে খ্যাত হবার জন্যেই দান করেছো। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছো।" তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং উপুড় করে পা ধরে টেনে নিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –(মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসের ৩টি বর্ণনা দ্বারা এ সত্যটিকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে কিয়ামতের দিন কোন নেক কাজের বাহ্যিক রূপের উপর দৃষ্টি দিয়ে পুরস্কার দেয়া হবে না। যে সমস্ত সৎকাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হয় কেবলমাত্র সে সব কাজই পুরস্কারের যোগ্য বলে পরিগণিত হবে। লোক দেখানো, নাম কুড়ানো কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যত বড় মহৎ কাজই করা হোক না কেন বাজারে কেউ গ্রহণ করে না। তেমনি এ ধরনের ঈমান ও বন্দেগী আল্লাহর দরবারে গ্রহণ করা হবে না।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিগকে লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের অভিলাসপ্রসূত সৎ কাজ করার ধ্বংসাত্মক প্রবণতা থেকে সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। এ মারাত্মক প্রবণতার হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করা না হ'লে আমাদের সারা জিন্দেগীর পুঁজি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসের খবর এমন এক শোচনীয় সময়ে জানা যাবে যখন মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেকেরও মুখাপেক্ষী হবে। প্রতিটি কড়ার জন্যে কাংগালের ন্যায় হন্যে হয়ে ঘুরবে।'

ঈমান

ঈমানের বুনিয়াদ ঃ

(٤) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ (رضــ) قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ - (صحيح مسلم)

৪। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। একজন আগন্তুক (যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিবরাইল আলাইহিস সালাম। মানুষ রূপে রাসূলুল্লাহর নিকট এসে) জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। "আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভাল মন্দ যা কিছু সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তা জানা ও মানাই হচ্ছে ঈমান।

উক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। হাদীসে জিব্রিল নামেও এটি খ্যাত। এ হাদীসের মূল কথা হলো হযরত জিব্রিল আলাইহিস সালাম একদিন মানুষের বেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ঈমান, ইসলাম, ইহসান এবং কিয়ামাত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন। আলোচ্য অংশটি ঈমান সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর।

ঈমানের অর্থ হলো কারো উপর নির্ভর করা এবং নির্ভরতার কারণে তার কথাবার্তাকে সত্য বলে স্বীকার করা। মানুষ যখন কাউকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে তখন তার আদেশ নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নেয়। এ আস্থা ও বিশ্বাসই হলো ঈমানের প্রকৃত প্রাণশক্তি। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা এসেছে তার সবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করাই হলো মুমিন হওয়ার জন্য জরুরী। এ হাদীসে ঈমানের যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নে তার পৃথক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

১। **ঈমান বিল্লাহ** ঃ অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান আনা। অর্থাৎ আবহমান কাল থেকে আল্লাহকে বিদ্যমান বলে স্বীকার করা, সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও তাকে একক ও নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাপক হিসাবে মেনে নেয়া। অকপট চিত্তে এটা স্বীকার করে নেয়া যে, বিশ্ব সৃষ্টি কিংবা উহার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর সমকক্ষ কোন শরীক নেই। সকল প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত এবং যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের তিনিই একচ্ছত্র মালিক।

২। **ঈমান বিল-মালায়িকা** ঃ ফিরিস্তাদের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো তাদের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে একথা বিশ্বাস করা যে তারা আল্লাহর পবিত্র সৃষ্টি। তারা সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করছে এবং কোন সময়ই বিরোধিতা বা নাফরমানী করছে না। অনুগত দাসের ন্যায় আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালনের জন্যে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং সৎ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে।

৩। **ঈমান বিল-কুতুব** ঃ কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো আল্লাহ নবী রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে যে সমস্ত বিধি-বিধান দুনিয়াবাসীর হেদায়াতের জন্যে পাঠিয়েছেন তার সবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা। কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কিতাব হলো আল-কুরআন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ

তাদের উপর প্রদত্ত কিতাবসমূহ বিকৃত করে ফেলায় আল্লাহ তার সর্বশেষ রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন। এ কিতাবের বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল–ও স্পষ্ট এবং যাবতীয় ক্রটি-বিচ্যুতি ও বিকৃতির উর্ধে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে এ কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাবই আজ মানবজাতির হাতে নেই।

৪। **ঈমান বির্‌রুসূল ঃ** নবী রাসূলগণের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নবী-রাসূল এ দুনিয়ায় এসেছেন তারা সবাই সত্য। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ ও বাণীসমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতীত হুবহু মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বর্তমানে দুনিয়ায় তাঁর প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির মুক্তির একমাত্র উপায়।

৫। **ঈমান বিল-আখিরাত ঃ** আখিরাতের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো একথা মনে-প্রাণে, বিশ্বাস করা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভালো কাজের জন্যে সীমাহীন পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

৬। **তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো ঃ** এ কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। এখানে শুধু তাঁর হুকুমই চলে। অন্য কারো হুকুম চলেনা। এমন নয় যে, তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে কোন কিছু ঘটে। তিনি প্রথম থেকেই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সততা ভ্রষ্টতার একটি বিধান তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার উপর যে বিপদ পতিত হয়, যে মারাত্মক সমস্যা তার উপর আপতিত হয় এবং সে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তার সব কিছুই প্রতিপালকের হুকুমের পূর্ব নির্ধারিত নিয়মানুযায়ীই ঘটে থাকে।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ

আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও উহার প্রতিক্রিয়া ঃ

(٥) عَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ - فَقَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ ، فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ - ثُمَّ سَارَ سَاعَةً - ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ - قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ - ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَدَيْكَ - قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ - قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً - ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ - قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ، اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ - قَالَ اَنْ لاَّيُعَذِّبَهُمْ -(بخارى مسلم)

৫। মুয়ায বিন যাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একদা রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে উটের উপর বসা ছিলাম। তাঁর ও আমার মধ্যে আড় ছিলো কেবলমাত্র হাওদার পিছনের অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে মুয়ায বিন যাবাল" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল ! বান্দা উপস্থিত।" কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, "হে মুয়ায বিন যাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, বান্দা উপস্থিত।"

কিছু দূর অগ্রসর হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, "হে মুয়ায বিন যাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত।" তিনি বললেন, "মানুষের উপর মহান আল্লাহর কি হক রয়েছে তা কি তুমি জানো ?" আমি বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, মানুষের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে ঃ মানব মণ্ডলী আল্লাহর ইবাদত করবে। কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না।" আবার কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন। "হে মুয়ায বিন যাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, বান্দা উপস্থিত আছি।" তিনি বললেন, "যেসব বান্দা আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর সংগে

কাউকেও শরীক করে না আল্লাহর উপর তাদের কি হক রয়েছে তা কি তুমি জানো?" আমি বললাম 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বললেন, "তাদেরকে শাস্তি না দেয়াই আল্লাহর উপর তাদের হক।"

মুয়ায বিন যাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনার সারকথা হলো, তিনি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই নিকটে বসেছিলেন। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে ও তাঁকে কোন কিছু শোনাতে মাঝখানে কোন বাধা বা অন্তরায় ছিলো না। কিন্তু বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এবং এর গুরুত্ব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে তিনি তিনবার মুয়ায রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুকে ডাকলেন এবং কথা না বলে নীরব রইলেন।

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় তাওহীদ ও ইবাদাতের এ গুরুত্ব জানা গেলো যে, একমাত্র তাওহীদই মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। যে জিনিস মানুষকে আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করে জান্নাতের অধিকারী করতে পারে বান্দাহর দৃষ্টিতে এর চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কিছুই হ'তে পারে না।

ঈমান বিল্লাহর অর্থ ঃ

(٦) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ - قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ - قَالَ : شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ - (مشكوة)

৬। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। "তোমরা (আবদু'ল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিগণ) কি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ জানো?" তারা বললো, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "(এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহর সার্বভৌম শক্তি নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্যদান, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানে রোযা রাখা।" –(মিশকাত)

ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের প্রতিক্রিয়া ঃ

(٧) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَ لاَاِيْمَانَ لِمَنْ لاَّاَمَانَةَ لَهٗوَلاَدِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَلَهٗ - (مشكوة)

৭। আনাস রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। "রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেছেন, যার মাঝে আমানাতদারী নেই তাঁর মাঝে ঈমান নেই। আর যার মাঝে ওয়াদা পালন নেই তার মাঝে দীন নেই।" –(মিশকাত)

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার বান্দার অধিকার আদায়ের পরোয়া করে না তার ঈমানে সবলতা ও দৃঢ়তা নেই। তার ঈমান দুর্বল। যে ব্যক্তি কথা দিয়ে কথা রাখে না এবং ওয়াদা করে তা পালন করে না সে তাকওয়ার নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত। যার অন্তরে ঈমান মজবুতভাবে শিকড় গেড়েছে সে সকলের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান। সে কারো হক আত্মসাৎ করতে পারে না। যার অন্তরে দ্বীনদারী আছে সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও ওয়াদা পালন করে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, সকল অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও তাঁর প্রেরিত কিতাবের। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ওয়াদা হলো ঐ ওয়াদা যা আল্লাহর সঙ্গে, রাসূলের সঙ্গে ও তাঁর নিয়ে আসা দ্বীনের সঙ্গে করা হয়।

চরিত্র গঠনে ঈমানের প্রভাব ঃ

(٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاالْاِيْمَانُ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ - (مسلم عمرو بن عبس رضـ)

৮। আমর বিন আবাসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ঈমান কি?" জবাবে তিনি বললেন "ছবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান।" –(মুসলিম)

অর্থাৎ নিজের জীবনের সার্বিক কাজকর্মে আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করা। এ পথে চলতে গিয়ে যে বিপদাপদ ও জুলুম নিপীড়নের সম্মুখীন হবে তা

অম্লানবদনে সহ্য করা। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নামই ঈমান। একে ছবরও বলা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের অর্জিত ধন-সম্পদ আল্লাহর অসহায় ও দরিদ্র বান্দাদের জন্যে ব্যয় করা এবং এ ব্যয়ের মাধ্যমে অন্তরে আনন্দ অনুভব করাকেই 'সামাহাত' বলা হয়। নম্রতা এবং উদারতা অর্থেও 'সামাহাত' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিপূর্ণ ঈমানের বৈশিষ্ট্য ঃ

(৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ -(بخارى)

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালবাসলো, আল্লাহর জন্যেই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো। আল্লাহর জন্যেই কাউকে দান করলো এবং আল্লাহর জন্যেই কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো। সে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো।"—(বুখারী)

অর্থাৎ মানুষ ক্রমাগত আত্মগঠন ও আত্মন্নোতির মাধ্যমে এমন এক স্তরে পৌছে যায় তখন তার যাবতীয় কাজ কর্ম একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। তার প্রেম-ভালবাসা, হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হয়ে থাকে। এগুলোর কোন কিছুই নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তির খুশির জন্য হয় না। সে যখন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কিংবা কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে তা আল্লাহর জন্যেই করে থাকে। পার্থিব কোন উপকারের আশায় কিংবা কোন লোভ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা পোষণ করে না। কোন মানুষের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌছে যায় তখন বুঝতে হবে যে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে।

ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের উপায় ঃ

(১০) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً -(بخارى و مسلم - عباس)

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

রাসূল রূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে।"
–(বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ যখন কোন মানুষ নিজেকে আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত করে। ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পথ প্রদর্শক নেতা রূপে বরণ করে। স্থির ও অবিচল থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবে না। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধানের অনুসারী হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব নিজের জীবনে গ্রহণ করবে না। তখন বুঝতে হবে যে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করেছে।

রাসূলের উপর ঈমান আনার অর্থ

কথা ও কাজের সর্বোত্তম মানদণ্ড ঃ

(١١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدِىُ مُحَمَّدٍ (صـ) ـ(مسلم، جابر)

১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ প্রদর্শন।"–(যা মেনে চলা উচিত)।–(মুসলিম)

সুন্নাতও অন্তরের পবিত্রতা ঃ

(١٢) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ـ ثُمَّ قَالَ يَابُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ ـ كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ ـ (مسلم)

১২। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। "ওহে বৎস ! কারো অমংগল সাধনের চিন্তা না করে যদি তোমার দিন ও রাত অতিবাহিত করতে পারো তবে তা-ই করো। অতপর তিনি বললেন, ওহে বৎস ! এটাই আমার পথ। যে ব্যক্তি আমার

পথকে ভালবাসলো, সে আমাকেই ভালবাসলো। যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।"–(মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণের সঠিক পন্থা ঃ

(١٣) جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا ـ فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرْ ـ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا ـ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ ـ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا ـ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَ ؟ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ(مسلم ، انس)

১৩। একদা তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের নিকট এলো। তাদেরকে সে সম্পর্কে জানানো হলে তারা রাসূলের ইবাদতকে কম মনে করলো। তারা বললো, "রাসূলের তুলনায় আমরা কোথায় ? আল্লাহ্ তো তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন বললো আমি নিয়মিত সারারাত নফল সালাতে কাটাবো।" আরেকজন বললো "আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাওম রাখবো।" তৃতীয়জন বললো, "আমি নারীর সংশ্রবে যাবো না। কখনো বিয়ে করবো না।"

এসব জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন। "তোমরা কি অমুক অমুক কথা বলেছো ?" তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম তোমাদের সকলের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশী ভয় করি। কিন্তু আমি নফল রোযা রাখি এবং মাঝে মাঝে রাখি না। আমি রাতে নফল নামায আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই। আমি বিয়েও করেছি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অবহেলা করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়।–(মুসলিম)

পছন্দ ও অপছন্দের মাপ কাঠি ঃ

(١٤) صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللهِ اِنِّي لَاَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشْيَةً - (بخاري - مسلم - عائشة رضـ)

১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রেখেছিলেন। কিছুকাল পর তিনি তা নিজেই করতে শুরু করেন। লোকেরা যেন বুঝতে পারে যে, এ কাজটি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। লোকজন কিন্তু আগের মতোই সে কাজ থেকে বিরত থাকছিলো। এ কথা জানার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণ দান করেন। এতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, "কিছু লোক এমন কাজ থেকে বিরত থাকছে যা আমি নিজে করছি। আল্লাহর কসম, এদের সকলের চেয়ে বেশি পরিমাণে আমি আল্লাহকে জানি এবং আল্লাহকে আমি তাদের সকলের চেয়ে বেশি ভয় করি।" -(বুখারী, মুসলিম)

বিকৃত কিতাবসমূহের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ ঃ

(١٥) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰي اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟- قَالَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰي؟- لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً - وَلَوْ كَانَ مُوْسٰي حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلاَّ اِتِّبَاعِيْ - (مسلم - جابر)

১৫। জাবির রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন। "ইয়াহুদীদের কোন কথা আমাদের নিকট খুব চমৎকার বলে মনে হয়। ওইগুলোর কিছু কিছু কি আমরা লিখে রাখবো?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। "ইয়াহুদী এবং নাছারাগণ যেভাবে তাদের নিকট প্রেরিত কিতাব ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তোমরাও কি তেমনি হতে চাও? আমি

তোমাদের নিকট উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে এসেছি। আজ যদি মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হতো"। -(মুসলিম)

ইহুদীগণ তাদের উপর অবতীর্ণ তৌরাত কিতাবের শিক্ষা বিকৃত করে ফেলেছিল। কিন্তু এ বিকৃতির মাঝেও কিছু কিছু সত্য কথা ছিলো যেগুলো মুসলমানগণ শুনে পছন্দ করতো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এগুলো শুনার অনুমতি দান করতেন তা'হলে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতো। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার মধ্যে কিছু সত্য ও কিছু ভালো কথা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে যে জবাব দিলেন তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যার ঘরে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা রয়েছে সে অপরের অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলা পানির হাউজের দিকে হাত বাড়াবে কেনো?

ঈমানের কষ্টিপাথর ঃ

(١٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو- قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًالِمَا جِئْتُ بِهٖ - (مشكواة)

১৬। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "তোমাদের মধ্যে কেউ আকাংখিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে না নিবে।" -(মিশকাত)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার দাবী হলো, মানুষ নিজের ইচ্ছা-আকাংখা ও প্রবণতাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত আদর্শের পূর্ণ অনুসারী করবে। আল-কুরআনের হস্তে স্বীয় প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেবে। যদি কেউ এরূপ করতে অক্ষম হয় তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন অর্থই থাকে না।

ঈমান ও রাসূলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ঃ

(١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - (انس - بخاري - مسلم)

১৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁর পিতা, মাতা, ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য সব মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হবো।"–(বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের অর্থ হলো। একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে কেবলমাত্র তখনই মুমিন হতে পারে, যখন রাসূল ও তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি তার আকর্ষণ ও ভালবাসা অন্য যাবতীয় পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ ও ভালবাসার চেয়ে জোরদার ও শক্তিশালী হবে। বাবা, মা ও সন্তানের প্রতি ভালবাসা মানুষকে একদিকে নিয়ে যেতে চায়। আর রাসূলের ভালোবাসা তাকে অপর দিকে নিয়ে যেতে চায়। এ অবস্থায় মানুষ যখন সবকিছু বাদ দিয়ে আল্লাহর রাসূলের পথে চলতে শুরু করে তখনই বুঝতে হবে সে পূর্ণ মুমিন ও প্রকৃত রাসূল প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। ইসলামের পতাকাতলে এ ধরনের মর্দে মুমিনেরই প্রয়োজন এবং এ ধরনের জানবাজ সিপাহীরাই দুনিয়ার ইতিহাস পাল্টে দিতে সক্ষম। দুর্বল ও অপূর্ণ ঈমান পিতা-মাতা ভাই-বোন ও স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ভালবাসা ছিন্ন করে মানুষকে আল্লাহর পথে চালাতে পারে না।

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসার দাবী ঃ

(١٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ قَرْضٍ (رضـ) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهٗ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهٖ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا ؟ قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اَوْيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهٗ اِذَا حَدَّثَ وَالْيُؤَدِّ اَمَانَتَهٗ اِذَا اؤْتُمِنَ - وَالْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهٗ -(مشكوة - عبد الرحمن بن قرض رضـ٩

১৮। আবদুর রহমান বিন আবি কারাদ থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজু করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী তার অজুর পানি নিজেদের গায়ে মাখতে শুরু করেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "কোন্ জিনিস তোমাদেরকে এ কাজ করতে

উদ্বুদ্ধ করেছে?" তারা বললেন, "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে ভালবেসে পরিতৃপ্ত হয় অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেতে চায় তারা যেনো সদা সত্য কথা বলে। সঠিক অর্থে আমানতের হিফাজত করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করে।" –(মিশকাত)

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে বরকত লাভের আশায় তাঁর ওজুর পানি হাতে ও মুখে মাখা কোন মন্দ কাজ ছিলো না হিসেবেই তিনি সাহাবাগণকে তিরস্কার করেননি। বরং তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের উন্নতম পন্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন করো। রাসূল যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন তাকে নিজের জীবনে পূর্ণরূপে মেনে চলা এবং রাসূলের পূর্ণ অনুসরণ করাই হলো তাঁর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বোত্তম পন্থা। তবে শর্ত এই যে, রাসূলের সহিত আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে।

রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও বিপদের ঝুঁকি ঃ

(١٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ – قَالَ اُنْظُرْمَا تَقُوْلُ – فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، لَلْفَقْرُ اَسْرَعُ اِلَى مَنْ يُّحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اِلَى مُنْتَهَاهُ – (ترمذي – عبد الله بن مغفل رض)

১৯। আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "আমি আপনাকে ভালবাসি।" রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি বলছো তা ভালো করে ভেবে দেখ।" সে বললো, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে ভালবাসি।" এ কথা সে তিনবার বললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে দারিদ্রের মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে বন্যার পানির চেয়েও দ্রুতগতিতে দারিদ্র তার দিকে এগিয়ে আসে।
–(তিরমিযি)

কাউকে ভালবাসা ও প্রিয় করে নেবার অর্থ, তার পছন্দ ও রুচিকে নিজের রুচি ও পছন্দ এবং তার অরুচি ও অপছন্দকে নিজের অরুচি ও অপছন্দে পরিণত করে নেয়া। প্রেমিক যে পথে চলবে সে পথকেই নিজের জীবন-পথ হিসাবে বানিয়ে নিতে হবে। প্রেমিকের পথ ও মতই হবে তার পথ ও মত। প্রেমিকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের যাবতীয় প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করে দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে সব কিছু বিলিয়ে দেয়াই হলো সত্যিকারের প্রেম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রিয়তম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ হলো তাঁর প্রতিটি পদচিহ্ন ও পদক্ষেপ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়ে তারই পদাংক অনুসরণ করে চলা। যে পথে চলতে গিয়ে তিনি নৃশংস হামলার শিকার হয়েছেন। পেয়েছেন নির্মম আঘাত। সে সব পথে নিজেকে চালিত করার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যেমনি হেরার গুহা ছিলো তাঁর পথ। তেমনি বদর-হুনায়নের ময়দানও ছিল তাঁরই পথ।

দ্বীনের পথে চলতে গেলে অসহনীয় দারিদ্র ও ক্ষুৎ পিপাসার মুকাবিলা করতে হবে। এ কথা সর্বত্র স্বীকৃত যে অর্থনৈতিক আঘাত ও বিপর্যয়ই হলো সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত ও বিপর্যয়। এ আঘাত ও বিপর্যয়ের মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ-প্রেম ও তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরতাই হ'লো বড় অস্ত্র। এরূপ কঠিন সময়ে মুমিন চিন্তা করে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহই হ'লো আমার সহায় ও বন্ধু। আমি অসহায় ও নিঃসঙ্গ নই। সে একথা ভাবে, আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র। মনিবের মর্জি মতো কাজ করাই হলো বান্দার একমাত্র কর্তব্য। সে এ কথাও ভাবে, আমি যে মুনিবের কাজ করছি তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সুবিচারক। সুতরাং আমার পরিশ্রম বৃথা যেতে পারে না। আমার দয়ালু ও সুবিচারক মনিব আমর কাজের পুরস্কার অবশ্যই দেবেন। মুমিনের এ ধরনের চিন্তা ও আস্থার ফলে কঠিন বিপদ সহজ হয়ে পড়ে। খোদাদ্রোহী শয়তানের যাবতীয় কারসাজি ব্যর্থ হয়ে যায়।

কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য

আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কল্যাণ ঃ

(٢٠) قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ مَنِ اقْتَدٰي بِكِتَابِ اللّٰهِ لَايَضِلُّ فِيْ الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰي فِي الْاٰخِرَةِ - (مشكوة)

ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَايَضِلُّ وَلَا يَشْقٰي - (سورة طه - ١٦٣)

২০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন। "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অণুসরণ করবে দুনিয়ার জীবনে সে পথভ্রষ্ট হবে না। আখিরাতেও সে ভাগ্যাহত হবে না।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

(فَمَنِ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَايَشْقٰي -)

"যে ব্যক্তি আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে দুনিয়ার জীবনে সে পথভ্রষ্ট হবে না। আখিরাতেও ভাগ্যাহত হবে না।" -[সূরা ত্বা-হা ঃ ১৬৩] -(মিশকাত)

কুরআন থেকে উপকৃত হবার পন্থা ঃ

(٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰي خَمْسَةِ اَوْجُهٍ، حَلَالٍ وَّحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَاَمْثَالٍ فَاَحِلُّ الْحَلَالَ وَحَرِّمُوْا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ- (مشكوة)

২১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। পাঁচটি বিষয়ের উপর কুরআন নাযিল করেছে। হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবেহ ও আমছাল। সুতরাং হালালকে হালাল জানবে। হারামকে হারাম মানবে। মুহকামের (কুরআনের ঐ আয়াসমূহ যাতে আকিদা-বিশ্বাস আইন-কানুন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে) উপর আমল করবে। মুতাশাবেহের (ঐ আয়াসমূহ যাতে আরশ-কুরসী ইত্যাদির বর্ণনা আছে এবং উহার ব্যখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য মাথা ঘামাবে না, ঈমান রাখবে এবং আমছাল (বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের শিক্ষণীয় ঘটনা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। -(মিশকাত)

(٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَاتَنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ، وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَاتَبْحَثُوْا عَنْهَا - (مشكوة - جابر رض)

২২। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ কিছু কাজকে ফরজ করেছেন সেগুলো বরবাদ করো না। তিনি কিছু কাজকে হারাম করেছেন, সেগুলো করো না। তিনি কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে সব সীমা অতিক্রম করো না। কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি নীরব থেকেছেন, সে সব ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করো না।" -(মিশকাত)

কুরআনের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য ঃ

(٢٣) عَنْ زِيَادِبْنِ لُبَيْدٍ (رضــ) قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ : ذٰلِكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَاءَ نَاوَ يُقْرِئُهُ اَبْنَاءُ نَا اَبْنَاءَ هُمْ ؟ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاُرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ ، اَوَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰي يَقْرَءُوْنَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَئٍ مِمَّا فِيْهِمَا - (ابن ماجه)

২৩। যিয়াদ বিন লুবাইদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটা বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন, "ওটা এমন সময় ঘটবে যখন দ্বীনের ইলম বিদায় নেবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহ রাসূল, ইলম কিভাবে চলে যাবে? আমরা আল-কুরআন পড়ছি এবং আমাদের সন্তানদের তা শিখাচ্ছি। তারা আবার তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে মদীনার প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের একজন বলে মনে করতাম। তুমি কি দেখছো না ইয়াহুদী এবং নাছারাগণ তাওরাত এবং ইঞ্জিল পড়ছে অথচ ঐ গুলোর শিক্ষার আলোকে কাজ করছে না?"

তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ

কাজ করার তৌফিক ঃ

(٢٤) عَنْ عَلِيٍّ (رضــ) قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ـ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ـ ثُمَّ قَرَاَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ـ(بخارى ، مسلم، سورة والليل ايت : ٥ـ١٠)

২৪। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার স্থান জাহান্নাম অথবা জান্নাতে পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়নি।" লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেই না কেনো ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমল করে যাও। তাকে যেটার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সেটা করার সামর্থ লাভ করবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যের কাজ করার শক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগা সে দুর্ভাগ্যের কাজ করার শক্তি পাবে।"

অতপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ـ

"যে ব্যক্তি দান করেছে, তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং সর্বোত্তম কথাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে, আমি তাকে সুখের জীবন-জান্নাত লাভের শক্তি দেবো। যে ব্যক্তি কৃপণতা করেছে, আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া হয়েছে এবং সর্বোত্তম কথাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, "আমি তাঁকে দুঃখের জীবন জাহান্নামে গমনের শক্তি যোগাবো।"–(বুখারী, মুসলিম)

মানুষ কোন্ কাজের দ্বারা জান্নাত লাভ করবে এবং কোন্ কাজের ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহর নিকট তা পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট করা আছে। তাকদীর অর্থাৎ অদৃষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন এটা মানুষের উপর নির্ভর করে, সে জাহান্নামের রাস্তা

অবলম্বন করবে। না জান্নাতের পথে চলবে। এ দু' পথের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার দায়িত্ব তার নিজের। আর এ দায়িত্ব তার উপর এ কারণে অর্পিত হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুপথ অথবা কুপথ অবলম্বনের ক্ষমতা দান করেছেন। ইচ্ছাশক্তির এ স্বাধীনতার জন্যেই মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু সংখ্যক নির্বোধ লোক নিজেদের এ দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে আল্লাহর উপর তা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে অসহায় ও অক্ষম বলে মনে করে।

অলংঘনীয় তাকদীর ঃ

(٢٥) عَنْ اَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ، قُلْتُ ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ رُقًي نَسْتَرْ قِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَ اَوْي بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ يَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ - (ترمذى)

২৫। আবু খাযামা তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, "আমরা রোগ-শোকে যে তাবিজ তুমার ব্যরহার করি, রোগ-ব্যাধিতে ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করি এবং এসব থেকে বাঁচার জন্যে বাচ-বিচার ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি তাতে কি তাকদীর পরিবর্তিত হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসবই তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।" -(তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তর দিয়েছেন তার সারকথা হলো, আল্লাহ আমাদের জন্যে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আবার এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি দূর করার তদবীরও শিখিয়েছেন। কোন ব্যবস্থা ও কোন ঔষধ প্রয়োগ করলে কোন কোন রোগ সারবে তা তিনিই বলে দিয়েছেন। ঔষধে রোগ বিনাশী শক্তি তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেমন রোগের সৃষ্টিকর্তা, তেমনি ঔষধেরও সৃষ্টিকর্তা। সবকিছুই তার সৃষ্ট নিয়ম ও বিধি মোতাবেক চলতে থাকে।

লাভ ও ক্ষতির প্রকৃত উৎস ঃ

(٢٦) عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ، يَاغُلَامُ اِنِّي اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ، اِذَا سَاَلْتَ فَاَسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ

فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَن يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ اِلاَّ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوا جْتَمَعُوْ عَلٰى يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ -(مشكوة)

২৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ওহে বৎস ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে শোন। আল্লাহকে স্মরণ করো। তিনিও তোমাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করো। তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। কোন কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাও। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো। জেনে রাখো, সমগ্র জাতিও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তবে তারা কিছু করতে পারবে না বরং আল্লাহ যা তোমার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাই হবে। আর সমগ্র দেশবাসীও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার অকল্যাণ করতে চায়, তারা কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ যা তোমার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাই হবে।"-(মিশকাত)

সংশয়ের গোলক ধাঁধা ঃ

(٢٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا، وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ ، مَا شَاءَ فَعَلَ ، فَاِنَّ "لَو" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -(مشكوة)

২৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুর্বল মুমিনের চাইতে শক্তিমান মুমিন উত্তম এবং আল্লাহর প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে এমন কাজে অগ্রণী হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। মন ভাংগা ও হিম্মতহারা হয়ো না। তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে একথা বলো না, "যদি" আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হতো। বরং বলো তাই হয়েছে যা আল্লাহ আমার জন্যে নির্ধারিত

রেখেছেন। কেননা এই "যদি" শব্দ শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়।
(মিশকাত)

এ হাদীসের প্রথমাংশের মূল বক্তব্য হলো, দৈহিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী মুমিন যদি তার উভয় প্রকার শক্তি আল্লাহর পথে কাজে লাগায় তাহলে এ কথা সত্য যে তার দ্বারা ইসলামের যে পরিমাণ খিদমত করা যাবে অসুস্থ ও দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন মুমিন দ্বারা সে পরিমাণ খিদমত করা যাবে না। তবে অল্প হলেও তার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু পাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত মুমিনের পুরস্কার অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। তবে উভয়েই যেহেতু একই পথের পথিক, সেহেতু দুর্বল মুমিনকে ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এখানে শক্তিশালী মুমিনকে একথা বলাই উদ্দেশ্যে যে, সময় থাকতে শক্তি ও প্রতিভা কাজে লাগাও। বার্ধক্য ও দুর্বলতায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যতটুকু সম্ভব সামনে অগ্রসর হও। বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছা থাকলেও কাজ করা যায় না।

হাদীসটির দ্বিতীয়াংশের তাৎপর্য হলো এই যে, মুমিন কখনো নিজের মেধা-কর্ম-কৌশল ও শক্তির উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার উপর যদি কখনো বিপদ-মুসীবত এসে পড়ে তবে সে একথা কখনো ভাবে না যে, আমি যদি এভাবে কাজ না করে ঐ ভাবে করতাম তাহলে এ মুসীবত হতো না। বরং সে ভাবে, আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এ বিপদ আমার প্রশিক্ষণের অংশ বিশেষ। সুতরাং বিপদাপদ আল্লাহর উপর মুমিনের নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়।

আখিরাতের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য

কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তির উপায় ঃ

(٢٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ وَقَنٰى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ - فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاذَا تَأْمُرُنَا. قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - (ترمذي - ابو سعيد خدري)

২৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিভাবে আমি ভোগ-

বিলাসের জীবন যাপন করতে পারি যেখানে বিউগলওয়ালা (ইসরাফীল আলাইহিস সালাম) মুখে বিউগল লাগিয়ে কান খাড়া করে, কপাল নুইয়ে, আল্লাহর নির্দেশ লাভের অপেক্ষায় রয়েছেন? লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশ?" তিনি বললেন, "তোমরা বলো হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" (আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক)। –(তিরমিযি)

লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এবং জিজ্ঞেস করলো– হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনারই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা কি অবস্থা হবে? ঐ দিনের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমাদের কি করতে হবে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিনের মুক্তির জন্যে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করো, তাঁরই অনুগত ও অধীন হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করো। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেছে কেয়ামতের দিন সেই সফলতা লাভ করবে।

আখিরাতের দৃশ্য ঃ

(٢٩) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْىِ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ – (ترمذي)

২৯। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেনো ইজাশশামসু কুব্বিরাত, ইজাসসামাউন ফাতারাত এবং ইযাসসামাউন শাক্কাত সূরাগুলি পাঠ করে।" –(তিরমিযি)

এ তিনটি সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের অবিকল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সূরাগুলি পাঠ করা মাত্র পাঠকের চোখে কিয়ামতের দৃশ্যাবলী দীপ্ত হয়ে উঠে। মনে অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যমীনের সাক্ষ্য ঃ

(٣٠) قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا" أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا ؟ قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا -(ترمذى)

৩০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ঃ "ইয়াওমায়িযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা" (সেদিন এ যমীন তার উপর সংঘটিত সব ঘটনা ব্যক্ত করবে) এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ কি ?" তারা বললো, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "যমীনের ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ হচ্ছে, সে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, অমুক লোক অমুক দিন আমার বুকে অমুক কাজ করেছে। যমীনের ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ এটাই।"–(তিরমিযী)

মানুষের কাজগুলোকেই এ আয়াতে 'আখবার' বলা হয়েছে।

আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার সময় মানুষের অবস্থা ঃ

(٣١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهٗ رَبُّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهٗ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهٖ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -(متفق عليه، عدى)

৩১। আদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার সাথে অচিরেই তার রব (প্রতিপালক) কথা বলবেন না। সে সময়ে তার এবং তার রবের মধ্যে কোন অনুবাদক (সুপারিশকারী) অথবা কোন আড়াল থাকবে না। সে ডান দিকে তাকাবে। নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছু দেখবে না।

অতপর সে বাম দিকে তাকাবে। সেখানেও নিজের আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সে সামনের দিকে তাকাবে সেখানে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু দেখবে না। তাই তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো এমনকি একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও।"–(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে ও তাঁর অসহায় বান্দার অভাব পূরণে ধন-সম্পদ ব্যয়ের জন্যে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। এ কারণে এখানে শুধু দানের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কারো নিকট যদি কেবলমাত্র একটি খেজুরই থাকে তাহলে অর্ধেকটি অপর অভুক্ত ভাইকে দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা আল্লাহ মানুষের দানের পরিমাণ যাচাই করেন না। তিনি দানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাই যাচাই করে থাকেন।"

মুনাফেকীর খারাপ পরিণতি ঃ

(٣٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُوْلُ اَىْ فُلَانُ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْلَكَ الْخَيْلَ وَالْاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرَاَسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلَاقِىَّ ؟ فَيَقُوْلُ لَا، فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِىْ بِخَيْرٍ مَااسْتَطَاعَ ـ فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا، ثُمَّ يُقَالُ الْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ، فَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهٖ اِنْطِقِىْ فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذَالِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ، فَذَالِكَ الْمُنَافِقُ وَذَالِكَ الَّذِىْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ(مسلم، ابو هريرة)

৩২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি কি তোমাকে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং স্ত্রী দান করিনি ? আমি কি তোমাকে

ঘোড়া ও উট দান করিনি? আমি কি তোমাকে অবকাশ দান করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করিনি যার ফলে তুমি ট্যাক্স আদায় করতে?" লোকটি এগুলোর সত্যতা স্বীকার করবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি ধারণা করেছিলে যে একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে?" সে উত্তর দেবে, 'না, আমি সে ধারণা করিনি।' আল্লাহ্ বলবেন, তুমি আমাকে যেভাবে ভুলে রয়েছিলে আমিও আজ তেমনি তোমাকে ভুলে থাকবো।"

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। ঐ একইভাবে তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। তাকেও একইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে বলবে, "হে আমার রব, আমি আপনার উপর, আপনার কিতাবের উপর এবং আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলাম। আর আমি সালাত আদায় করতাম। সাওম রাখতাম এবং আপনার উদ্দেশ্যে দান করতাম।' এভাবে সে সর্বশক্তি দিয়ে তার কৃত পূণ্য কাজের হিসাব দিতে থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন, 'এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানকারী হাযির করছি।" লোকটি মনে মনে ভাববে কে সে সাক্ষ্যদাতা? অতঃপর তার বাকশক্তি রহিত করা হবে। তার উরু, গোশত এবং হাড়ের কাছে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এগুলো সে ব্যক্তির চরিত্রের বৈসাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করে দেবে। এভাবে আল্লাহ্ তার কথা বানাবার পথ বন্ধ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এ ব্যক্তি মুনাফিক, সে দুনিয়াতে মুনাফেকীতে লিপ্ত ছিলো এবং এ সেই ব্যক্তি যার উপর আল্লাহ ভীষণভাবে অসন্তুষ্ঠ।' –(মুসলিম)

সহজ হিসাব-নিকাশের জন্য দোয়া ঃ

(٣٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَوَاتِهِ، اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا، قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَاالْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ اَنْ يُّنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ اِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ ، يَاعَائِشَةُ – هَلَكَ – (مسند احمد)

৩৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন কোন নামাযে এ দোয়া পড়তে শুনেছি, "আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবান ইয়াসিরা" হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে সহজ করুন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সহজ হিসাব মানে কি?" তিনি বললেন, "এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার আমলনামা দেখবেন এবং তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। হে আয়শা! যার চুলচেরা হিসাব হবে তার উপায় নেই।" -(মুসনাদে আহমদ)

কুরআন মজীদ এবং অন্যান্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলবে এবং অশুভ ও খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে করতে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। সৎ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

কিয়ামতের কঠিন সময়ে মুমিনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার ঃ

(٣٤) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّهُ اَتَـى رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَخْبِرْنِيْ مَنْ يَّقْوٰي عَلَي الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَـى الْمُؤْمِنِ حَتّٰي يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ - (مشكوة)

৩৪। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেষ করলাম "যেদিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন ইয়াওমা ইয়াকুমুন্নাসু লিরাব্বিল আলামীন (যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে) সেদিন কে দাড়িয়ে থাকতে পারবে?" (কারণ সেদিনের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, (সে দিনটি খোদাদ্রোহী ও পাপীদের জন্য খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে) কিন্তু মুমিনের জন্যে সেদিনটি হবে খুবই হাল্কা ফরয নামায আদায় করারই মতো। -(মিশকাত)

মুমিনের জন্য অসাধারণ পরকালীন নিয়ামত ঃ

(٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰـي

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰـي قَلْبِ بَشَرٍ اِقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ ، " فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ " - (السجدة- ١٧- بخاري مسلم)

৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি নেক বান্দারেদ জন্য এমন সব কিছু মওজুদ রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি। যার সম্বন্ধে কোন কান শুনেনি এবং যা কোন অন্তর অনুভব করেনি। ইচ্ছে করলে এ আয়াতটি পড়তে পারো–'ফালা তা'লামু, নাফসুম মা উখফিরা লাহুম মিন্ কুররাতি আইউনিন' ('কেউ জানে না নেক বান্দাদের জন্যে নয়ন-জুড়ানো কত কিছু নিয়ামত গোপন করে রাখা হয়েছে)।' –(বুখারী মুসলিম)

জান্নাতের মর্যাদা ঃ

(٣٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضَعُ سَوْطٍ فِيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (بخاري- مسلم)

৩৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন। জান্নাতের একটি কোড়া (বেত্রদন্ড) রাখার মতো স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতে উত্তম। –(বুখারী মুসলিম)

"কোড়া বা বেত্রদন্ড রাখার স্থান"-এর অর্থ হলো,এমন একটি ছোট্ট জায়গা যেখানে মানুষ কেবলমাত্র বিছানা পেতে শুতে পারে। এ হাদীসের তাৎপর্য হ'লো এই যে আল্লাহর রাস্তায় চলতে গেলে সাধারতঃ মানুষের পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন অতিবাহিত করা যায় না। দুনিয়ার এ বঞ্চনার পরিণতিতে যদি জান্নাতে সামান্যতম জায়গাও পাওয়া যায় তবে তা হবে এক মহাসৌভাগ্যের কথা। দুনিয়ার বিশাল নশ্বর বস্তুর পরিবর্তে আখিরাতের সামান্য বস্তুও মহামূল্যবান।

আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য ঃ

(٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَي بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَامِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِيْ النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَوَاللّٰهِ

يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِيْ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًاقَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهُ يَارَبِّ مَامَرَّ بِيْ بُؤْسٌ وَلاَ رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - (مسلم)

৩৭। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, "শেষ বিচারের দিন দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিকে হাযির করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুন যখন পূর্ণভাবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "ওহে আদম সন্তান তুমি কি কখনো ভালো অবস্থায় ছিলে? তুমি কি কখনও সুখ ভোগ করেছিলে? সে বলবে "হে রব, তোমার শপথ, কখনই না।"

এরপর দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী দরিদ্র ব্যক্তিটিকে জান্নাতের সব নিয়ামত দান করা হবে এবং সে পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, ওহে আদম সন্তান, তমি কি কখনো অভাবে ছিলে? তুমি কি কখনও কষ্টে পড়েছিলে?" সে বলবে, "হে আমার রব, তোমার শপথ, আমি কখনো অভাবে পড়িনি। আমি কখনও কষ্ট দেখিনি।" –(মুসিলম)

জান্নাত ও জাহান্নামের পথের পরিচয় ঃ

(٣٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوٰتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - (متفق عليه)

৩৮। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে।" –(বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হবে। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা করবে তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে জান্নাতের কণ্ঠকাকীর্ণ কঠিন পথ অবলম্বন করতে হবে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিার্থ করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিটি হুকুম আহকাম পালনের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি কোন মানুষ বেহেশ্‌তে যাবার এ বন্ধুর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করতে

সাহসী না হয় তবে তার পক্ষে জান্নাতের অতুলনীয় আরাম-আয়েশ ভোগ করা কি করে সম্ভব?

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে উদাসীন না থাকা ঃ

(٣٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَارَ اَيْتُ مِثْلَ النَّارِنَامَ هَارِ بُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجِنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا - (ترمذي)

৩৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, জাহান্নামের মতো ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা পালাতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে। জান্নাতের মতো উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তাকে যারা পেতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে।"

কোন বিকট শব্দ ও ভয়াবহ জিনিস দেখার পর স্বভাবতই মানুষের নিদ্রা টুটে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে দূরে পালাবার চেষ্টা করে। নির্ভয় না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে না। অপর দিকে কোন আকাংখিত উত্তম জিনিস পাওয়ার আশা করলে তা না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ নিশ্চিন্ত ও অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। ঘুমোতে পারে না। এমতাবস্থায় জান্নাতের ন্যায় উত্তম পুরস্কারের আশা পোষণকারী মানুষ তা না পাওয়া পর্যন্ত কিভাবে ঘুমোতে পারে? জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে সে কেন পালাতে থাকবে না। কোন জিনিসের ভয় থাকলে যেমন তা থেকে উদাসীন হতে পারে না। তেমনি কোন উত্তম জিনিসের আশা থাকলেও না পাওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

বিদায়াত সৃষ্টিকারী হাউযে কাওসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে ঃ

(٤٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَي الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَاْ اَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُنَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّيْ ، فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ - (متفق عليه)

৪০। সহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, "আমি হাউযে কাওসারের

পাড়ে (পানির ঝর্ণার ধারে) তোমাদের আগেই পৌঁছে যাবো। যে আমার কাছে আসবে তাকে পানি পান করানো হবে। যে একবার সে পানি পান করবে তার আর কোনদিন পিপাসা হবে না। সেদিন এমন অনেক মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসবে যাদেরকে আমি চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদেরকে আমার নিকটে আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো। তারা তো আমার লোক। (আসতে দাও)। উত্তরে বলা হবে, "আপনি জানেন না আপনার পরে তারা আপনার দ্বীনে কত নতুন কথা যোগ করেছে।" অতঃপর আমি বলবো, দূর হোক দূর হোক, ওসব লোক, যারা আমার পরে দীনে বিকৃতি ঢুকিয়েছে।"

–(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসে যেমন মহা সুসংবাদ আছে তেমনি ভীষণ দুঃসংবাদও আছে। সুসংবাদ হলো ঃ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আনীত আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। কোনরূপ বিকৃতি না করে অবিকল আমল করেছে। হাশরের দিন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে কাওসারের পাড়ে স্বাগত জানাবেন। আর দুঃসংবাদ হলো, যারা বুঝে শুনে দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন জিনিস ঢুকিয়েছে যা প্রকৃত পক্ষে দীনের অংশ নয়। দীনের বিপরীত। তাদেরকে হাশরের ময়দানে রাসূলের নিকট পৌঁছতে দেয়া হবে না এবং হাউযে কাওসারের পানিও তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

রাসূলের সুপারিশ পাবার অধিকারী ঃ

(٤١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اللّٰهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهٖ اَوْنَفْسِهٖ – (بخاري)

৪১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে ঘোষণা করেছে ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে শেষ বিচারের দিন আমার শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।"

শাব্দিক দিক দিয়ে এ হাদীসটি যদিও সংক্ষিপ্ত অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্ববহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করবে না, ইসলামকে নিজের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেবে না। অংশীবাদীতার

পংকিলতায় নিমজ্জিত থাকবে। কিয়ামতের দিন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এমনিভাবে ওই ব্যক্তির ভাগ্যেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ জুটবে না যে মুখে মুখে কলেমা পড়ে দীনের দাবিদার হয়েছে কিন্তু অন্তর দিয়ে তার সত্যতা স্বীকার করেনি।

যারা আন্তরিকতা সহকারে ঈমান এনেছে, তাওহীদের সত্যতার উপর বিশ্বাস রেখেছে হাশরের মাঠে আল্লাহর রাসূল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন।

কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না ঃ

(٤٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِتَّقُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰه شَيْئًا وَيَابَنِيْ عَبْدِ مَنَّافٍ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰه شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَاُغْنِيْ عَنْكَ مِّنَ اللّٰه شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَ اغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰه شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَّا لِيْ لاَ اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰه شَيْئًا - (بخاري - مسلم)

৪২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে আবদে মান্নাফের বংশধরগণ! আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর মুকাবিলায় আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু আম্মা সুফিয়া, আল্লাহর মুকাবিলায় আমি আপনার জেন্য কিছুই করতে পারবো না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার মাল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। -(বুখারী)

আত্মসাৎকারীর পরিণাম ঃ

(٤٣) عَنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ، قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَه وَعَظَّمَ اَمْرَه ثُمَّ قَالَ ، فَاُلْفِيَنَّ اَحَدَ كُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلي رَقَبَتِه بَعِيْرٌ لَه رُغَاءٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِي، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلي رَقَبَتِه فَرَسٌ لَه حَمْحَمَةٌ ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلي رَقَبَتِه شَاةٌ لَّهَا ثُغَاءٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ ، لاَاُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلي رَقَبَتِه نَفْسٌ لَّهَا صِيَاحٌ فَيَقُوْلُ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِيْ ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ ، لاَاُلْفِيَنَّ اَحَدَ كُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلي رَقَبَتِه رِقَاعٌ تَخْفُقُ، فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِي فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ا اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُم يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلي رَقَبَتِه صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْعئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ – (بخاري – مسلم)

৪৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে দাঁড়ালেন। গনিমতের মাল আত্মসাতের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "আমি শেষ বিচারের দিন তোমাদের কাউকে তার ঘাড়ে উট চড়ে বিকট শব্দ করছে–এ অবস্থায় দেখতে চাই না। সে আমাকে বলছে ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি ঃ আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারব না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না তার ঘাড়ে ঘোড়া চড়ে হ্রেসারব করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল!

আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না যে, তার ঘাড়ে ছাগল চড়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না এবং তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না, তার ঘাড়ে মানুষ চড়ে চিৎকার করছে, সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না, তার ঘাড়ে কাপড় খন্ড উড়ছে। সে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখাত চাই না, তার ঘাড়ে সোনা-রূপার বোঝা চেপে আছে। সে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।" –(বুখারী, মুসলিম)

পশুর কথা বলা ও কাপড় উড়তে থাকার অর্থ হলো, গণীমতের মাল চুরি করলে কিয়ামতের দিন তা গোপন রাখা যাবে না। প্রতিটি অপকর্ম, অবয়ব ধারণ করে চিৎকার করতে করতে তাঁর মূলকর্তার নাম বলতে থাকবে। প্রকাশ থাকে যে, শুধু গণীমতের মাল চুরি করলেই এ রকম করা হবে না। প্রত্যেক বড় পাপের বেলায়ই এরকমটা ঘটবে। হে আল্লাহ তোমার সকল বান্দাকে এরূপ মন্দ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করো এবং এ ধরনের সঙ্কট ও কলঙ্কজনক মুহূর্ত আসার পূর্বেই তাকে তাওবা করার সুযোগ দান করো।

ইবাদাত

নামায

নামায পাপ মোচন করে ঃ

(٤٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هَلْ يَبْقي مِنْ دَرَنِه شَيْئٌ؟ قَالُوْ لَا يَبْقَي مِنْ دَرَنِه شَيْئٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا - (بخاري - مسلم)

৪৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি নদী থাকে এবং সে নদীতে যদি কেউ প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে?" সাহাবাগণ বললেন, "তার শরীরে কেন ময়লাই থাকতে পারে না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারেও তাই। এগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাপ মোচন করেন।" –(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যই প্রকাশ করেছেন যে নামায মানুষের পাপ মোচনের একটি অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়টিকে একটি বাস্তব ও সহজবোধ্য উদাহরণের মাধ্যমে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে পেশ করেছেন। নামাযের দ্বারা মানুষের মনে কৃতজ্ঞতার এমন এক ভাবধারা সৃষ্টি হয় যার ফলে সে আল্লাহর আনুগত্যের পথে দিন দিন এগিয়ে যেতে থাকে। অন্যায় ও নাফরমানীর পথ থেকে দূরে সরতে থাকে। এমতাবস্থায় সে স্বেচ্ছায়, জেনে শুনে কোন পাপে লিপ্ত হয় না। অজ্ঞতাবশতঃ হঠাৎ কোন অন্যায় কাজ ঘটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করে দোয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করে।

(٤٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنْ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَه ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالي وَاَقِمِ الصَّلٰوتَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِلي هذَا؟ قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ - (بخاري - مسلم)

৪৫। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি একজন অপরিচিত নারীকে চুমো খেলো। তারপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে পাপের কথা বললো। তখন আল্লাহপাক এ আয়াত নাযিল করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন- "আকিমিস্‌সালাতা তারাফাই ন্নাহারে ওয়া জুলাফাম্‌মিনাল লাইলে, ইন্নাল হাসানাতি ইউজহিবনাস্‌ সাইয়েয়াতে।"

ঐ ব্যক্তি বললো, "এ কথাটি কি শুধু আমার জন্যে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথা "আমার উম্মতের প্রত্যেকের জন্যই।"

এ হাদীসটি উপরে উল্লেখিত হাদীসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। আগের হাদীসে বলা হয়েছে, নামায হলো মানুষের পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত। এ হাদীসে যার কথা বলা হয়েছে তিনি ছিলেন একজন ঈমানদার লোক। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তিনি কোন পাপ কাজ করতেন না। তথাপি মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক রিপুর তাড়নায় একদিন পথিমধ্যে এক অপরিচিতা সুন্দরী মহিলাকে চুমো খেয়ে ফেললেন। এ অপকর্ম ঘটে যাওয়ার পর তার হুশ ফিরে এলো। তীব্র অনুশোচনায় জ্বলতে লাগলো। আল্লার আযাব থেকে বাঁচার উপায় বের করার আশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন। আমি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। আমার শাস্তি হওয়া দরকার। তার পাপের বিবরণ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হুদের শেষ রুকুর ঐ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। আয়াতের মধ্যে মুমিন ব্যক্তিকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েমের হুকুম দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি এ আয়াতটিকে পাঠ করলেন ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّأتِ -

"নিশ্চয়ই সৎ কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়।"

এ কথা শুনার পর তার মনে শান্তি ফিরে এলো এবং উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা দূর হয়ে গেলো।

এ হাদীসের দ্বারা এটা পরিমাপ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে কতো উঁচুমানের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ নামাজ মাগফিরাতের উপায়

(٤٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوٰتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالَي مَنْ أَحْسَنَ وَضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَه عَلَي اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يَّغْفِرَ لَه وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَه عَلَي اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه - (ابو داؤد)

৪৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহতা'য়ালা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ভালভাবে ওজু করে নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো আদায় করে সঠিকভাবে রুকু করে এবং মনে আল্লাহর ভয় যথাযথভাবে জাগরুক রাখে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি ক্ষমার ওয়াদা রয়েছে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে এগুলো করে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি এ ওয়াদা নেই। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে মাফ করে দিতে পারেন কিংবা আযাবও দিতে পারেন।" –(আবু দাউদ)

(٤٧) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا - فَقَالَ "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ لَمْ تَكُنْ لَه نُوْرًا وَلاَبُرْهَانًا وَلاَ نَجَاةً - (مشكوة)

৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের কথা উল্লেখ করে বললেন, 'যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে শেষ বিচারের দিন তা তার জন্যে নূর, দলিল এবং মুক্তির উপায় হবে। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে না, তার জন্যে তা নূর, দলিল এবং মুক্তির উপায় হবেনা।" –(মিশকাত)

হাদীসটিতে মোহাফিজাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দের অর্থ হলো দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। হাদীসের মর্মার্থ হলো, মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সে যে নামাযের জন্যে ওজু করলো তার ওজু ঠিক হলো কিনা। সময় মতো নামায আদায় করা হলো কিনা। রুকু সিজদা-পূর্ণাঙ্গভাবে করা হলো কিনা।

সর্বোপরি তাকে নিজের মনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, নামায আদায়

করার সময় তার অবস্থা কি ছিলো। তার মন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট ছিলো না দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশে ব্যতিব্যস্ত ছিলো। মোটকথা হলো এই যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামায আদায় করলো এবং নামাযের সময় তার মন আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখলো সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহ'র খাঁটি বান্দা হবার চেষ্টা করবে এবং পরকালে সফলকাম হতে পারবে।

মুনাফিকগণ আসরের নামায দেরীতে আদায় করে ঃ

(٤٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰي اِذَا اَصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْ بَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً – (مسلم)

৪৮। আনাস রাদিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ওই হচ্ছে মুনাফিকের সালাত যে বসে বসে সুর্যের কমলা রং ধারণ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং তা শয়তানের (সিজদারত মুশরিক) দুই শিংয়ের মাঝামাঝি এলে সে গিয়ে দ্রুত গতিতে চার রাকায়াত সালাত আদায় করে। যার মধ্যে সে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।" –(মুসলিম)

এ হাদীসের দ্বারা মুনাফিক এবং মুমিনের নামাযের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। মুনাফিকগণ সময় মতো নামায পড়ে না। রুকু সিজদা ঠিকমতো আদায় করে না। তার অন্তরও আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকে না। সাধারণভাবে সব নামাযই গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে ফজর ও আসরের নামাজের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আসরের সময় সাধারণতঃ কাজ কারবার খেলা ধূলা ও হাট বাজার ক্রয় বিক্রয়ের সময়। এ সময় মানুষ উপরোক্ত কাজে ব্যস্ত থাকে এবং রাত হবার পূর্বেই কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে চায়। এ সময় মুমিনের অন্তর যদি নামায সম্পর্কে সতর্ক না থাকে তবে আসরের নামায কাজা হয়ে যেতে পারে। ফজরের নামায এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সময় নিদ্রা ও আয়েশের সময় এ কথা সকলেরই জানা আছে যে ভোরের সময়ের ঘুম অত্যন্ত গভীর ও আরামদায়ক। মানুষের অন্তরে যদি ঈমান সক্রিয় ও সজাগ না থাকে তাহলে এ সময়ের প্রিয় ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারে না।

ফযর ও আসরের সময়ে রক্ষী ফেরেশতাদের পালা বদল হয় ঃ

(٤٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِوَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ يَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ - (بخاري - مسلم، ابو هريرة)

৪৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট পালাক্রমে একদল ফিরেশতা আসে রাতে। অপর দল আসে দিনে। তারা একত্রিত হয় ফজর ও আসরের নামাযের সময়। অতঃপর যে দল তোমাদের মধ্যে রাতে অবস্থান করছিলো তারা যখন আল্লাহর দরবারে হাজির হবার জন্যে উপরে চলে যায় তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। ফিরেশতাগণ উত্তরে বলেন, আমরা তাদেরকে নামায আদায় রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং গিয়েও নামাজ রত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।" -(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা ফজর আসরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব অত্যন্ত ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে। ফজরের সময় রাতের ফিরেশতাগণ কাজ সেরে চলে যাবার সময় এবং দিনের ফিরেশতাগণ কাজে আসার সময় একত্রিত হয়ে থাকেন। এভাবে আসরের নামাযের সময়ও উভয় গ্রুপের ফিরেস্তাগণ মুমিনগণের সঙ্গে জামায়াতে শরীক হয়ে থাকে। ফিরেশতাগণের সঙ্গ লাভের চেয়ে মুমিনের জন্যে অধিকতর আনন্দদায়ক ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে।

নামাযের হিফাজত না করলে দায়িত্বানুভূতি বিনষ্ট হয় ঃ

(٥٠) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰـي عُمَّالِهِ اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِ كُمْ عِنْدِيَ الصَّلٰوةُ ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَلِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ - (مشكوة)

৫০। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর

গভর্নরদেরকে লিখেছিলেন, "তোমাদের সব কাজের মধ্যে আমার নিকট সালাতের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাজত করলো এবং তার উপর খবরদারী করলো সে তার দ্বীনের হিফাজত করলো। আর যে ব্যক্তি সালাতকে নষ্ট করলো সে অন্য সব জিনিসের চেয়ে বেশি নষ্টকারী বলে প্রমাণিত হলো।" –(মিশকাত)

কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ ঃ

(٥١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لاَ ظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ ، مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ – (متفق عليه – ابو هريرة رضـ)

৫১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন তিনি সাত শ্রেণীর লোককে তার ছায়ায় স্থান দেবেন। তারা হচ্ছে ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যৌবন কাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে এমন যুবক, (৩) সে লোক যার মন মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। মসজিদ হতে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে ফিরে যাবার জন্য মন ব্যাকুল থাকে, (৪) সে দু' ব্যক্তি যাদের ভালবাসার ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি। যাদের একত্রিত হওয়া এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া–একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে। (৬) ঐ ব্যক্তি যে, আল্লার ভয়ে কোন উচ্চ বংশের সুন্দরী যুবতীর বদ কাজের আহ্বানকে প্রত্যাখান করেছে 'আমি আল্লাহকে ভয় করি' বলে। (৭) ওই ব্যক্তি সাদ্‌কা করার সময় যার বাম হাত টের পায় না, ডান হাত কি দান করেছে।" –(বুখারী-মুসলিম)

রিয়া শিরকতুল্য অপরাধ ঃ

(٥٢) عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْس قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، مَنْ صَلَّي يُرَائِي فَقَدْ اَشْرَكَ ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ اَشْرَكَ – (مسند احمد)

৫২। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করলো সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে সাওম রাখলো সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে দান করলো সে শিরক করলো!" –(মাসনাদে আহমদ)

এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যাবতীয় নেক কাজ একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই করা উচিত। কাজ করার সময় মনে রাখতে হবে, এটা আল্লাহর হুকুম এবং তার সন্তুষ্টি লাভই আমার আসল উদ্দেশ্যে। জনগণের দৃষ্টিতে সাধু সাজার ইচ্ছা ও তাদেরকে খুশি করার আশায় যে নেক কাজ করা হয় পরকালে তা একেবারেই মূল্যহীন। যে সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হয় পরকালে শুধুমাত্র সেগুলিই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

জামায়াতে নামায

জামায়াতে নামায আদায় করা একাকী আদায় করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম ঃ

(٥٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً – (بخاري مسلم عبدالله بن عمر)

৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি।" –(মুসলিম)

মূল হাদীসে ফাজজুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো বিচ্ছিন্নভাবে

অবস্থানকারী। নামাযের জামায়াতে সব ধরনের মুসলমানই শামিল হয়ে থাকে। সেখানে ধনীও থাকেন। আবার একেবারে কপর্দকহীন দরিদ্রও থাকেন। উত্তম পোষাকে সুসজ্জিত ব্যক্তিও থাকেন। আবার ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্রও থাকেন। সুতরাং যাদের অন্তর অহংকারে পূর্ণ। যারা ধন-দৌলতের অহংকারে বিভোর তারা চায়না কোন দরিদ্র লোক তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ুক। এ অহংকারের কারণেই তাঁরা নিজেদের ঘরে একাকী নামায আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মানসিক রোগের চিকিৎসা করার জন্যেই জামায়াতে নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজেদের ঘরে একাকী নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিচেনাযোগ্য যে, জামায়াতে নামায পড়লে অন্তরে শয়তানী প্ররোচনা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর ও মজবুত হয়। এ কারণেই জামায়াতে নামায পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ মুতাবেক সাতাশ গুন ছওয়াব বেশি হয়ে থাকে।

(٥٤) اِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰي مِنْ صَلٰوتِهٖ وَحْدَهٗ وَصَلٰوتُهٗ مَعَ رَجُلَيْنِ اَزْكٰي مِنْ صَلٰوتِهٖ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا اَكْثَرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَي اللّٰهِ – (ابو داؤد– ابي بن كعب)

৫৪। উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে তাতে তার সালাত অধিক পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। কোন ব্যক্তি যদি দু'ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে এতে তার সালাত এক ব্যক্তির সাথে আদায় করার চেয়ে অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। এভাবে যত বেশি লোকের সাথে সালাত আদায় করা হয় আল্লাহর নিকট তা তত বেশি পছন্দনীয় হয়।"
–(আবু দাউদ)

জামায়াতে নামায না পড়ায় ক্ষতি ঃ

(٥٥) مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ – (ابو داؤد – ابو دردا)

৫৫। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন গ্রাম বা জনপদে যদি তিনজন লোক থাকে এবং সেখানে জামায়াতের সাথে সালাত কায়েম না হয় তবে তাদের উপর শয়তানের আধিপত্য রয়েছে বলে বুঝতে হবে। অতএব জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করো। কেননা নেকড়ে বিচ্ছিন্ন মেষকে শিকার করে।"

এ হাদীসে এ সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে যে, জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায়কারীগণের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। আল্লাহ তাদেরকে হিফাজাত করে থাকেন। সুতরাং কোথাও যদি নামাযের জন্য জামায়াত কায়েম করা না হয়, তা'হলে সেখানকার অধিবাসীদের উপর থেকে আল্লাহ তাঁর রহমত ও হিফাজত সরিয়ে নেন। তারা শয়তানের কব্জায় চলে যায়। তখন শয়তান নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে.যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই পরিচালিত করে। উদহারণ স্বরূপ মেষ পালের কথা বলা যায়। মেষপাল যখন রাখালের নিকটবর্তী থাকে তখন তারা দ্বিগুণ হিফাজতে থাকে। অর্থাৎ তখন তারা রাখালের ও তাদের পারস্পরিক ঐক্যের হিফাজতে থাকে। এরূপ দ্বিগুণ হিফাজতের কারণেই এদের উপর নেকড়ে হামলা করতে পারে না। কিন্তু কোন নির্বোধ মেষ যদি রাখালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দল ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আগে কিংবা পেছনে চলে যায় তাহলে নেকড়ের পক্ষে এটাকে শিকার করা খুব সহজ হয়ে যায়। কেননা দলচ্যুতির কারণে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিকের হিফাজত থেকেও তখন সে বঞ্চিত থাকে।

বিনা কারণে জামায়াত ছেড়ে দেবার পরিণাম ঃ

(٥٦) مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ ، قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ، قَالَ خَوْفٌ اَوْمَرَضٌ – لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ صَلَّي – (ابو داؤد – ابن عباس)

৫৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যে ব্যক্তি আযান শুনে ওযর ব্যতিত মসজিদে না গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে তার এ সালাত অগ্রাহ্য করা হবে।" লোকেরা বললো, "ওযর কি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ভয় ও রোগ।" –(আবু দাউদ)

হাদীসে জামায়াতে হাজির না হওয়া সম্পর্কে দু'টি ওযরের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি ভয় ও দ্বিতীয়টি রোগ। ভয়ের অর্থ হলো প্রাণের ভয়। দুশমন, হিংস্র জন্তু অথবা বিষাক্ত সাপ বিচ্ছুর কারণে এ ভয় হতে পারে। আর রোগের অর্থ হলো এমন রোগ, যে রোগের কারণে মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঝড়ো হাওয়া, তীব্র শীত ও প্রবল বৃষ্টি ওযর হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে শীতপ্রধান দেশে শীত ওযর হতে পারে না। কিন্তু কোন কোন সময় গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীতকালে তীব্র শীত অনুভূত হয়ে থাকে। এ শীত মানুষের ওযর হিসেবে পরিগণিত হবে। আবার ঠিক নামাযের সময় যদি কারো পায়খানা কিংবা প্রস্রাবের বেগ হয় তাহলে এটাও ওযরের মধ্যে গণ্য করা হবে।

মুমিন এবং জামায়াতে নামায আদায়ের সুবন্দোবস্ত ঃ

(৫৭) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ: رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ الاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْمَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لِيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنَ حَتّٰي يَاْتِيَ الصَّلٰوةَ ، وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰي وَاِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدٰي الصَّلٰوةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَيَ اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰي هٰذِهِ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِيْ بِهِنَّ، فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰي وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰي وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ - (مسلم)

৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলের সময়ে "মুনাফিক এবং রোগী ছাড়া কোন লোকই জামায়াতে অনুপস্থিত থাকতো না। রুগ্ন ব্যক্তিও দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে জামায়াতে আসতো।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুনানুল হুদা শিক্ষা দিয়েছেন। আযান দেয়া হয় এমন মসজিদে সালাত আদায় করাও সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত।" অন্য বর্ণনা মতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি বিচারের দিন মুসলিমরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ

করতে চায় সে যেনো আযান শুনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফাজত করে। আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্যে সুনানুল হুদা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এগুলো সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি মুনাফিকদের মতো নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করো তাহলে তোমরা তোমাদের সুন্নাত লংঘন করলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নত লংঘন করো তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে।" –(মুসলিম)

ইমামতি

ইমাম ও মুয়ায্যিনের দায়িত্ব ঃ

(৫৮) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضــ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ذَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اَللّٰـــهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِــمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّ نِيْنَ –(ابو داود)

৫৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইমাম হচ্ছে যামিন এবং মুয়াযযিন হচ্ছে আমানতদার। "হে আল্লাহ আপনি ইমামদেরকে সৎপথে রাখুন এবং মুয়ায্নিদেরকে মাফ করুন।" -(আবু দাউদ)

ইমামের যামিন হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি মানুষের নামাযের জিম্মাদার। তিনি যদি সৎ, উপযুক্ত ও চরিত্রবান না হন তাহলে তাঁর পেছনে নামায আদায়কারী সকল লোকের নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ইমামগণের জন্যে দোয়া করতেন যাতে তারা সৎ ও যোগ্য হন।

মুয়ায্যিনগণের আমানতদার হওয়ার অর্থ হলো, মুসলিম জনগণ তাদের নামাযের সময়সূচী দেখা শোনার দায়িত্ব মুয়ায্যিনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আযান শুনে যাতে মুসল্লীগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে হাজীর হতে পারে এ ব্যবস্থা করাই হলো মুয়ায্যিনের কর্তব্য। যদি সময় মতো আযান দেয়া না হয় তাহ'লে বহুলোকের জামায়াত না পাওয়ার কিংবা দু' এক রাকাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এ হাদীস একদিকে ইমাম এবং মুয়ায্যিনের জিম্মাদারী সঠিকভাবে অনুধাবনের হিদায়াত দিচ্ছে। অপরদিকে জনগণকে যোগ্য ও খোদাভীরু ইমাম

নির্বাচনের তাকিদ দিচ্ছে। আযান দেওয়ার জন্য এমন লোককেই নিযুক্ত করতে হবে যার মধ্যে দায়িত্বানুভূতি আছে।

মুক্তাদীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা ঃ

(٥٩)اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّي اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَ صَلَّي اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ - (بخاري - مسلم، ابو هريرة رضـ)

৫৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাতের ইমামতি করে সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা জামায়াতে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ লোকও থাকে। তোমাদের কেউ যখন একা সালাত আদায় করে অর্থাৎ নফল নামাজ পড়ে তাহলে সে তা যতো ইচ্ছা লম্বা করবে।" -(বুখারী-মুসলিম)

(٦٠) عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي لَا تَاَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ اَجَلِ فَلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا، فَمَارَ اَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِيْ مَوْعِظَةٍ قَطُّ اَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ، يَاَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ اَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرُ وَالصَّغِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ (متفق عليه)

৬০। আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, "আমি সালাতুল ফজরে বেশ দেরীতে পৌছি। কারণ অমুক ব্যক্তি সকালে সালাত খুব লম্বা করে।" (বর্ণনাকারী বলেন) সেদিনের ভাষণ দানকালে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ রাগ হতে দেখেছি, সেরূপ রাগ হতে আর কোনদিন দেখিনি। তিনি বললেন, "হে লোকেরা তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে ফিরিয়ে রাখে। তোমাদের যে কেউ ইমামতি করবে সংক্ষেপে কাজ শেষ করবে, কেননা তার পেছনে বুড়া-ছোট এবং প্রয়োজনের তাড়াওয়ালা লোকও থাকবে।" -(বুখারী, মুসলিম)

সংক্ষেপে নামায পড়ানোর অর্থ এই নয় যে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে কিংবা উল্টা-পাল্টাভাবে নামায পড়ে ফেলবে। চার রাকায়াত নামায এক-দেড় মিনিটে শেষ করে দেবে। এ ধরণের নামায ইসলামী নামায নয়। ইসলাম কখনো এ ধরণের নামাযকে অনুমোদন করে না। তবে এ কথা ঠিক যে, ইমাম সাহেব মুক্তাদীগণের সময় ও অবস্থা-ব্যবস্থার প্রতি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লক্ষ্য রেখে নামায পড়াবেন।

সংক্ষিপ্ত কিরাত ঃ

(٦١) عَنْ جَابِرٍ (رضــــ) قَالَ: كَانَ مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ الــنَّبِيِّ صَلَّي الــلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَاْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْــلَةً مَعَ الــنَّبِيِّ صَلَّي الــلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَــي قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّي وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوْا لَهُ نَافَقْتَ يَافُلاَنُ، قَالَ لاَ وَالــلّٰهِ لاَتِيَنَّ رَسُوْلَ الــلّٰهِ صَلَّي الــلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ الـــلّٰهِ صَلَّي الـــلّٰهُ عَلَـــيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحِ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَاِنَّ مُعَاذًا صَلَّي مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَي قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) عَلَي مُعَاذٍ فَـــقَالَ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ؟ اِقْرَاْ وَالــشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالــلَّيْلِ اِذَا يَغْشَــي وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَي - (متفق عليه)

৬১। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (নফলের নিয়াতে) সালাত আদায় করতেন। তারপর নিজের কওমের নিকট এসে ইমামিত করতেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সালাতুল ইশা আদায় করে তাঁর কাওমের ইমামতি শুরু করেন। তিনি সূরা বাকারাহ পড়তে থাকেন। এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে একাকী সালাত আদায় করে বাড়ী চলে গেলো। পরে মুসল্লীগণ তাকে বললো, "ওহে তুমি তো মুনাফিকের কাজ করে বসলে।" তিনি বললেন, "না আমি মুনাফিকের কাজ করিনি। আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহর নিকট যাব।"

অতপরঃ তিনি রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল' আমি সেচের পানি টানা উটওয়ালা লোক। সারাদিন আমি কাজ করি। মুয়ায আপনার সাথে সালাতুল এশা আদায় করে তার কওমের কাছে এসে সূরা বাকারাহ দিয়ে সালাত শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযের দিকে ফিরে বললেন, "হে মুয়ায! তুমি কি মানুষকে বিপদে ফেলতে চাও? সালাতে তুমি ওয়াশ্-শামসি ওয়াদ্-দোহাহা, ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগশা, সাব্বিহ হিসমা রাব্বিকাল আলা পড়বে।" -(বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর ইশার নামায পড়তেন। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নফলের নিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এশার নামাযে শরীক হতেন। নামাযের পর তিনি নিজের এলাকায় যেতেন। নিজের কাওমের এশার নামাযের ইমামতি করতেন। মস্জিদে নববী থেকে সে এলাকায় যেতে কিছু সময় লাগাতো। এর পর এশার নামাযে সূরায়ে বাকারার ন্যায় লম্বা সূরা পড়তে শুরু করতেন। এতে প্রচুর সময় লাগাতো। এদিকে মুসল্লীদের অনেকেই সারাদিন ক্ষেতে-খামারে ও বাগ-বাগিচায় কাজ কর্ম করে দিনান্তে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। এমতাবস্থায় অধিক রাতে এশার নামাযের জামায়াতে লম্বা সূরা শুরু করার ফলে, কিছু লোক জামায়াত ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বড় সূরা না পড়ে ছোট সূরা পড়ার আদেশ দিয়ে সতর্ক করে দিলেন। আল্লাহ মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর এ কাজের দ্বারা ইমামদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পাওয়া গেলো।

যাকাত, সাদ্কা, উশর

যাকাত-অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায় ঃ

(٦٢) إِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ هِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ هِمْ - (متفق عليه)

৬২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ 'সাদকা' ফরয করেছেন যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে।" -(বুখারী, মুসলিম)

সাদ্‌কা শব্দটি যাকাত অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যা আদায় করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। এখানে এ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যে সমস্ত ধন-সম্পদ মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ব্যয় করে থাকে তাকেও সাদ্‌কা বলা হয়। এ হাদীসে 'তুরাদ্দু' (ফিরিয়ে দেয়া হবে) শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে একথা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যাকাত হিসেবে যে অর্থ ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে তা ঐ সমাজের দারিদ্র ও অভাবীদেরই অধিকার যা তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম ঃ

(٦٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِ مَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ، اَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلاَ " وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الاٰيَةَ " (ال عمران - ١٨٠)

৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু তার যাকাত আদায় করেনি। শেষ বিচারের দিন সে ধন-সম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গাল কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন ঃ ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াব্‌খালুনা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃপণতা করে সে যেনো মনে না করে যে, তার কৃপণতা তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে বরং তা হবে তার জন্যে দুঃখের কারণ।

যাকাত আদায় না করা ধন-সম্পদ বিনষ্টের কারণ ঃ

(٦٤) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ - (مشكوة)

৬৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে সম্পদ থেকে যাকাত পৃথক করে আদায় করা হয় না, বরং তা মিশে থাকে। শেষাবধি সে সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।"

ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা যাকাত দেবেনা তাদের সমস্ত সম্পদ অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে। বরং ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ এই যে, যে সম্পদ দ্বারা তার উপকৃত হওয়ার কোন অধিকার ছিলনা এবং যে সম্পদে দরিদ্রের হক বা অধিকার ছিলো তা নিজে ভোগ করে তার ঈমানকেই বরবাদ করে দিলো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ ব্যাখ্যাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া অনেক সময় এটাও দেখা গিয়েছে যে, যারা যাকাত না দিয়ে গরীবের হক মেরে খায়, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ হঠাৎ ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফিতরা আদায়ের উদ্দেশ্য ঃ

(٦٥) فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ - (ابو داؤد)

৬৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করেছেন। নিরর্থক ও নির্লজ্জ কথাবার্তার দোষত্রুটি থেকে সাওম কে পবিত্র করা এবং দরিদ্রের দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। -(আবু দাউদ)

শরীয়তে ফিতরাকে ওয়াজেব করার পেছনে দু'টি মঙ্গল নিহিত রয়েছে। প্রথমটি হলো, রোযাদার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রোযা রাখা অবস্থায় করে ফেলে। ফিতরা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হলো, যেদিন দেশের সকল মুসলমান আনন্দ উৎসব করছে, সেদিন যেন সমাজের কোন দরিদ্র উপবাস থেকে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই ছোট-বড় সকলের পক্ষ থেকেই ফিতরা দেয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। এবং তা ঈদের নামাযের পূর্বেই প্রদান করার জন্যে বিশেষ তাকিদ রয়েছে।

শস্যের যাকাত ঃ

(٦٦) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ

وَالْعُيُوْنُ اَوكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ –

(بخاري، ابن عمرو رضـ)

৬৬। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে সব জমি বৃষ্টির পানি বা ঝর্ণার (বা নদীর) পানিতে সিক্ত হয় সে জমির উৎপন্ন ফসলের উপর (এক দশমাংশ যাকাত) আদায় করতে হবে। যে সব জমি কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত হয়, সে জমির উৎপন্ন ফসলের উশরের অর্ধাংশ (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত আদায় করতে হবে। -(বুখারী)

রোযা

রমযান মাসের ফযীলত ঃ

(٦٧) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (رض) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ - فَقَالَ يَاَيُّهَاالنَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ، جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَه فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاه وَمَنْ اَدّٰي فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰي سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَا شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ - (مشكوة)

৬৭। সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাবান মাসের শেষ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে বলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের নিকট সমুপস্থিত একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং বরকতপূর্ণ মাস। এতে রয়েছে এমন এক রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসে আল্লাহ সওম ফরয করেছেন এবং রাতে দীর্ঘ সালাত নফল করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসের একটি নেক কাজ করলো সে যেন অন্য কোন মাসে ফরয কাজ করলো। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করলো সে যেনো অন্য কোন মাসে সত্তরটি ফরয কাজ আদায় করলো। এ মাস ধৈর্যের মাস, ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাস সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস।" -(মিশকাত)

ধৈর্যের মাসের অর্থ হলো, রোযার মাধ্যমে মুমিনগণকে আল্লাহর পথ মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়া। মানুষ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় হতে অপর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার কারণে অন্তরে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন হলে নিজের আবেগ উচ্ছাস, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণার উপর সে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এতে তারও একটা

মহড়া হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানের সৈনিকের সঙ্গে দুনিয়ার মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সিপাহী যেমন দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে, তেমনি মুমিনকেও শয়তানী প্রবৃত্তি ও খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে হামেশা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে যদি তার মধ্যে ধৈর্যের গুণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান না থাকে তাহলে আক্রমণের প্রথম ধাক্কায়ই সে কাবু হয়ে যাবে ও দুশমনের নিকট আত্মসমর্পণ করে বসবে।

"রোযার মাস সহানুভূতির মাস"–এ কথার অর্থ হলো, যে সমস্ত রোযাদারকে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রচুর খাদ্য সামগ্রী ও স্বচ্ছলতা দান করেছেন তাদের উচিত সমাজের দরিদ্র ও অনাহারক্লিষ্ট লোকজনকে খোদাপ্রদত্ত নিয়ামতে শরীক করা। তাদের জন্যে সেহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করা।

মূল হাদীসে 'মাওয়াছাতুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো ধন-সম্পদ দানের মাধ্যমে সহানুভূতি প্রকাশ করা। তবে মৌখিকভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করার অর্থও এর মধ্যে নিহিত আছে।

রোযার পুরস্কার মার্জনা ঃ

(٦٨) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ – (متفق عليه)

৬৮। "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রমযানের সওম আদায় করলো সে তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করিয়ে নিলো। যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্ম-বিশ্লেষণের সাথে রমযানে দীর্ঘ সালাত আদায় করলো সে অতীতের গুণাহ্ মাফ করিয়ে নিলো।" -(বুখারী, মুসলিম)

রোযা বিনষ্টের কারণসমূহ ঃ

(٦٩) اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَيَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي اِمْرُوٌّصَائِمٌ – (متفق عليه)

৬৯। "রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে খারাপ কথা বা শোরগোল বের না হয়। কেউ যদি তাকে গাল-মন্দ করে

বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার।" -(বাখারী, মুসলিম)

রোযার সুপারিশ ঃ

(٧٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَيْ رَبِّ اِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ - (بيهقي - مشكوة - عبدالله بن عمر)

৭০। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম বলবে ঃ "হে রব, আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপরিশ গ্রহণ করুন।" আল-কুরআন বলবে, "আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহন করুন।" আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।

রোযার প্রাণশক্তি ঃ

(٧١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ والْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ - (بخاري - ابو هريرة)

(৭১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর আমল করা ছাড়তে পারেনি, তার খাবার ও পানীয় দ্রব্য বর্জন করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"

অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে মানুষকে সৎ ও পূণ্যবান করাই হলো রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য। রোযা রাখার পরও যদি কেউ পূণ্যবান না হয়; সততার উপর নিজের জীবনের ভিত্তি রচনা করতে না পারে, রমযানের মধ্যেও অসত্য ও নিরর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করতে না পারে এবং রমযানের বাইরে নিজের জীবনে সততা ও পবিত্রতা দেখা না দেয়, তাহলে তার চিন্তা করে দেখা উচিত সকাল হতে সন্ধ্যা

পর্যন্ত উপবাস থেকে তার কি লাভ হলো?

রোযাদারকে রোযার আসল উদ্দেশ্য ও প্রাণশক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করাই হলো, এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য। এ কথা মনে ও মগজে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে। সে কি উদ্দেশ্যে এবং কেনো পানাহার পরিত্যাগ করে উপবাস থেকে কষ্ট পাচ্ছে?

হতভাগ্য রোযাদার ঃ

(٧٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهٖ اِلاَّ الظَّمَاُ ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّنْ قِيَامِهٖ اِلاَّ السَّهَرُ -

৭২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন কত রোযাদার আছে যারা তাদের রোযার দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায় না। এমন কত নামাজে দন্ডয়ামান অবস্থায় রাত জাগরণকারী আছে যারা শুধু রাত্র জাগা ছাড়া আর কিছুই পায় না।

আগের হাদীসের ন্যায় এ হাদীসটিও মানুষকে রোযার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ থাকার শিক্ষা দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, শুধু পানাহার ছেড়ে দিলেই রোযা হয় না। রোযার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিয়াম সাধনা করতে হয়।

নামায রোযা ও যাকাত পাপের কাফ্ফারা ঃ

(٧٣) قَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ، فِتْنَةُ الـــرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَجَارِهٖ يُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ - (بخاري - باب الصوم)

৭৩। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। মানুষ তার পরিবার, সম্পদ এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ভুল-ত্রুটি করে, তার সালাত, সাওম এবং সাদকা দ্বারা সেগুলোর কাফফারা হয়ে যায়। -(বুখারী)

অর্থাৎ সাধারণতঃ মানুষ নিজের ছেলে মেয়ে ও পরিবার পরিজনের জন্যেই পাপে লিপ্ত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রতিবেশীদের হক আদায়ের

ব্যাপারে গাফলতি করে থাকে। সুতরাং এ সমস্ত ইবাদাত ও বন্দেগীর কারণে আল্লাহ্ পাক সে ক্রটি বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেবেন। কিন্তু জেনে শুনে, সেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে যদি কোন পাপ করা হয় তাহলে শুধু ইবাদাতের দ্বারা তা মাফ হবে না। এ সমস্ত পাপের মাগফিরাতের জন্যে 'তাওবা' করা শর্ত।

রিয়া হতে দূরে থাকা ঃ

(٧٤) قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـــ) اِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرٰي عَلَــيْهِ اَثَرَالصَّوْمِ - (الادب المفرد)

৭৪। আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, রোযাদারের তেল ব্যবহার করা উচিৎ যেন রোযার ছাপ দেখা না যায়।" –আদাবুল মুফরাদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা বলার তাৎপর্য হলো, রোযাদারের রোযার প্রদর্শনীমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা। গোসল করলে এবং শরীরে তেল মালিশ করলে রোযা জনিত অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হয় এবং দেহ সতেজ থাকে। সুতরাং রিয়া আগমনের পথ এভাবেই রুদ্ধ করা দরকার।

সেহ্‌রী খাবার তাকিদ ঃ

(٧٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً - (بخاري)

৭৫। নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সেহ্‌রী খাবে। কেননা সেহ্‌রী খাওয়াতে বরকত আছে।" -(বুখারী)

সেহ্‌রী খেয়ে রোযা থাকলে দিনে কষ্ট কম হবে এবং ইবাদাত বন্দেগী ও অন্যান্য কাজে অবসাদ এবং ক্লান্তি আসবে না। সেহ্‌রী খাওয়া না হলে ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যাবে। এ কারণে ইবাদাত বন্দেগীতেও মন বসবে না। তাই সেহ্‌রী না খাওয়া অত্যন্ত অকল্যাণজনক কাজ বলে বিবেচিত। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা রোযা রাখার জন্যে সেহ্‌রীর সাহায্য গ্রহণ করো এবং রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে দিনে কায়লুলা (দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুমান) করো।

তাড়াতাড়ি ইফতার গ্রহণের তাকিদ ঃ

(٧٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ - (بخاري)

৭৬। সহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "লোকেরা যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন ভালো অবস্থায় থাকবে।" -(বুখারী)

হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, ইফতার করার বিষয়ে তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করবে। কেননা তারা অন্ধকার হয়ে যাবার পর রোযা খুলে। তোমরা যদি সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করো এবং ইহুদীদের অনুসরণ না করো তা হ'লে প্রমাণিত হবে দীনের দিক দিয়ে তোমরা ভালো অবস্থায় আছো।

মুসাফিরের জন্য রোযা ঐচ্ছিক ঃ

(٧٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ ، كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ - (بخاري)

৭৭। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা (রামাদানে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সাওম (রোযা) রাখতো এবং কেউ কেউ রাখতো না। রোযাদার-বেরোযাদারের এবং বেরোযাদার-রোযাদারের উপর কোন দোষারোপ করতো না। -(বুখারী)

পবিত্র কুরআনে মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার ইখতিয়ার দিয়েছে। প্রবাসে থাকা অবস্থায় রোযা রাখলে যাদের কোন অসুবিধা হয়না তাদের জন্যে রোযা রাখাই উত্তম। অপর পক্ষে রোযা রাখলে যাদের অসুবিধা হয় তাদের জন্যে রোযা না রাখাই ভালো। এ অবস্থায় একে অপরকে খারাপ খারাপ জানা উচিত নয়।

রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ঃ

(٧٨) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَلَمْ

أُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَافْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمُ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ -(بخارى)

৭৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সম্বোধন করে বললেন, "এটা কি ঠিক যে তুমি একাধারে দিনে (নফল) রোযা রাখছো এবং রাতে (নফল) নামায পড়ছো ? জবাবে তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! কথাটা সত্য।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি এরূপ করো না। কখনো রোযা রেখো, আবার কখনো ছেড়ে দিও। রাতে ঘুমিও, আবার সালাতের জন্যে দাঁড়িও। তোমার উপর তোমার শীরের হক আছে। তোমার স্ত্রীরও হক আছে। সাক্ষাত প্রার্থীদের হকও আছে তোমার উপর। প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট।"–(বুখারী)

দিনের পর দিন একাধারে রোযা রাখলে এবং সারা রাত জেগে থেকে নফল নামায পড়লে স্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হয়। বিশেষ করে একাধারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। মুমিনগণকে প্রত্যেক কাজেই ভারসাম্য রক্ষা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

নফল ইবাদাতে মধ্যম পন্থা ঃ

(٧٩) عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ : اَخَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِىْ الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ مَا شَاْنُكِ ؟ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهٗ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا، فَجَاءَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهٗ طَعَامًا فَقَالَ لَهٗ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ، قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلُ، فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهٗ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهٗ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا ، فَقَالَ لَهٗ سَلْمَانُ

انَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَانَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَانَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَاَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ – (بخاري)

৭৯। আবু হুযাইফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদাকে পরস্পর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সালমান আবু দারদার সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদাকে (আবু দারদার স্ত্রী) সাধারণ পোশাক পরিহিতা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার অবস্থা এমন কেনো? উম্মে দারদা বললেন, "আপনার ভাই আবু দারদার তো আর পার্থিব কামনা বাসনা নেই।" অতঃপর আবু দারদা এলেন। খাদ্য পরিবেশন করে তিনি বলেন, "আপনি খান আমি রোযাদার।" সালমান বললেন, "আপনি না খেলে আমি খাবো না"। তিনি সালমানের সংগে খেলেন। অতঃপর যখন রাত হলো, আবু দারদা নফল সালাত আদায়ের জন্য উঠলেন। সালমান বললেন, "শুয়ে থাকুন।" তিনি কিছুক্ষন ঘুমিয়ে আবার সালাতের জন্যে উঠলেন। সালমান বললেন, "শুয়ে পড়ুন।" রাতের শেষ ভাগে সালমান বললেন, "এখন উঠুন।" দু'জনে নফল সালাত আদায় করলেন। তারপর সালমান বললেন, 'আপনার উপর আপনার রবের হক আছে। আপনার উপর আপনার নিজের হক আছে। আপনার পরিবার-পরিজনের হক আছে। কাজেই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করুন।" অতঃপর তিনি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এসব ঘটনা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সালমান ঠিক কাজ করেছে।" –(বুখারী)

(٨٠) عَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيْهَا اَوْعَمِّهَا اَنَّهُ اَتَـي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ فَقَالَ ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا تَعْرِفُنِيْ؟ قَالَ مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِيْ جِئْتُكَ عَامَ الاَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟ قَالَ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ الاَّ بِلَيْلٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ، ثُمَّ قَالَ صُمْ

شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ زِدْنِي فَإِنَّ بِقُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ، قَالَ زِدْنِي، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ زِدْنِي ، قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا - (ابو داؤد)

৮০। মুজীবা বাহিলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার আব্বা অথবা চাচা সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করে দেশে ফিরে এলেন। একবছর পর তিনি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবার কারণে তাঁকে চিনতে পারেন নি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কে? তিনি বললেন, "আমি বাহিলী বংশের লোক। গত বছর আপনার কাছে এসেছিলাম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কি ব্যাপার! তুমি এমন হয়ে গেছো কেনো?" তুমি তো সুন্দর চেহারার লোক ছিলে।" তিনি বললেন "আপনার কাছ থেকে যাবার পর থেকে রাত ছাড়া কোন খাবার খাইনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি নিজেকে শাস্তি দিয়েছো।" অতঃপর বললেন ছবরের মাসে (অর্থাৎ রমযানে) রোযা রাখো। আর রোযা রাখো প্রতি মাসে একটি করে।" তিনি বললেন, "আমার জন্যে আরেকটু বাড়িয়ে দিন, আমার শক্তি আছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "প্রতি মাসে দু'দিন রোযা রাখো।" তিনি বললেন, "আমার জন্যে আরেকটু বাড়িয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও, পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও। পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও"। এ কথা বলতে বলতে তিনি তিনটি আংগুল একত্রিত করলেন এবং পরে ছেড়ে দিলেন।" -(আবু দাউদ)

ই'তেকাফের দিনসমূহ ঃ

(٨١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ - (متفق عليه)

৮১। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করতেন। -(বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতে সব সময় আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু রমযানে তাঁর এ বন্দেগীর ঝোঁক ও প্রবণতা আরো বহুগুণে বেড়ে যেতো। এর মধ্যে আবার শেষ দশদিন একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদাতেই কাটিয়ে দিতেন। তিনি মসজিদে গিয়ে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও দোয়া-কালামে মগ্ন থাকতেন। রমযান হলো মুমিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাস তাই তিনি এমাসে একাজগুলো করতেন। কেননা এ মাসে অর্জিত ঈমানী শক্তি দিয়েই আগামী ১১টি মাস শয়তানী ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হতে হবে।

রমযানের শেষ দশদিন ঃ

(৮২) عَنْ عَائِشَةَ (رضـــ) اَنَّ الـنَّبِيَّ صَلَّي الـلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ اَحْيَا الَّيْلَ ، وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ -

৮২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ রাতে বেশী বেশী জাগতেন, পরিবার পরিজনকে জাগাতেন এবং ইবাদাতের জন্যে পরিধেয় শক্তভাবে বেঁধে নিতেন।

হজ্জ

হজ্জ ফরয ঃ

(٨٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰه عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوا - (المنتقي)

৮৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "ওহে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব হজ্জ করো।" -(মুনতাকী)

হজ্জ মানুষকে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে ঃ

(٨٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَي هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ -

৮৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ ঘরের (কাবা) নিকটে এসে নির্লজ্জ কথা না বলে এবং ফাসেকী না করে সে নবজাত শিশুর মতো (নিষ্পাপ হয়ে) ঘরে ফিরলো।"

জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল ঃ

(٨٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ - (منتقي)

৮৫। আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "কোন আমল সর্বোত্তম?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "অতঃপর কোনটি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "তারপর কোনটি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মাবরুর হজ্জ।" যে হজ্জে কোন প্রকার নাফরমানী করা না হয়।) –(মুনতাকী)

তাড়াতাড়ি হজ্জে যাওয়া ঃ

(٨٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ - (ابن ماجة)

৮৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হজ্জের ইচ্ছা পোষনকারী যেনো তাড়াতাড়ি তা সমাপণ করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে। তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে।" -(ইবনে মাজা)

মুসলমান হয়ে হজ্জ না করার পরিণতি ঃ

(٨٧) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ (رضـ) لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالاً اِلَي هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ ، فَيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ - (منتقي)

৮৭। হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, "আমার ইচ্ছে হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নিই। যারা সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্জ সমাপন করছে না তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করি। ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়।" –(মুনাতাকী)

"মুসলিম" শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণকারী। যদি কেউ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করেই থাকে, তা'হলে হজ্জের ন্যায় মহান ইবাদাত থেকে সে বিনা কারণে কি করে বিরত থাকতে পারে?

যাত্রা করার সাথে সাথেই হজ্জের ছওয়াব শুরু হয় ঃ

(৮৮) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ – (مشكوة– ابو هريرة)

৮৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরাহ অথবা জিহাদের জন্যে বের হয়ে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করে। আল্লাহ তার জন্যে গাজী হাজী অথবা উমরাহকারীর ছওয়াব নির্দিষ্ট করে দেন।" –(মিশকাত)

ব্যবহারিক বিষয়সমূহ

হালাল উপার্জন

স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা ঃ

(৮৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ – (بخاري ، مقدار بن معديكرب)

৮৯। মিকদাদ ইবনে মাদিকারাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিজের পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার তোমাদের কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিশ্রমের ফলে উপার্জিত খাবার খেতেন।

এ হাদীসের মূল লক্ষ্য হলো মুমিনদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি এবং অন্যের নিকট হাতপাতা থেকে বিরত রাখা। অন্যের উপার্জিত অর্থে জীবন নির্বাহ না করে নিজের উপার্জনের মাধ্যমে জীবন চালনা করাই উত্তম, শিক্ষা দেয়াও এ হাদীসের আরেকটি উদ্দেশ্য।

দোয়া কবুলের জন্য হালাল রিযিকের প্রভাব ঃ

(٩٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا ، وَاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَا لْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَااَيُّهَا الرُّسُوْلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَي السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَمِ فَاَنّٰي يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ - (مسلم ابو هريرة)

৯০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ পবিত্র; পবিত্র নয় এমন কিছু তিনি গ্রহণ করেন না। আল্লাহ রাসূলগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সেই নির্দেশই দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ওহে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাবার খাও এবং নেক কাজ করো।" তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র রিযিক খাও।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী পথিকের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে পবিত্র স্থানে পৌছে তার ধূলামাখা হাত দু'টো উপরের দিকে তুলে বলে, 'হে আমার রব'! অথচ তার খাবার, পানীয়, পোশাক সবই হারাম। হারাম খেয়েই লালিত পালিত। কিভাবে তার দোয়া গৃহীত হবে?" -(মুসলিম)

এ হাদীসে প্রথমে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ বৈধ উপায় ব্যতীত অবৈধ অর্জিত সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করলে তা গ্রহণ করেন না। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'লো, হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারীর দোয়া আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না।

হালাল-হারামের পরোয়া না করা ঃ

(٩١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاْتِيْ عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ لاَيُبَالِيْ الْمَرْءُ مَااَخَذَمِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ - (بخاري ابو هريرة)

৯১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা অর্থ উপার্জনে হালাল-হারাম বাছবে না।" -(বুখারী)

হারাম উপার্জনের পরিণতি ঃ

(٩٢) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضــ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَيَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلاَ يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ الاَّ كَانَ زَادَهُ ، اِلَي النَّارِ، اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمْحُوْا السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ ، اِنَّ الْخَبِيْثَ لاَ يَمْحُوا الْخَبِيْثَ - (مشكوة)

৯২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পুরণের জন্যে সে যে সম্পদ রেখে ইন্তকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। -(মিশকাত)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে কোন সৎ কাজ করা হলে আল্লাহর নিকট তা সৎ কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়না। সৎ কাজের জন্যে কাজের উদ্দেশ্য ও মাধ্যম উভয়টিই পবিত্র হওয়া দরকার।

চিত্র শিল্পীর উপার্জন ঃ

(٩٣) عَنْ سَعِيْدِبْنِ اَبِيْ الْحَسَنِ قَالَ ، كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ اِنِّي رَجُلٌ اِنَّمَا مَعِيْشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ وَاِنِّي اَصْنَعُ هٰـذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاُحَدِّثُكَ الاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَاِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰي يَنْفُخَ فِيْهِ الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا اَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاَصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنْ اَبَيْتَ

الاَّ اَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰـذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْئٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ -
(بخاري)

৯৩। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। একদা আমরা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে বললো, "হে ইবনে আব্বাস! আমি একজন চিত্র শিল্পী। চিত্রশিল্পই আমার রুজি-রোজগারের উপায়। আমি এসব চিত্র তৈরী করি।" ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, "আমি তোমাকে তাই বলবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর ছবি আঁকবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন যতক্ষন পর্যন্ত সে তাতে রুহ সৃষ্টি করে দিতে না পারে। অথচ এ কাজ সে কখনো করতে পারবে না।" এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি ভয়ে শিউরে উঠলো এবং তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন যদি একাজ তোমাকে একান্তই করতে হয়, তাহলে গাছপালা এবং এমন সব জিনিসের ছবি আঁকো যে গুলোর রুহ নেই।" -(বুখারী)

চিত্র শিল্পীর মনে তার উপার্জন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে তার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন। লোকটি যে মুমিন ছিলেন এটাই তার প্রমাণ। যদি তার মনে আল্লাহর ভয় না থাকতো এবং হালাল উপার্জনের চিন্তা না থাকতো তাহলে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তিনি আসতেনই না। যাদের অন্তরে আখিরাতের জবাবদিহির ভয় নেই তারা কখনও হালাল-হারামের পরোয়া করে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য

সততাপূর্ণ ব্যবসা ঃ

(٩٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ - (مشكوة)

৯৪। রাফে ইবনে খোদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ উপার্জন উত্তম?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ব্যক্তির নিজের হাতের উপার্জন এবং সৎ ব্যবসা।" -(মিশকাত)

ক্রয়-বিক্রয়ে সদাচারের হুকুম ঃ

(٩٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا شْتَرٰي وَاِذَا اقْتَضٰي - (بخاري جابر رضـ)

৯৫। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহম-করুনা, যে ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা আদায়ে নমনীয়।" -(বুখারী)

সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা ঃ

(٩٦) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - (ترمذي - ابو سعيد خدري رضـ)

৯৬। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (আখিরাতে) নবী, সিদ্দিক এবং শহীদদের সংগে থাকবে।" -(তিরমিযী)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য যদিও দুনিয়াদারীর কাজ কিন্তু এতেও যদি সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা যায় তাহলে এটাও ইবাদাত বলে গণ্য হয়ে

থাকে। এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণকে আল্লাহ্ ঐ মর্যাদা ও পুরস্কার প্রদান করবেন; যে মর্যাদা ও পুরস্কার তিনি তাঁর পবিত্র বান্দা, নবী, রাসূল, সিদ্দিক ও শহীদগণকে প্রদান করবেন।

আল্লাহ্‌র ঐ মুমিন বান্দাগণকে সিদ্দীক বলা হয় যারা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ্ করেছেন। আল্লাহ্ ও রাসূলের সঙ্গে কৃত ওয়াদা আজীবন পালন করেছেন এবং যাদের কথায় ও কাজে সারা জীবনেও কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়নি।

খোদাভীরু ব্যবসায়ীগণের পরিনাম ঃ

(৯৭) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ - (ترمذي)

৯৭। বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুত্তাকী, সত্যাশ্রয়ী এবং সত্যবাদী ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্য সব ব্যবসায়ীকে শেষ বিচারের দিন বদকার ব্যবসায়ীরূপে উঠানো হবে।" –(তিরমিযী)

অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায় ঃ

(৯৮) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِيْ الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ - (مسلم)

৯৮। আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বেচাকেনায় বেশী বেশী কসম করা থেকে বিরত থেকো। কেননা এ হলফ বা শপথ সাময়িকভাবে সমৃদ্ধি ঘটালেও শেষাবধি তা বরবাদ করে দেয়।" –(মুসলিম)

ব্যবসায়ী যদি নিজের পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে কসম খেয়ে ক্রেতাগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে তা হলে সাময়িকভাবে তা ফলপ্রসু হতে পারে। বিক্রয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু ক্রেতাগণ যদি পরবর্তীকালে বুঝতে পারে যে মূল্য ও মান সম্পর্কে বিক্রেতা তাকে কসমের মাধ্যমে প্রতারিত করেছে তা হ'লে সে দোকানে আর কেউ মাল কিন্‌তে যাবে না। এভাবে প্রতারণাকারীর ব্যবসা মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

ব্যবসায় মিথ্যা শপথ ঃ

(৯৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِم وَلاَ يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، قَالَ اَبُوْذَرٍ، خَابُوْا وخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟قَالَ الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ - (مسلم)

৯৯। আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ শেষ বিচারের দিন তিন প্রকারের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" আবুযর গিফারী জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ঐসব ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ লোক কারা?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে গর্বভরে গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করে। যে কারো উপকার করে তা বলে বেড়ায়। যে মিথ্যা কসম করে ব্যবসায় সমৃদ্ধি ঘটায়।" -(মুসলিম)

কথা না বলার অর্থ এই যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও নারাজ হবেন। তার সঙ্গে স্নেহ ও কোমল ব্যবহার করবেন না। মানুষের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বদাই ঘটে থাকে। কেউ কারো প্রতি নারাজ হ'লে তার দিকে তাকায় না। তার সঙ্গে কথাও বলে না।

যারা পায়জামা বা লুঙ্গী অহংকার ও দম্ভ সহকারে পায়ের গোড়ালীর নীচে ছেড়ে দিয়ে পরিধান করে শুধু তাদের জন্যেই এ শাস্তির ঘোষনা। অপর পক্ষে যারা গোড়ালীর নীচে ছেড়ে দিয়ে জামা-কাপড় পরিধান করে, তবে অহংকার ও দম্ভের জন্যে নয় তাদের জন্যেও এ কাজ গর্হিত এবং পাপ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনগণকে গোড়ালীর নীচে কাপড় পরিধান করতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যারা অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শনের জন্যে গোড়ালীর নীচে জামা-কাপড় পরে না তারাও গুনাহগার। তবে প্রথমোক্ত লোকের চেয়ে তার গুনাহ হালকা হবে। একথা সত্য যে মুমিনের নিকট কোন অপরাধই ছোট নয়। কোন গুণাহকেই সে হালকা মনে করে উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ অনুগত দাসের নিকট মনিবের সামান্য অসন্তুষ্টিও কিয়ামত তুল্য মনে হয়ে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্বস্বরূপ সাদকা ঃ

(١٠٠) عَنْ قَيْسِ اَبِيْ غَرْزَةَ (رضــــــ) قَالَ ، كُنَّا نُسَمَّي فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّبِنَارَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بَاسِمٍ هُوَ اَحْسَنُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ -

১০০। কায়েশ আবু গারযাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে সামাসেরাহ বলে ডাকা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় এর চেয়ে উত্তম নামে আমাদেরকে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন ঃ "হে ব্যবসায়ীগণ! ব্যবসায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও শপথ করার খুবই সম্ভাবনা। কাজেই তোমরা তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে দান মিশ্রিত করো।" –(আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই নানা-রকম বাজে ও অর্থহীন কথাবার্তা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় ব্যবসায়ীরা মিথ্যামিথ্যি কসমও খেয়ে বসে। এ সমস্ত বাজে কথা ও মিথ্যা কসম সবগুলোই পাপ। এ পাপ মোচনের জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীগণকে দান খয়রাত ও সাদকা করার অভ্যাস গঠন করার জন্যে আদেশ করেছেন। কেননা দান-খয়রাত ও সাদকার দ্বারা ছোট ছোট অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফ্ফারা হয়ে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ঃ

(١٠١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ، اِنَّكُمْ قَدْوُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِمَا الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ - (ترمذى)

১০১। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওজন দানকারী ও পরিমাপকারীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উপর এমন দু'টো দায়িত্ব ন্যস্ত, যার

অপব্যবহারের জন্যে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়ে গেছে।"-(তিরমিযী)

অর্থাৎ তোমরা যদি ব্যবসায়ের সামগ্রী ওজন করার বেলায় শঠতা অবলম্বন করো। ক্রয় করার বেলায় ওজনে বেশী নাও, বিক্রয় করার সময় ওজনে কম দাও। তাহলে এটা তোমাদের জন্যে মারাত্মক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা কুরআন মজীদে ঐ সমস্ত জাতির ধ্বংসের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ওজনে কম-বেশী করতো। তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর হুকুম না মেনে ধ্বংস হয়ে গেলো।

মওজুদদারীর নিষিদ্ধতা ঃ

(١٠٢) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ -

১০২। বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে মওজুদ করলো সে গুনাহগার।"

মওজুদদারীর অর্থ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্যে বাজারে না ছেড়ে মূল্যবৃদ্ধির আশায় গুদামজাত করে রাখা। চূড়ান্ত পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির পর বাজারে ছেড়ে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীগণ এরকম মানসিকতাই পোষণ করে। এ মনোভাবের কারণে মানুষের মন নির্দয় ও পাথরের ন্যায় কঠিন হয়ে যায়। অথচ ইসলাম মানব জাতির সঙ্গে দয়া-মায়া ও কোমলতার আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীগণের মনে নিষ্ঠুর মানসিকতা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করার জন্যেই মওজুদদারীর বিরুদ্ধে এ নির্দেশ জারি করেছেন।

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মওজুদদারী নিষিদ্ধ করেছেন তা শুধু মাত্র খাদ্যসামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যদি ব্যবসায়ীগণ মওজুদ করে রাখে তবে তা এ নির্দেশের আওতায় আসবে না। অপর পক্ষে তাঁদের মধ্যে আরেক দল মনে করেন, এ নির্দেশ শুধু খাদ্য সামগ্রীর বেলাতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও যদি কেউ মূল্যবৃদ্ধির আশায় মওজুদ করে রাখে তবে সে গুনাহগার হবে। শাস্তির যোগ্য হবে। গ্রন্থকারের মতে দ্বিতীয় দলের কথাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাকি আল্লাহই ভাল জানেন।

মওজুদদারের উপর অভিশাপ ঃ

(١٠٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ- (سنن ابن ماجه)

১০৩। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজুদ করে রাখে না সে আল্লাহর রহমত ও ফজল পাবার যোগ্য। আর যে ব্যক্তি ওসব মওজুদ করে রাখে সে অভিশপ্ত।" -(সুনানে ইবনে মাজা)।

মওজুদদারের বদ স্বভাব ঃ

(١٠٤) عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَاِنْ اَغْلاَ هَا فَرِحَ - (مشكوة)

১০৪। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। মওজুদদার বড্ড খারাপ ও ঘৃণ্য লোক। আল্লাহ দ্রব্যাদির দাম কমিয়ে দিলে এরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে গেলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। -(মিশকাত)

পুণ্যের দোষ-ত্রুটির গোপন না করা ঃ

(١٠٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَبِيْعَ شَيْئًا اِلاَّ بَيَّنَ مَافِيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ يَعْلَمُ ذَالِكَ اِلاَّ بَيَّنَهُ - (منتقى)

১০৫। ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটি না জানিয়ে তা বিক্রি করা না জায়েয। ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা পরিষ্কার বলে না দিয়ে গোপন রাখা অবৈধ। -(মুনতাকী)

মালপত্র বিক্রি করার সময় খরিদ্দারের নিকট জিনিসের দোষ-ত্রুটির কথা গোপন না রেখে খুলে বলে দেয়ার জন্য এ হাদীসে ব্যবসায়ী মহলকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে মাল-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যদি এমন কোন ব্যক্তি সেখানে থাকে, যে ব্যক্তি মালের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তা

খরিদদারকে জানিয়ে দেয়া তারও দায়িত্ব।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে এক ব্যবসায়ীর নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, সে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছে। স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পেলেন তা ভিজা। কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বললো, বৃষ্টিতে মাল ভিজে গিয়েছিলো। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ভিজাগুলো উপরে রাখলে না কেন?"

এ কথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন "যারা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।"

ধার-কর্জ

অস্বচ্ছল কর্জদারকে সময় দানের ছওয়াব ঃ

(١٠٦) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزَا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا - قَالَ فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ - (بخاري - مسلم)

১০৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এক লোক মানুষকে কর্জ দিতো। তারপর সে কর্জ আদায় করার জন্য লোক পাঠাতো। সে তার আদায়কারীকে বলতো, 'অভাবী দেনাদারকে মাফ করে দিয়ো। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' এ ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌঁছলো, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।" -(বুখারী, মুসলিম)

(١٠٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُّعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ - (مسلم)

১০৭। আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিয়ামতের দিন দুর্ভাবনা থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখাতেই যে ব্যক্তি বেশী খুশী হয়। সে যেনো দেনাদারকে সুযোগ দেয় অথবা তার উপর থেকে দেনার বোঝা নামিয়ে নেয়।" অর্থাৎ দেনাদারের উপর দয়া করে। -(মুসলিম)

কোন মুসলমান ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া ঃ

(١٠٨) عَنْ اَبِيْ سَعَيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضــ) قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيْ عَلَيْهَا، فَقَالَ هَلْ عَلٰـى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَّفَاءٍ؟ قَالُوْا لاَ قَالَ صَلُّوْا عَلٰـى صَاحِبِكُمْ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ (رضــ) عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَّعْنَاهُ، وَقَالَ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ اَخِيْكَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يَّقْضِيْ عَنْ اَخِيْهِ دَيْنَهُ اِلاَّ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (شرح السنة)

১০৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাযার জন্যে একজন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তির কি কোন ঋণ আছে?" জবাবে বলা হলো, "হ্যাঁ, আছে"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "ঋণ শোধ করার মতো সম্পদ কি সে রেখে গেছে?" জবাবে বলা হলো, "না, রেখে যায়নি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তির জানাযা পড়ো, আমি পড়বো না।" এ অবস্থা দেখে আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তির ঋণ আদায়ের ভার নিচ্ছি।" এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আলী, আল্লাহ তোমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, যেভাবে তুমি তোমার একজন মুসলিম ভাইকে আগুন থেকে বাঁচালে। যে মুসলিম অপর মুসলিমের ঋণ পরিশোধ করে দেবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।"

কিয়ামতের দিন দেনাদারের ক্ষমা নেই ঃ

(١٠٩) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ - (مسلم)

১০৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শহীদের সব গুনাহই মাফ করে দেয়া হবে। মাফ হবে না শুধু ঋণ।" -(মুসলিম)

উপরে বর্ণিত উভয় হাদীসেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার গুরুত্বের কথা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এমন কি যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদত বরণ করে তারও যদি এমন ঋণ থেকে থাকে যা আদায় করা হয়নি, তবে তাকেও আল্লাহ মাফ করবেন না। কেননা এটা মানুষের হক বা অধিকার। আল্লাহর হক নয়। এমতাবস্থায় ঋণদাতা যদি মাফ করে না দেয় তবে আল্লাহ তা মাফ করবেন না।

যদি দেনাদারের ঋণ আদায় করার নিয়্যত থাকে এবং তা পরিশোধ করার পূর্বেই সে মারা যায় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঋণদাতাকে ডেকে বলবেন "যদি তুমি তাকে মাফ করে দাও তবে তার পরিবর্তে তোমাকে জান্নাত প্রদান করা হবে।" তখন পাওনাদার তাকে মাফ করে দেবেন। অপর পক্ষে যদি কোন দেনাদার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরের পাওনা ঋণ আদায় না করে এবং জীবিত থাকা অবস্থায় পাওনাদারের নিকট থেকে মাফ না নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার ক্ষমা লাভের কোন উপায়ই থাকবে না।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা ঃ

(١١٠) عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ : اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ، فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ لاَاَجِدُاِلاَّجَمَلاً خِيَارًا رُبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" - (مسلم)

১১০। আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের কাছ থেকে একটি কম বয়সী উট ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যাকাতের উট এলো। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন, "ঐ ব্যক্তির কম বয়সী উটটি পরিশোধ করে দাও।" আমি বললাম, "উট গুলোর মধ্যে মাত্র একটি ৭ বছরের উটই আছে যা খুবই উত্তম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওটাই তাকে দিয়ে দাও। কেননা সে ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তম মাল দিয়ে ঋণ শোধ করে।" -(মুসলিম)

স্বচ্ছল ব্যক্তির দেনা আদায়ের টালবাহানা করা অন্যায় ঃ

(١١١) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ - (بخارى - مسلم)

১১১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "সক্ষম দেনাদারের পক্ষে কর্জ আদায়ের ব্যাপারে গড়িমসি করা অন্যায়। যদি দেনাদার পাওনাদারকে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে পাওনা আদায় করার জন্যে বলে দেয়, তবে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকেই পাওনা আদায় করে নেওয়া উচিৎ।" −(বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ দেনাদারের নিকট যদি দেনা আদায় করার মতো কোন টাকা পয়সা না থাকে এবং সে যদি বলে যে অমুকের নিকট থেকে টাকা নিয়ে নিন। তার সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনি গেলেই দিয়ে দেবে। তাহলে পাওনাদারের পক্ষে সে লোকের নিকট যাওয়াই উচিত। তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছো, আমি তোমার নিকট থেকেই উশুল করবো" এ কথা বলা ঠিক হবেনা।

ঋণ আদায়ে নিয়্যাতের প্রভাব ঃ

(١١٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ - (بخارى)

১১২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্জ নেয় এবং আদায় করার নিয়্যাত রাখে। আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা শোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্জ নেয় এবং তা আদায় করার নিয়্যত রাখে না। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেবেন।" −(বুখারী)

টাল-বাহানার আইনানুগ দন্ড ঃ

(١١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ - (ابو داؤد)

১১৩। শারীদ সালামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "সক্ষম ব্যক্তির কর্জ আদায়ে গড়িমসি তার মানহানী ও শাস্তিকে বৈধ করে দেয়।" –(আবু দাউদ)

মানহানী বৈধ করে দেয়ার অর্থ, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারের টাকা আদায়ে গড়িমসি ও টাল-বাহানা করে। সময় ক্ষেপন করে। তাকে এ অপরাধের জন্য সমাজের চোখে নীচ ও হেয় প্রতিপন্ন করে দেয়া যেতে পারে। আইনগত ভাবে (দৈহিক ও আর্থিক) দন্ডও দেয়া যেতে পারে। যদি দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়ে যায় এবং উপরোক্ত অপরাধে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। তাহলে বিচারক তাকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাকে লাঞ্ছিত করার ব্যবস্থাও নিতে পারেন।

ছিনতাই ও আত্মসাৎ

জুলুমের শাস্তি ঃ

(١١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ – (بخارى – مسلم)

১১৪। সায়ীদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কারো সামান্য পরিমাণ জমিও অন্যায় ভাবে দখল করে নেয়। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সাত তবক জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।" –(বুখারী-মুসলিম)

জবরদস্তির অবৈধতা ঃ

(١١٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا لَا تَظْلِمُوْا ، اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِيْءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ – (بيهاقي)

১১৫। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খবরদার! তোমরা কারো উপর জুলুম করো না। কারো সম্পদ জোর করে নিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় তার সম্পদ দিয়ে দেয় তা ভিন্ন কথা।"

-(বায়হাকী)

(١١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَرِيَةُ مُوَدَّةٌ، وَالْمُنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْكَفِيْلُ غَارِمٌ - (ترمذي)

১১৬। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "আরিয়ত (ধার) শোধ করতে হবে। মিনহা (ধার নেওয়া দুধালো উট) ফেরত দিতে হবে। ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যে ব্যক্তি জামিন হবে তাকে জামানত আদায় করতে হবে।" -(তিরমিযী)

"আরিয়ত" অর্থাৎ কারো নিকট থেকে কোন জিনিষ কিছু সময়ের জন্য চেয়ে নেয়া। দা-কুঠার-খন্তা ইত্যাদি কিছু সময়ের জন্যে হাওলাত নেয়া হয়। এ সমস্ত জিনিস কারো নিকট থেকে নিলে সময় মতো ফেরত দিতে হবে।

"মিনহা" অর্থ দুধালো উট। আরবদেশে এ নিয়ম প্রচলিত ছিলো। সম্পদশালী লোকজন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীগণকে দুধ খাবার জন্যে নিজেদের দুধালো উট কিছু দিনের জন্যে দিয়ে দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদের অর্থ হলো। দুধ খাবার জন্যে যদি কেউ কাউকে কোন জানোয়ার প্রদান করে দুধ খাবার পর তা ফেরত দিতে হবে। কেননা তাও ঋন। ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। ধার নিয়ে কখনো তা আত্মসাৎ করা যাবেনা। আবার কেউ যদি কোন কিছুর জন্যে জামিন হয় তবে তা তাকে আদায় করতে হবে।

বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ ঃ

(١١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّ الْاَمَنَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ - (ترمذي)

১১৭। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমানত ফিরিয়ে দাও। কোন ব্যক্তি তোমার সাথে খিয়ানাত করলে তুমি তার সাথে খিয়ানাত করো না। -(তিরমিযী)

প্রতারণায় শয়তানের আগমন ঃ

(١١٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الْمُشْرِكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (وفي رواية) وَجَاءَ الشَّيْطَانُ - (ابو داؤد)

১১৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, দু'জন অংশীদার যতক্ষন পর্যন্ত পরস্পরের স্বার্থ খিয়ানত না করে, ততক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের সাথে তৃতীয় অংশীদার থাকি। যখন তারা পরস্পরের স্বার্থ খিয়ানত করে আমি সরে দাঁড়াই। (কোন কোন বর্ণনায়) তখন শয়তান এসে হাজির হয়।" -(আবু দাউদ)

এ হাদীসের সারমর্ম হলো, কোন যৌথ কারবারের অংশীদারগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের স্বার্থ দেখাশোনা ও সংরক্ষন করতে থাকে। কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন। রহমত দান করতে থাকেন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও কল্যাণ এবং ব্যবসায়েও উন্নতি দিতে থাকেন। অপর পক্ষে তাদের কেউ যদি দুষ্ট মতি হয়ে যায় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহলে সেখানে থেকে আল্লাহর রহমত ও বরকত উঠে যায়। শয়তানের আগমন ঘটে। শয়তান তাদেরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

চাষাবাদ ও বাগ-বাগিচা

কৃষকের সাদকা ঃ

(١١٩) عَنْ اَنَسٍ (رضــ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا اَوْيَغْرِسُ غَرْسًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْاِنْسَانٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ - (مسلم)

১১৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "মুসলিমের খেত খামার এবং গাছ পালার যে সব অংশ পাখী, মানুষ বা কোন পশু খেয়ে ফেলে তা সাদকা বা দানে পরিণত হয়।" -(মুসলিম)

অভিশপ্ত বান্দা ঃ

(١٢٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى صِلْعَةٍ لَقَدْ اُعْطِيَ بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِيْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ –

(بخاري – مسلم)

১২০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। তারা হচ্ছে, যে মিথ্যা হলফ করে কোন ব্যবসায় বেশী মুনাফা লুটে। যে সালাতুল আছরের পর হলফ করে কোন মুসলিমের সম্পদ নিয়ে নেয় এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পরিমাণে পানি আটকে রাখে। শেষ বিচারের দিন শেষোক্ত ব্যক্তিকে আল্লহ বলবেন, 'তুমি যেভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পরিমাণে পানি আটকে রেখেছিলে সেভাবে আমি আজ আমার কল্যাণকে আটকে রাখেবো। এ পানি তো তোমার তৈরী ছিলো না। –(বুখারী, মুসলিম)

শ্রমিকের মজুরী

মজুর বা শ্রমিকের অধিকার ঃ

(١٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوْا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عِرْقُهٗ - (ابن ماجه ابن عمر)

১২১। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা চুকিয়ে দাও।" –(ইবনে মাজা)

কেননা মজুর তো তাদেরই বলে যারা নিজের ও ছেলেমেয়ের দু'মুঠো খবার সংস্থানের জন্যে দিন মুজুরী করে থাকে। যদি তার মজুরী আজ না দিয়ে আগামীকাল দেবার জন্যে রেখে দেয়। কিংবা মেরে দেয়। তা'হলে সে টাকার অভাবে খাবার কিনতে না পেরে ছেলেমেয়েসহ অভূক্ত কাটাবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তাদের মজুরী দিয়ে দেয়ার জন্যে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন।

কিয়ামতে আল্লাহ স্বয়ং মজুরের উকালতি করবেন ঃ

(١٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَجُلٌ اَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ، وَرَجُلٌ نِ اسْتَجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ - (بخارى - ابو هريرة رضـ)

১২২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, শেষ বিচারের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার ঝগড়া হবে। তারা হচ্ছে ঃ ঐ ব্যক্তি যে কোন আযাদ লোককে (ধরে নিয়ে) বিক্রি করে অর্জিত অর্থ ভোগ করে। ঐ ব্যক্তি যে শ্রমিক নিয়োগ করে পুরোকাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পাওনা তাকে দেয়না।" -(বুখারী)

অবৈধ ওসিয়ত

অবৈধ ওসিয়তের শাস্তি জাহান্নাম ঃ

(١٢٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَاَ اَبُوْهُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ اِلٰي قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (مسند احمد)

১২৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "কোন পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যদি মৃত্যু কালে ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি সাধন করে যায়। তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।" অতঃপর আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পাঠ করলেন ঃ "মিন-বা'দি ওয়াসিয়াতিন" থেকে "ওয়া যালিকাল ফাউযুল আজীম।" –(মুসনাদে আহমদ)

অনেক সময় কোন কোন নেককার পরহেজগার মুত্তাকী মানুষও ওয়ারিসদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত রাখতে চায়। মৃত্যুকালে এমনভাবে উইল বা দানপত্র করে যায় যাতে তারা সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়। অথচ আল্লাহর আইন ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। এমতাবস্থায় সে ওসিয়তকারী সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন। সে জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে অতিবাহিত করলেও অবৈধ ওসিয়তের কারণে সে জাহান্নামী হয়ে যাবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের সমর্থনে আল-কুরআনের যে আয়াত পাঠ করলেন তা সূরা নিসায় ২১ রুকুতে আছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। এরপর ঘোষণা করেছেন, এ সম্পত্তি হতে মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় ও ওসিয়ত পূরণ করার পর অবশিষ্টাংশ

উত্তরাধিকারীদর মধ্যে বন্টন করা হবে। তারপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "সাবধান! ওসিয়তের মাধ্যমে তোমরা উত্তরাধিকারীগণের ক্ষতি করো না।" এটা আল্লাহর বিশেষ হুশিয়ারমূলক নির্দেশ। আল্লাহ্ অত্যন্ত বিজ্ঞ ও কৌশলী। তিনি যে আইন করেছেন তা অজ্ঞতা ও মুর্খতার উপর ভিত্তি করে তৈরী করেননি। জ্ঞান ও কৌশলের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। তাঁর রচিত আইনে অন্যায় ও অবিচারের কোন অবকাশই নেই। সুতরাং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে এ আইন মেনে নিতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন-"এ হলো আল্লাহর 'নির্ধারিত সীমা ও পরিমন্ডল"। যারা আল্লাহর আইন মানবে ও রাসূলের অনুসরণ করবে তাদেরকে এমন বৈচিত্রময় ও মনোরম জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাতে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটা হবে একটি চিরবিজয় ও বিরাট সাফল্য। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করবে ও তাঁর নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ঘৃণ্য ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।"

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ঃ

(١٢٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (ابن ماجه)

১২৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। -(ইবনে মাজা)

কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত করা অবৈধ ঃ

(١٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ الْوَرَثَةُ - (مشكوة)

১২৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে কোন ব্যক্তির ওসিয়ত কার্যকর হবে না যদি অন্যান্য

উত্তরাধিকারীগণ তাতে সম্মত না হয়।" -(মিশকাত)

এ হাদীস দ্বারা এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো। মৃত্যু পথযাত্রী তার সম্পদের মাত্র তিন ভাগের একভাগ ওসিয়ত করতে পারে। এর বেশী নয়। ইচ্ছা করলে যে কোন মসজিদ মাদ্রাসার জন্যেও ওসিয়ত করতে পারে। কিংবা কোন অভাবী মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও করতে পারে। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ওসিয়ত করার পূর্বে এটা ভালভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত। নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কার অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ। যদি দেখা যায় যে এমন কেউ উত্তরাধিকার থেকে আইনগতভাবে বাদ পড়ে গেছে, যার, পোষ্য সংখ্যা অধিক এবং আর্থিক অবস্থাও ভাল নয় তবে তার জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া অধিক ছওয়াবের কাজ বলে পরিগণিত হবে।

ওসিয়তের সর্বশেষ সীমা ঃ

(١٢٦) عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ : عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَامَرِيْضٌ فَقَالَ اَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ بِكَمْ؟ قُلْتُ بِمَالِيْ كُلِّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَمَاتَرَكْتَ لِوُلْدِكَ؟ قُلْتُ هُمْ اَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ، قَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ، فَمَازِلْتُ اُنَاقِصُهُ حَتّٰي قَالَ ، اَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ - (ترمذي)

১২৬। সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওসিয়ত করেছো কি?" আমি বললাম, "হাঁ করেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কি পরিমাণ ওসিয়ত করেছো?" আমি বললাম, "আমার সব ধন-সম্পদ আল্লাহর জন্যে ওসিয়ত করেছি।" তিনি বললেন, "তোমরা সন্তান সন্ততির জন্যে কি রেখেছো?" আমি বললাম, "তারা বেশ ধনী।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার সম্পদের দশভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করো।" আমি বলতে থাকলাম, আরেকটু বাড়িয়ে দিন।" অবশেষে তিনি বললেন, "তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করো। তিন ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট।" -(তিরমিযী)

সুদ ও ঘুষ

সুদী কারবারে অংশগ্রহণকারীর উপর অভিসম্পাত ঃ

(١٢٧) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ - (بخاري - مسلم)

১২৭। ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন।" -(বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্যে অভিশাপ দিয়েছেন তা কত বড় অন্যায় ও পাপের কাজ তা চিন্তা করা উচিত। শুধু এ হাদীসেই নয় বরং নাসায়ী শরীফের এক হাদীসেও আছে। যারা জেনে শুনে সুদ খায় ও দেয় তাদের উপর এদের সাক্ষী ও লিখকের উপর কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অভিশাপ বর্ষণ করবেন। কিয়ামতের দিন অভিশাপ দেবার অর্থ হলো। সেদিন আল্লাহর রাসূল তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন না। বরং লায়ান্নাত করবেন। লায়ান্নাত করার অর্থ হলো ধমকিয়ে ও তিরস্কার করে দূরে সরিয়ে দেয়া।

ঘুষখোর ও ঘুষদানকারীর উপর লানত ঃ

(١٢٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابـن عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِىْ - (بخارى - مسلم)

১২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঘুষখোর এবং ঘুষদাতার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" -(বুখারী-মসুলিম)

(١٢٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ - (منتقي)

১২৯। আবু হুরাইরা রাদিযঅল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ।" -(মুনতাকী)

"ঘুষ" ঐ জিনিসকেই বলা হয় যা অন্যের অধিকার খর্ব করে নিজের জন্যে অবৈধ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কাউকে দেয়া হয়ে থাকে। তবে যে অর্থ নিজের বৈধ অধিকার আদায়ের জন্যে খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন, বেঈমান কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে নিতান্ত অপরাগ হয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে দিতে বাধ্য হতে হয় এবং যা না দিলে নিজের অধিকার আদায় করা যায় না। এ অবস্থায় আল্লাহ মু'মিনগণকে এর জন্যে তিরস্কার নাও করতে পারেন। দেশের এরূপ অবস্থা খোদায়ী শাসন জারী ও আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার দাবী জোরদার করার পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক।

সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা ঃ

(١٣٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَايَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنَ الاِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ اَتْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَءَ عَلٰى مَايَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الاِثْمِ اَوْشَكَ اَنْ يُّوَاقِعَ مَااسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللّٰهِ، مَنْ يَّرْتَعْ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ - (بخاري -مسلم)

১৩০। নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। এ দু'য়ের মাঝে আছে কিছু অস্পষ্ট বিষয়। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গুণাহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট গুনাহ থেকে অতি সহজে বাঁচতে পারবে। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গুনাহ করার সাহস পাবে, সে ব্যক্তির পক্ষে সুস্পষ্ট গুনাহে লিপ্ত হবার আশংকা রয়েছে। গুনাহ আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা। যে নিষিদ্ধ এলাকার সীমানায় ঘুরাফেরা করে তার নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে।" -(বুখারী মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার মর্মার্থ হ'লো, যে সমস্ত জিনিস হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন অকাট্য দলিল নেই। আবার হালাল হওয়া

সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। এ সমস্ত জিনিসের কিছু অংশ খারাপ মনে হয়। আবার কিছু অংশ ভালো মনে হয়। এমতবস্থায় মু'মিনের কর্তব্য হলো এ সমস্ত জিনিসের ধারে কাছে না যাওয়া। এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকে, তার প্রকাশ্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব।

অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তুর অবৈধ হবার সম্ভনা লক্ষ্য করার পরেও তা পরিহার না করে বরং তা করার সাহস পায়, তার পক্ষে পরিণামে সুস্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হতেও অন্তরে বাধবেনা। সুতরাং মনের এ অবস্থা মু'মিনের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ।

"তাকওয়া" অর্জনের উপায় ঃ

(١٣١) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَاْسَ بِهٖ حَذَرًا لِمَابِهِ الْبَاْسُ - (ترمذي)

১৩১। আতীয়া সা'দী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। আল্লাহর নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "কোন ব্যক্তি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না যদি সে গুণাহের শিকারে পরিণত হবার ভয়ে গুণাহীন জিনিষ ছেড়ে না দেয়। -(তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ হলো, এমন অনেক কাজ আছে যা দৃশ্যতঃ মুবাহ। যা করলে কোন পাপ হবে না সত্য, কিন্তু পাপের সীমানার সঙ্গে এর সীমা সংযুক্ত হয়ে আছে। এ অবস্থায় সকল বুদ্ধিমান মানুষই অনুভব করতে পারবে যে, এ কাজের শেষ প্রান্ত দিয়ে ঘুরাফিরা করতে থাকলে হঠাৎ পা পিছলে পাপের কর্দমাক্ত পংকিল গর্তে পড়ে যেতে পারে। এ আশংকার কারণেই মুবাহ কাজ ছেড়ে দেয়া হয়। যখন কোন মু'মিনের মনে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। তখনই সে হারামে লিপ্ত হবার ভয়ে অনেক হালাল কাজও ছেড়ে দেয়। মনের এ অবস্থাকেই শরীয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয়। এরূপ অন্তরের অধিকারী মানুষকে আল্লাহর হুকুমের বিরোধীতা থেকে বিরত করাই মুখ্য উদ্দেশ্যে। একথা বলা হয়নি যে "তোমরা আমার দেয়া নির্দিষ্ট সীমরারেখা লংঘন করো না। বরং এ কথাই বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা, তোমরা এ সীমার নিকটবর্তী হয়ো না।"

সামাজিক ব্যবস্থা

বিবাহ

বিয়ের জন্যে উৎসাহ দান ঃ

(١٣٢) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضــ) قَالَ رَسُوْلُ الــلّٰهِ صَلَّى الــلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الـــشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَاتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَه وِجَاءٌ - (بخارى - مسلم)

১৩২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুবকদের উদ্দেশ্যে) বলেছেন। হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও শক্তি আছে তার বিয়ে করে ফেলা দরকার। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে নীচু রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (অর্থাৎ বিয়ে করলে অপর নারীর প্রতি সাধারণতঃ নজর যায় না এবং যৌন প্রবৃত্তিও নিয়ন্ত্রণে থাকে) আর "যার বিয়ের দায়িত্ব পালনের শক্তি নেই তার (মাঝে মধ্যে) রোযা রাখা উচিৎ। কেননা রোযা যৌন শক্তিকে দমিয়ে রাখে। -(বুখারী, মুসলিম)

নেক্কার স্ত্রী নির্বাচন ঃ

(١٣٣) قَالَ رَسُوْلُ الـلّٰهِ صَلَّى الـلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَا لِهَاوَ لِحَسَبِهَاوَلِجَمَا لِهَا وَلِدِيْنِهَا - فَاظْفَرْ بِذَاتِ الـــدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - (متفق عليه)

১৩৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "চারটি জিনিষের ভিত্তিতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। তার সম্পদের জন্যে। বংশ মর্যাদার জন্যে। রূপের জন্যে ও দ্বীনদারীর জন্যে। অতএব তোমরা দ্বীনদার নারী বিয়ে করো। তাহ'লে তোমাদের কল্যাণ হবে। -(বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মার্মার্থ হলো, বিয়ে করার সময় সাধারণতঃ কোন মেয়ের এ চারটি জিনিসই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ সম্পদের আশায় বিয়ে করে। আবার কেউ স্ত্রীর বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে বিয়ে করে। কেউ আবার বিয়ে করার সময় মেয়েদের দ্বীনদারীকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানগণকে স্ত্রী নির্বাচনের বেলায় তার দ্বীনদারী ও তাকওয়াকেই অগ্রাধিকার দানের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। যদি দ্বীনদারীর সঙ্গে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান থাকে তবে তো খুবই ভালো। পাত্রীর দ্বীনী বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদের কারণে বিয়ে মুসলমানের জন্য সঙ্গত নয়।

স্ত্রী নির্বাচনের প্রকৃত মাপকাঠি ঃ

(١٣٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لاَ تَزَوَّجُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَي حُسْنُهُنَّ اَنْ يُّرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَزَوَّجُوْهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَي الدِّيْنِ وَلاَ مَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ - (منتقى)

১৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা রূপ-লাবণ্যের মোহে পড়ে নারীদেরকে বিয়ে করোনা। হয়তোবা তাদের রূপ-লাবণ্য তাদের জন্যে ধ্বংসকারী হ'তে পারে এবং ঐশ্বর্যশলিনী হ'বার কারণেও তাদেরকে বিয়ে করোনা। কারণ এমনও হতে পারে যে তাদের সম্পদ তাদেরকে পাপ ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন করবে। বরং তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীর ভিত্তিতেই বিয়ে করবে। কেননা কালো রঙ্গের কুৎসিৎ দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবে সে, উচ্চবংশীয়া সুন্দরী রমনীর চেয়ে উত্তম।" -(মুনতাকী)

বিপর্যয়ের কারণ ঃ

(١٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهَ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْاهُ اِلاَّ تَفْعَلُوْه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ - (ترمذي)

১৩৫। বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট যখন এমন কোন লোকের বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে, যার

দ্বীনদারী ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট। তাহ'লে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। যদি তা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" -(তিরমিযী)

এ হাদীস আগের হাদীসের মূল বক্তব্য সমর্থনকারী হাদীস। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, বিয়ের পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী ও চরিত্রই হলো প্রধান বিবেচনার বিষয়। যদি বিয়ের বেলায় দ্বীনদারী ও চরিত্রের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধন-সম্পদ ও বংশ মর্যাদাকে উপলক্ষ্য করে বিয়ে করা হয় তা'হলে মুসলিম সমাজে চরম অকল্যাণ ও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে। কারণ এ সকল লোক এতবেশী দুনিয়ার পূজারী ও ভোগবাদী যে, তাদের দৃষ্টিতে তাকওয়া -পরহেযগারীর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই। তাদের দ্বারা দ্বীনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা কি করে করা যেতে পারে? এই অবস্থাকেই আল্লাহর রাসূল ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়রূপে অভিহিত করেছেন।

বিয়ের খুতবা ঃ

(١٣٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ ، عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّشَهُّدَ فِي الصَّلٰوةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ ، وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلٰوةِ قَالَ ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ وَيَقْرَءُ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ فَفَسَّرَ هَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : وَاتَّقُوْا اللّٰهُ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ -(ال عمران ١٣) اِتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (نسا) اِتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا - (احزاب - ترمذي)

১৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামাযের তাশাহহুদ এবং সাথে সাথে বিয়ের তাশাহহুদও শিখেয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নামাযের তাশাহুদ বর্ণনা করার পর বললেন, বিয়ের তাশাহহুদ হলো ঃ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُه হইতে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পর্যন্ত।

অর্থাৎ সমুদয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তারই সাহায্য কামনা করি। তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় কৃত অনিষ্টের জন্যে একমাত্র আল্লাহর আশ্রয়েই নিজেদেরকে সমর্পণ করেছি। তিনি যাকে সৎপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। তিনি যাকে পথভ্রাষ্ট করেন তাকে কেউ সৎপথে রাখতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারই প্রেরিত পুরুষ ও বান্দা। তারপর তিনি তিনটি আয়াত পাঠ করতেন যা সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনামতে নিম্নরূপ ঃ

١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - ال عمران - ١٠٢

٢ - يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا - (النساء - ١)

٣ - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا - (احزاب - ٧ -١٧ [ترمذي])

প্রথম আয়াতের অর্থঃ "ওহে মু'মিনগণ! আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার চিন্তা করো এবং আমৃত্যু আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনে রত থাকো।"

দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ ঃ "হে লোক সকল! স্বীয় প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করো যিনি তোমাদেরকে একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া বানিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় অসংখ্য নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এমন সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার চেয়ে নিয়ে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখো। স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।"

তৃতীয় আয়াতের অর্থ এই যে, হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সদা সত্য কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহকে ঠিক করে দেবেন। তোমাদের পাপরাশিও মোচন করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই বিরাট সফলতা অর্জন করবে।

এটা বিয়ের খুতবা। বিয়ের সময় এ খুতবাই পাঠ করা হয়ে থাকে। এখানে এ খুতবা আনার উদ্দেশ্য এইকথা বলে দেয়া যে, বিয়ে শুধুমাত্র একটি আনন্দ উৎসবেরই নাম নয়। এটা এমন একটি চুক্তি যা একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি পত্রে উভয়ের পক্ষ থেকে এক পবিত্র অঙ্গীকার করা হয় যে, আমরা আজ হতে একে অপরের জীবন সাথী ও বিপদে আপদে সাহায্যকারী হয়ে গেলাম। এ চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি মানুষকে সাক্ষী রাখতে হয়।

বিয়ের খুতবায় পঠিত আয়াতসমূহ একথারই পরিষ্কার ইঙ্গিত বহণ করে। যদি এ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত কোন শর্ত স্বামী কিংবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ভঙ্গ করা হয় এবং এর কোন ন্যায় সঙ্গত মীমাংসা করা না যায়, তাহলে সে আল্লাহর গযবে পড়বে এবং জাহান্নামের আগুনে শাস্তি পাবে।

উপরের তিনটি আয়াতই মুমিনদিগকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্যে বিশেষ ভাবে তাকিদ দিয়েছে।

মোহর দেয়া ফরয ঃ

(١٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَاسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ - (بخارى - مسلم - عقبه بن عمر)

১৩৭। উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শর্তসমূহের মধ্যে ঐ শর্ত পুরণ করাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যে শর্তের মাধ্যমে তোমরা স্ত্রী সহবাসের বৈধতা অর্জন করলে।"

অল্প মোহর ঃ

(١٣٨) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ اَلاَ لاَتُغَالُوا صَدَقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَالَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوٰي عِنْدَاللّٰهِ لَكَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا

نَبِيُّ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاعَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًامِّنْ نِّسَائِهِ وَلاَ اَنْكَحَ شَيْئًا مِّنْ بَنَاتِهِ عَلٰى اَكْثَرَمِّنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً - (بخاري)

১৩৮। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "হে লোক সকল। (বিয়ের সময়) মেয়েদের জন্যে বিরাট অংকের মোহর ধার্য করোনা। কেননা অধিক হারে মোহর দেয়া যদি দুনিয়ায় সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধির কোন কারণ হতো কিংবা আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা কোন সৎকাজ বলে পরিগণিত হতো তা'হলে আল্লাহর রাসূলই হতেন তার অধিক হকদার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে ১২ উকিয়ার বেশী মোহর দিয়ে কাউকে বিয়ে করেছেন কিংবা তাঁর কোন মেয়েকে ১২ উকিয়ার বেশী মোহর নিয়ে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই।" –(বুখারী)

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মুসলমানগণকে যে বদ রিওয়াজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন, তা হলো মানুষ বংশ মর্যাদা ও কৌলিণ্যের অহমিকায় বিরাট বিরাট অংকের মোহর ধার্য করে দেয় যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসাধ্য। আজীবন এ মোহরানা স্বামীর গলায় ফাঁস হয়ে ঝুলে থাকে। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ কারণেই মুসলিম সমাজকে খান্দান ও বংশ মর্যাদার অহেতুক অহমিকা বাদ দিয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উপদেশ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবন ধারাকে নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন।

'এক উকিয়া' সাড়ে দশ তোলা রূপার সমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ নিজে কখনো এ পরিমাণ মোহরের অধিক মোহরানা ধার্য করে কোন নারীকে বিয়ে করেননি এবং নিজের কোন মেয়েকেও বিয়ে দেননি। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে এটা একটি বাস্তব উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করার সময় যে অধিক মোহর ধার্য করা হয়েছিলো তার জন্যে তিনি দায়ী নন। উম্মে হাবিবার মোহর হাবশার অধিপতি নাজ্জাসী বাদশা নিজে ধার্য করেছিলেন। তিনিই তা আদায় করে দিয়েছিলেন। আর এ বিয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে সংগঠিত হয়েছিল।

অল্প মোহরের ফযীলত ঃ

(١٣٩) عَنْ عُقْبَةَ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهُ - (نيل الاوطار)

১৩৯। উক্‌বা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "মামুলী মোহরই হ'লো সর্বোত্তম মোহর।" -(নায়লুল আওতার)

অধিক পরিমাণে মোহর ধার্য করার ফলে পারিবারিক জীবনে নানা জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন কোন স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চায় না। স্বামীও তাকে রাখতে অনিচ্ছুক। তথাপি মোহর আদায়ের প্রশ্ন দেখা দেবে বলে তালাক দিতে পারে না। কারণ মোহর যা ধার্য করা হয়েছে তা আদায়ের সামর্থ্য স্বামীর নেই। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে একত্রে বসবাস করতে হয়। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের ঘরে শান্তির পরিবর্তে চরম অশান্তি দেখা দেয়।

ওলিমায় (বৌভাতে) কাঙ্গালগণকে দাওয়াত না দেয়া অন্যায় ঃ

(١٤٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ - وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - (بخارى - مسلم)

১৪০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিকৃষ্টতম খাবার হ'লো ওই ওলিমার (বৌভাতের) খাবার যেখানে দরিদ্রগণকে বাদ দিয়ে শুধু ধনীগণকে দাওয়াত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন সে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো। -(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে বিয়ের পর ওলিমা করা (বৌভাতের অনুষ্ঠান) সুন্নাত। ওলিমার অনুষ্ঠানে যদি এলাকার গরীব কাংগাল দেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ধনী ও বিত্তশালীগণকে দাওয়াত দেয়া হয় তা'হলে এ উৎসব নিকৃষ্টতম

উৎসবে পরিণত হয়। আবার কেউ যদি সঙ্গত কারণ ছাড়া ওলিমার দা'ওয়াত গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করে তবে তা সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ বলে গণ্য করা হবে।

ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ না করা ঃ

(١٤١) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ - (مشكوة)

১৪১। ইমরান ইবনে হাছীন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাসিকের দা'ওয়াত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" -(মিশকাত)

ফাসেক হ'লো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করে বেপরোয়া ভাবে তা লংঘন করে। হালাল হারামের কোন পরোয়া করে না। এরূপ ফাসিকের বাড়ীতে দা'ওয়াত রক্ষা করতে যাওয়া নিতান্ত অনুচিত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের অসম্মান করে দ্বীনদার ব্যক্তির পক্ষে তাকে সম্মান দেয়া কি করে সম্ভব।

বন্ধুর দুশমনকে কখনো বন্ধু মনে করা যায় না। সুতরাং ফাসেক ব্যক্তি যদি কখনো দা'ওয়াত দেয় তাহ'লে কল্যাণ কামনার ভঙ্গিতে মুমিন সূলভ আচরণের মাধ্যমে সে দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

মানুষের পারস্পরিক অধিকার

পিতা-মাতার অধিকার

মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ঃ

(١٤٢) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ اَبَاكَ اَدْنَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ - (بخارى - مسلم - ابو هريرة)

১৪২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। একদা কোন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস কররেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার পাবার অধিকারী কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে বললো এরপর কে? তিনি বললেন- 'তোমার মা'। সে আবার বললো এরপর কে? তিনি বললেন 'তোমার মা'। সে আবার বললো, এরপর কে? তিনি বললেন 'তোমার বাবা।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি দু'বার মায়ের কথা বলে তৃতীয়বার বলেছেন তোমার বাবা। এরপর ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটবর্তী লোকজন।' -(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, সন্তানের নিকট বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদাই বেশী। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যেও একথা বুঝা যায়। সুরায়ে লুকমানে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'আমি মানব জাতিকে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছি।" এ নির্দেশ প্রদানের পরক্ষণেই আল্লাহতায়ালা বলেছেন, এ নির্দেশ প্রদানের পরক্ষণেই আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "তার মা তাকে দীর্ঘ নয়টি মাস কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে ধারণ করেছে। তারপরে আরো দু'টি বৎসর বুকের রক্ত পানি করা পরিশ্রম করে তাকে লালন-পালন করেছে।" এ কারণেই আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, সম্মান ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে যদিও পিতার অধিকার বেশী কিন্তু সেবা যত্ন পাওয়ার দিক দিয়ে মায়ের দাবীই অগ্রগণ্য।

মাতা-পিতার খিদমতের পুরস্কার জান্নাত ঃ

(١٤٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَغِمَ اَنْفُهُ ، رَغِمَ اَنْفُهُ، رَغِمَ اَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَ هُمَا اَوْكِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ - (مسلم)

১৪৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন। "তার নাক ধুলিমলিন হোক, তার নাক ধুলিমলিন হোক, তার নাক ধুলিমলিন হোক (অর্থাৎ লাঞ্ছিত হোক)।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে ব্যক্তি কে? অর্থাৎ কার সম্বন্ধে আপনি এ কথা বলছেন? উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কোন একজনকে কিংবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করেনি"। -(মুসলিম)

পিতা-মাতার অবাধ্যতা হারাম ঃ

(١٤٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَّهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

১৪৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্যে পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার, কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন এবং লোভ ও কৃপণতা করাকে হারাম করে দিয়েছেন। নিরর্থক কথাবার্তা বলা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন।"

অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অর্থ হলো অনর্থক বাজে ও বেহুদা বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা। মানুষ যে কথা জানে না এবং যা মানুষের জন্যে জানা দরকার সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তা অতিরিক্ত প্রশ্ন বলে গণ্য করা হবে না। বরং আসল কথা হলো বণি ইসরাইলগণ গাভী জবাই করা সম্পর্কে মুসা আলাইহিস সালামকে যে ধরনের বাজে, অবান্তর ও খুঁটি-নাটি প্রশ্ন করেছিলো সে ধরনের প্রশ্ন না করা। বর্তমান যুগেও দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত লোকেরাই দ্বীনের ব্যাপারে নানারূপ বাজে ও অবান্তর প্রশ্ন করে থাকে, যারা ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত নয়।

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক কি?

(١٤٥) عَنْ اَبِيْ اُسَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ ، بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَقِيَ مِنْ اَبَوَيَّ شَيْءٌ اَبَرُّ هُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَاِنْفَذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَاتُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا ، وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا – (ابو داؤد)

১৪৫। আবু উসাইদ আস্-সাঈদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ অবস্থায় বনু সালমা গোত্রের একজন লোক তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন। "হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে আমার উপর তাদের এমন কোন হক বাকি থাকে কি যা আমার পক্ষে আদায় করা দরকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "হাঁ, তাদের জন্যে দোয়া করা। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা। তাঁদের বৈধ ওসিয়তগুলো পূরণ করা। জীবিত থাকাকালে যাঁদের সঙ্গে পিতা-মাতার বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা ছিলো তাদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা। পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবগণকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা।" –(আবু দাউদ)

দুধ মায়ের সম্মান

(١٤٦) عَنْ اَبِيْ الطُّفَيْلِ قَالَ ، رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَارِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ مَنْ هِيَ قَالُوْا هِيَ اُمُّهُ الَّتِيْ اَرْضَعَتْهُ – (ابو داؤد)

১৪৬। আবু তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জারানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা স্ত্রীলোক এসে তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ইনি কে?

লোকেরা বললো, "ইনি তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন।" -(আবু দাউদ)

মুশরিক পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা ঃ

(١٤٧) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ (رضــــ) قَالَتْ ، قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّيَ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا - (بخارى - مسلم)

১৪৭। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি (হুদাইবিয়ার সন্ধি) স্থাপিত হবার পর আমার মুশরিক মা (দুধ মা) আমার নিকট আসলেন। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম; হে আল্লাহর রাসূল! আমার (মুশরিক, দুধ মা) মা এসেছেন এবং তিনি আমার নিকট কিছু চান। আমি কি তাকে কিছু দিতে পারি? তিনি বললেন "হাঁ, তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো।" -(বুখারী মুসলিম)

প্রকৃত সদাচার ঃ

(١٤٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ ، وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا - (بخارى)

১৪৮। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজণের সদাচারের কারণে তাদের সঙ্গে সদাচার করে তাকে প্রকৃত সদাচারী বলা যায় না। বরং প্রকৃত সদাচারী হলো সেই ব্যক্তি যার আত্মীয়স্বজনগণ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করে।" -(বুখারী)

হাদীসের তাৎপর্য হলো, আত্মীয়-স্বজণের সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাকে পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহার বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহারকারী ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হলো ঐ ব্যক্তি যার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনগণ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অথচ তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা

করতে সদা সচেষ্ট। যে সকল আত্মীয়-স্বজন তার অধিকার হরণ করেছে তিনি সে সব আত্মীয়গণের হক রক্ষার ব্যাপারে সদাব্যস্ত। এটা মানব মনের এমন এক উচ্চ অবস্থা যা পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া ব্যতীত অর্জন করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

অপকারের পরিবর্তে উপকার ঃ

(١٤٩) اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِنَّ لِيْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنَنِيْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَيَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذَالِكَ – (مسلم)

১৪৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন আছে যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রক্ষা করে চলি। তারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের সঙ্গে আমি উত্তম ব্যবহার করি তারা আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে। আমি তাদের সঙ্গে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ ব্যবহার করি। তারা আমার সঙ্গে মুর্খতা ও হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যদি তুমি তোমার কথা অনুযায়ী সঠিক হয়ে থাকো তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে কালিমা লেপন করছো। যতদিন পর্যন্ত তুমি এরূপ আচরণ করতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে তাদের মুকাবিলায় সর্বদা সাহায্য করতে থাকবেন।" -(মুসলিম)

স্ত্রীগণের অধিকার

স্ত্রীর সাথে ব্যবহার ঃ

(١٥٠) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رضــــ) اَلْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِيْ الْبَيْتِ - (ابو داؤد)

১৫০। হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার পিতা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুয়াবিয়া) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে?" তিনি বললেন, "তার অধিকার হলো, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন (যে মানের) কাপড় চোপড় পরবে তাকেও (সে মানের) কাপড় চোপড় পরাবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবে না এবং গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না।"

অর্থাৎ তোমরা যে মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করবে, তাদেরকেও সে মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করাবে। যে মানের খাবার তোমরা গ্রহণ করবে তাদেরকেও একই মানের খাবারের ব্যবস্থা করে দেবে।

সর্বশেষ বাক্যের অর্থ হলো, যদি স্ত্রীদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতা ও দূরাচরণ প্রকাশ পায় তাহলে কুরআনের হিদায়াত অনুযায়ী প্রথমে তাদেরকে ভদ্রভাবে বুঝাতে হবে। যদি এতে কাজ না হয় তবে রাতে পৃথক বিছানায় শোবে। কিন্তু এসব কথা বাইরে কারো নিকট প্রকাশ করা যাবে না। কারণ এসব কথা বাইরে প্রকাশ করা ভদ্রতা ও মর্যাদা হানিকর। এরপরও যদি স্ত্রীর আচরণ সংশোধিত না হয়, তবে তাকে মারধোর করা যেতে পারে। কিন্তু মারধোর করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মুখমন্ডলে আঘাত না লাগে। হাড় ভেঙ্গে না যায় এবং কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয়।

কটুভাষিণী স্ত্রীর সাহিত্য ব্যবহার ঃ

(١٥١) عَنْ لَقِيْطِبْنِ صَبْرَةَ (رضـــ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ امْرَاَةٌ فِي لِسَانِهَا شَيْئٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا قُلْتُ اِنَّ لِيْ مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا ، فَاِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلاَ تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ اُمَيَّتِكَ – (ابو داؤد)

১৫১। লাকীত ইবনে সাবেরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী কটুভাষিণী। তিনি বললেন, "তাকে তালাক দিয়ে দাও।" আমি বললাম, আমি তার সঙ্গে বহু দিন যাবত বসবাস করে আসছি। তার গর্ভে আমার সন্তানও রয়েছে।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাকে উপদেশ দিতে থাকো। যদি তার মধ্যে ভালো হবার যোগ্যতা থাকে তাহলে সে তোমার কথা মানবে। সাবধান! দাসী-বাঁদীদিগকে যেভাবে মারধোর করা হয় সেভাবে স্ত্রীকে কখনো মারধোর করো না।" -(আবু দাউদ)

হাদীসের শেষাংশের উদ্দেশ্য এ নয় যে, চাকর, চাকরাণী ও দাসী বাদীগণকে যথেষ্ট মারধোর করা যাবে। বরং উদ্দেশ্য হলো সাধারণতঃ যেরূপ নির্দয় ও যথেচ্ছাভাবে দাসী-বাদীগণকে মারধোর করা হয় সেভাবে স্ত্রীগণকে মারধোর করা যাবে না। অর্থাৎ বাঁদী ও দাসীগণের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঐরূপ ব্যবহার স্ত্রীদের সহিত করা অনুচিত।

স্ত্রীকে প্রহার করা ভাল নয় ঃ

(١٥٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ (رضــ) اِلَي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى اَزْوَاجِهِنَّ ، فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌكَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَقَدْ طَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ

اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُوْلٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ - (ابو راؤد)

১৫২। আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর দাসীগণকে (তোমাদের স্ত্রীগণকে) মারধোর করো না। অতঃপর একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন। আপনার নির্দেশানুযায়ী স্বামীগণ তাদের স্ত্রীগণকে মারধোর করা বন্ধ করে দেয়ার ফলে তারা এখন স্বামীদের মাথায় চড়ে বসেছে এবং বেয়াড়া হয়ে গেছে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট বহু মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধোর করার অভিযোগ পেশ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। আমার স্ত্রীদের নিকট বহু মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছে। তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী মারা স্বভাবের লোক তারা ভাল মানুষ নও।

−(আবু দাউদ)

স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা ঃ

(١٥٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ - (مسلم)

১৫৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "কোন মুমিন স্বামী তার মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারেনা। যদি তার কোন একটি অভ্যাস পছন্দ নাও লাগে তাহ'লে তার অন্য কোন স্বভাব তাকে খুশিও করতে পারে।"

অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয়। কিংবা তার মধ্যে অন্য কোন দোষ-ক্রটি পরিলক্ষিত হয় তাহ'লে তখনি সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। কেননা সাধারণতঃ দেখা যায় যে মেয়েদের মধ্যে যদি কোন দিক দিয়ে কোন দোষ থাকে। তাহ'লে তার মধ্যে অন্যান্য দিক দিয়ে এমন গুণও থাকে, যা দিয়ে সে সহজেই স্বামীর মন জয় করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তাকে সে গুণের বিকাশ সাধনের সুযোগ দিতে হবে। কোন একটি বিশেষ ক্রটির জন্যে তার বিরুদ্ধে অন্তরে সারা জীবনের জন্যে ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করা যাবেনা।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য ঃ

(١٥٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَاصِ الْـــجُشَمِيِّ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَرَوَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ، اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالـــنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَاهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاَهْجُرُوْا هُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً، اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَـــائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّيُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ ، لاَ يَاْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُـــوْنَ اَلاَوَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ - (ترمذى)

১৫৪। আমর ইবনে আহওয়াস জুসামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন প্রথমে আল্লাহর গুণকীর্তন ও কিছু ওয়ায নসীহত করার পর বলতে শুনেছি। "হে লোক সকল! স্ত্রীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মতো। তাদের সঙ্গে একমাত্র তখনই কঠোর ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন তারা প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যদি তারা ঐরূপ আচরণ করে তাহলে তাদের থেকে রাতের বেলা বিছানা পৃথক করে নাও এবং এভাবে প্রহার করো যাতে কোন যখম সৃষ্টি না হয়। এ অবস্থায় তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের কষ্ট দেয়ার জন্যে অন্য পন্থা অবলম্বন করোনা। মনে রেখো, স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার আছে। আবার তোমাদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার আছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো তোমাদের শয্যা এমন কাউকে দিয়ে দলিত-মথিত না করা যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো। এমন লোককে ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়া যাকে তোমরা পছন্দ করো না। শুনো, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো উত্তম রূপে তাদেরকে খোরপোষ দেয়া। -(তিরমিযী)

স্ত্রীর জন্য যা খরচ হয় তা সাদকা ঃ

(١٥٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِه يَحْتَسِبُهَا فَهُوَلَهُ صَدَقَةٌ - (متفق عليه)

১৫৫। আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 'আখিরাতে ছওয়াব পাওয়ার আশায় মানুষ পরিবার পরিজনের জন্যে যা খরচ করে, সবই তার পক্ষে সাদকা হয়ে যায়।" -বুখারী, মুসলিম)

(١٥٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضِيْعَ مَنْ يَقُوْتُ - (ابو داؤد - عبد الله بن عمرو)

১৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "মানুষকে পাপী বানাবার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে ঐ লোকগুলোকে নষ্ট করে দেবে যাদেরকে সে খাওয়াচ্ছে।" -(আবু দাউদ)

স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচারের নির্দেশ ঃ

(١٥٧) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ - (ترمذي)

১৫৭। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যদি কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে সে ন্যায় বিচার না করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে অর্ধদেহ হয়ে উঠবে।" -(তিরমিযী)

সে কিয়ামতের দিন অর্ধদেহ নিয়ে উঠার কারণ হলো, দুনিয়াতে সে স্ত্রীর হক আদায় করেনি। সে তারই দেহের অংশ বিশেষ ছিলো। তার সঙ্গে ন্যায় বিচার না করে সে দেহের অর্ধাংশ কেটে ফেলার সমতুল্য অপরাধ করে এসেছে। সুতরাং এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিয়ামতের দিন সে অর্ধদেহ বিশিষ্ট হয়ে উঠবে।

স্বামীর অধিকার

কোন ধরনের স্ত্রী জান্নাতবাসী হবে ঃ

(١٥٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ - (مشكوة انس)

১৫৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লো। রমযানে রোযা রাখলো। লজ্জাস্থানের হিফাযত করলো। স্বামীর আনুগত্য করলো, সে ইচ্ছা মতো জান্নাতে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।" –(মিশকাত)

উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য ঃ

(١٥٩) قِيْلَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَلاَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ - (نسائ - ابو هريرة)

১৫৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন ধরনের স্ত্রীলোক উত্তম?" রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বামী খুশী হয়। যে স্বামীর আদেশ পালন করে। যে নিজের জান ও মালের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় আচরণ না করে।" –(নাসায়ী)

নিজের মাল বলতে ঐ ধন-সম্পাদকে বুঝানো হয়েছে যা স্বামী স্ত্রীকে গৃহের কর্ত্রী হিসেবে সংসার চালনা করার জন্য প্রদান করেছে।

নফল ইবাদাতের জন্যে স্বামীর অনুমতি ঃ

(١٦٠) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ زَوْجِيْ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِلِ (رضـ) يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّي الْفَجْرَ

حَتّٰي تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَه قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ ، فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَمَّا قَوْلُهَا "يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ" فَاِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ " قَالَ وَاَمَّا قَوْلُهَا " يُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ" - فَاِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُوْمُ وَاَنَارَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ اَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَصُوْمُ اِمْرَاَةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا وَاَمَّا قَوْلُهَا" اِنِّي لاَ اُصَلِّي حَتّٰى تَطْلُعُ الشَّمْسُ " فَاِنَّا اَهْلُ بَيْت قَدْعُرِفَ لَنَاذَلِكَ لاَنَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰي تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَاِذَاسْتَيْقَظْتَ يَاصَفْوَانُ فَصَلِّ - (ابو داؤد)

১৬০। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদা একজন মহিলা আসলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (অভিযোগ করে) বললো "আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল নামায পড়লে আমাকে মারে। রোযা রাখলে ভেঙ্গে ফেলতে বলে। সূর্য উদয় হলে ফজরের নামায পড়ে।" আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন। সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাফওয়ান বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! নামায পড়লে মারধর করি। কারণ "সে প্রত্যেক রাকাআতে দু'টি করে সূরা পড়ে এবং আমি তাকে এভাবে পড়তে বারণ করি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একটি সূরাই যথেষ্ট।" সাফওয়ান আবার বললেন, "রোযা ভেঙ্গে ফেলতে বলার কারণ হলো সে একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রাখতে থাকে। এই দিকে আমি যুবক মানুষ, ধৈর্য রাখতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখতে পারে না।

অতঃপর সাফওয়ান বললেন। "সূর্য উদয় হলে ফজরের নামায পড়ার কারণ। আমরা ওই গোত্রের লোক যাদের সম্পর্কে সবাই জানে যে, আমরা সূর্য উদয়ের পূর্বে ঘুম হতে জাগতে পারি না।" এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে সাফওয়ান! যখনই ঘুম থেকে জাগো নামায পড়ে নিও।" -(আবু দাউদ)

এ হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে ঃ

১। ফরয নামায থেকে স্ত্রীদের বিরত থাকতে বাধ্য করা স্বামীর অধিকার নাই। কিন্তু নামায পড়ার বেলায় স্ত্রীগণেরও স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজের সময় দ্বীনদারীর অতি উৎসাহে লম্বা লম্বা সূরা পড়া পরিহার করতে হবে।

২। নফল নামায পড়ার সময় স্বামীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল নামায পড়া ও রোযা রাখা যাবে না।

৩। সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল একজন শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। তিনি রাতে অন্যের জমিতে পানি সেচের কাজ করতেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা রাতের অধিকাংশ সময় এ ধরনের কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে তারা ফজরের নামায পড়ার জন্যে সঠিক সময়ে জাগতে পারে না। সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এটা কল্পনাও করা যায় না যে তিনি ফজরের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এটা হয়তো কদাচিত ঘটে যেতো। অধিক রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে শোবার পর কেউ ঘুম থেকে জাগিয়ে না তোলার কারণে ফজরের নামায কাজা হয়ে যেতো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ঘুম থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়ে ফেলার কথা বলেছেন। যদি তিনি এটা মনে করতেন যে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইচ্ছে করেই নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। তাহলে তিনি অবশ্যই ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হতেন।

স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ঃ

(١٦١) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةِ (رضـــــــ) قَالَتْ مَرَّبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَافِيْ جَوَارٍ اَتْرَابٍ لِيْ - فَسَلَّمَ عَلَيْنَا

وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِيْنَ قَالَ وَلَعَلَّ اِحْدَ اكُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَاتُهَا مِنْ اَبَوَيْهَا، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللّٰهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - (الادب المفرد)

১৬১। আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা আমি আমার কয়েকজন সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে বসে ছিলাম। এ অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় সালাম দিয়ে বললেন, "তোমরা সদাচারী স্বামীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থেকো।" এরপর তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ বহুদিন পর্যন্ত কুমারী অবস্থায় মা বাবার বাড়ীতে বসবাস করার পর আল্লাহ তাদের স্বামী দান করেন। তার সন্তানাদি হয়। কোন কারণে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে স্বামীকে বলে বসে "তোমার নিকট এসে আমি জীবনে শান্তি পেলাম না এবং কখনো আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে না।" -(আদাবুল মুফরাদ)

এ হাদীসে মেয়েদেরকে স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রবণতা আমাদের নারী সমাজে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই নারী জাতিকে এ দোষ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মু'মিনা স্ত্রী স্বামীর সর্বোত্তম সম্পদ ঃ

(١٦٢) عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ،"وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ"- (التوبة - ٦٤)

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْعَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى دِيْنِهٖ - (ترمذى)

১৬২। সাওবান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এই আয়াত وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ الخ নাযিল হয়। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে

ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বললো, সোনা-রূপা জমা করার বিষয়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (মনে হচ্ছে সোনা-রূপা জমা করা উত্তম নয়)। আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম তাহলে ঐ সম্পদই আমরা সংগ্রহ করতাম। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সর্বোত্তম সম্পদ হলো আল্লাহকে স্মরণকারী জিহবা। কৃতজ্ঞ অন্তর ও মু'মিনা স্ত্রী। যে আল্লাহর পথে স্বামীকে সাহায্য করে।" -(তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে আল্লাহর যিকির জিহবা দ্বারাই করতে হবে এবং ঐ যিকিরই কাম্য, যে যিকির কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আবেগের সঙ্গে করা হয়। কোন মানুষের জন্যে ঐ স্ত্রীই আল্লাহর বড় নিয়ামত যে স্ত্রী দ্বীনদার। স্বামীর অভাব অনটনের সময় তাকে ত্যাগ না করে পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে থাকে। আল্লাহর পথে চলার বেলায় স্বামীর জন্য দুর্জয় বাধা না হয়ে সাহায্যকারী পরম বন্ধুরূপে কাজ করে।

নারী গৃহের কর্ত্রী ঃ

(١٦٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِبَيْتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَالْخَادِمُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ -

১৬৩। বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যার যার অধীনস্থ লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ সে তার পরিবার-পরিজনের কর্তা। একজন স্ত্রী লোক সেও তার স্বামীর বাড়ীঘর, পরিবাহর-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির কর্ত্রী। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই কর্তা এবং তোমাদের প্রত্যেককেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, "চাকর তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক।"

নারীদিগকে তার স্বামীর বাড়ীঘর ও সন্তান-সন্ততির রক্ষক বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামী শুধু স্ত্রীর খোরপোষেরই জিম্মাদার নয় বরং সে স্ত্রীর দ্বীন এবং আখলাকেরও জিম্মাদার। অপর পক্ষে স্ত্রীর উপর রয়েছে

দ্বিগুণ দায়িত্ব। একদিকে তাকে স্বামীর বাড়ীঘর ও ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। অপরদিকে ছেলেমেয়েদের লালনপালনের গুরুদায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। কেননা রুজী -রোজগারের অন্বেষায় স্বামী যখন বাইরে থাকে, সন্তান সন্ততি তখন বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই ঘনিষ্টভাবে মিশে থাকে। এ কারণে সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব মাকেই বহন করতে হয়।

সন্তান-সন্ততির অধিকার

সন্তানের প্রশিক্ষণ ঃ

(١٦٤) إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نُحَلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ - (جامع الاصول ، مشكوة سعيد بن العاص)

১৬৪। সাইদ ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 'পিতা তার সন্তানকে যা কিছু দান করেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম দান হলো সুশিক্ষা ও উত্তম প্রশিক্ষণ।"

-(জামিউল উসুল, মিশকাত)

নামাজের জন্য অভ্যস্ত করা ঃ

(١٦٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ -

১৬৫। বর্ণিত হইয়াছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে সাত বছর বয়স হলে নামাযের জন্যে আদেশ করো। নামায না পড়লে দশ বছর বয়সের সময় প্রহার করো। এ বয়সে পৌছলেই তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।"

হাদীসের মর্মার্থ এই যে, সন্তান যখন সাত বৎসর বয়সে পৌছবে তখনই তাকে নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে নামায পড়তে বলতে হবে। দশ বৎসর বয়স হয়ে গেলেও যদি নামায না পড়ে তবে শাসন করার জন্যে তাদেরকে প্রহার করবে। তাদের নিকট এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, "তোমরা নামায না পড়লে আমরা অসন্তুষ্ট হবো।" দশ বৎসর বয়স হয়ে গেলেই সন্তানদিগকে এক বিছানায় না শুইয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিছানার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

সুসন্তান সাদকায়ে জারিয়া ঃ

(١٦٦) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ – (مسلم ابو هريرة)

১৬৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মানুষের মৃত্যুর পর তার তিন রকমের আমল ব্যতীত সব রকমের আমলই বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমতঃ সাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়তঃ জনহিতকর শিক্ষা। তৃতীয়তঃ এমন সুসন্তান যে তার জন্যে দোয়া করতে থাকে। –(মুসলিম)

'সাদকায়ে জারিয়ার' অর্থ এমন ধরনের জনহিতকর কাজ যার সুফল বহু দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। যেমন পুকুর কাটা। কুপ খনন করা। মুসাফিরদের জন্যে সরাইখানা তৈরী করা। রাস্তার পাশে ছায়াদানকারী বৃক্ষরোপণ করা। মক্তব ও মাদ্রাসার ব্যবস্থা করা কিংবা কোন কিতাব ওয়াকফ করে যাওযা ইত্যাদি কাজ সাদকায়ে জারিয়ার অন্তর্গত। যতদিন মানুষ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে উপকার পেতে থাকবে ততদিন সে ছওয়াব পেতে থাকবে।

জনহিতকর শিক্ষার অর্থ হলো, মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে সুশিক্ষা দিয়ে যায় কিংবা কোন ধর্মীয় কিতাব লিখে রেখে যায় তাহলে তার ছওয়াবও সে পেতে থাকবে।

তৃতীয় যে কাজটির জন্যে সে ছওয়াব পেতে থাকবে তা হলো তার সন্তান। যাকে সে প্রথম থেকেই সুশিক্ষা প্রদান করেছে। তার চেষ্টা ও তদবীরের ফলেই সে খোদাভীরু ও দীনদার হতে পেরেছে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ সন্তান দুনিয়ায় জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার কৃত সৎকাজের ছওয়াব সেও পেতে থাকবে। অধিকন্তু সে সুসন্তান হওয়ার কারণে স্বীয় পিতার মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়াও করতে থাকবে।

কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষা দানের সুফল ঃ

(١٦٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضــ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰوَي يَتِيْمًا اِلٰي طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَوْ جَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَّعْمَلَ

ذَنْبًالاَ يُغْفَرُ وَمَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ اَوْمِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰي يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْاثْنَتَيْنِ؟ قَالَ اَوِ اثْنَتَيْنِ حَتّٰي لَوْقَالُوْا اَوْوَاحِدَةٍ فَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ اَذْهَبَ اللّٰهُ كَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ ؟ قَالَ عَيْنَاهُ - (مشكوة - ابن عباس)

১৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে আশ্রয় দেয়। নিজের সঙ্গে খানাপিনায় শরীক করে। আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত সুনিশ্চিতভাবে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। অবশ্য সে যদি এমন কোন পাপ না করে যা ক্ষমার অযোগ্য।

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা অনুরূপ তিনটি বোনকে লালন পালন করেছে। শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত এদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তার জন্যেও জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছেন। অতঃপর একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো। হে আল্লাহর রাসূল! দু'জনের সঙ্গে যদি এরূপ করা হয়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'জন হলেও। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, লোকেরা যদি একজনের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি অবশ্যই বলতেন "একজন হলেও।" আর যে ব্যক্তির নিকট থেকে আল্লাহ দু'টি উত্তম জিনিস নিয়ে গেছেন তার জন্যেও জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো দু'টো উত্তম জিনিস কি? তিনি বললেন, তার দু'টো চোখ। -(মিশকাত)

এ হাদীসে প্রকারান্তরে একটি কথা বলা হয়েছে। যদি কোন লোকের ছেলে না হয়ে শুধু মেয়েই হতে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে পরিপূর্ণ স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করা উচিত। তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ দানে সুশিক্ষিতা করে উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে স্নেহ ও মমত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের সঙ্গে এরূপ

ব্যবহার করবে আল্লাহর রাসূল তার জন্যে জান্নাতের সুখবর দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কোন ভাই যদি তার ছোট ছোট বোনদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে আদরযত্ন সহকারে লালন-পালন করে। সুপাত্রে বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকে। তাহলে তার জন্যেও আল্লাহর রাসূল জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন।

কন্যা সন্তানকে মর্যাদা ও দানের সুফল ঃ

(١٦٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثٰي فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ – (ابو داؤد، ابن عباس)

১৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যদি কোন ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মে এবং সে তাকে অন্ধকার যুগের রীতি অনুযায়ী জীবিত দাফন না করে। তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে। কোন পুত্র সন্তানকে তার উপর বেশী গুরুত্ব ও মর্যাদা না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন।" –(আবু দাউদ)

কন্যা সন্তান দোযখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় ঃ

(١٦٩) عَنْ عَائِشَةَ (رضــــــــــ) قَالَتْ جَاءَ تْنِيْ اِمْرَاةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْعِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّا هَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْــــنَتَيْهَا وَلَـــمْ تَنْكُلْ منـــهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ، مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰــذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُــنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ – (بخاري – مسلم)

১৬৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা তার দুটো কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট এলো এবং তাদের জন্যে কিছু সাহায্য চাইলো। সে সময় একটি খেজুর ব্যতীত আমার ঘরে আর কিছুই পেলাম না। অতঃপর সে খেজুরটিই আমি তাকে দিয়ে দিলাম।

মহিলা খেজুরটিকে দু'ভাগ করে মেয়ে দুটোকে দিয়ে দিলো। নিজে তার একটুও খেলো না। এরপর সে উঠে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে উক্ত ঘটনা খুলে বললাম। রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তারা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে।

-(বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পুত্র সন্তান না দিয়ে শুধু কন্যা সন্তানই দিতে থাকেন এটাকেও আল্লাহর নিয়ামত বলে মনে করতে হবে। কেননা আল্লাহ দেখতে চান, পিতা মাতা এ কন্যা সন্তানের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন। এরা রোজগার করে তাকে খাওয়াবে না। তাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবেও না। এ অবস্থায় এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হলে কিয়ামতের দিন তারা পিতামাতার জন্যে দোযখ থেকে নাজাতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার ঃ

(١٧٠) عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) اَنَّ اَبَاهُ اَتَي بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، اِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِيْ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَقَالَ رسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ لاَ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهِ وَاعْدِلُوْا فِيْ اَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ اَبِيْ فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِيْ اِذًا فَاِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا اِلَيْكَ فِيْ الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ بَلٰي قَالَ فَلاَ اِذًا -

(بخاري مسلم)

১৭০। নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। একদিন আমার পিতা (বশীর) আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন। "হে আল্লাহর রাসূল। আমার একটি গোলাম আছে সেটি আমার এ ছেলেকে দান করলাম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন। "তুমি কি তোমার অন্য সব ছেলেকেই এরূপ দান করেছো?" তিনি বললেন, 'না'। তখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ গোলাম তুমি ফিরিয়ে নাও।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তুমি কি তোমার অন্য সব ছেলেদের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার করেছো?" তিনি বললেন, "না"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো। ছেলেদের মধ্যে ভেদাভেদ না করে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করো।" (এ কথা শুনে) আমার পিতা বাড়ীতে ফিরে গোলামটি আমার নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নিলেন। অপর একটি বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখোনা। আমি কোন অন্যায় কাজে সাক্ষী হবোনা।" অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার সব ছেলেই তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক এটা কি তুমি চাও? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ চাই'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।" –(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো। নিজের সন্তানদের মধ্যে সমান ব্যবহার না করা অন্যায় ও জুলুম। যদি ছেলেদের মধ্যে সমান ব্যবহার করা না হয় তাহলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। বঞ্চিত সন্তানদের মনে পিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।

সন্তানদের জন্যে খরচ করা সওয়াবের কাজ ঃ

(١٧١) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضــ) قَالَتْ قُلْتَ ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اَجْرٌ لِّيْ فِيْ بَنِيْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰــكَذَا وَهٰكَذَا ؟ اِنَّمَا هُمْ بَنِيٌّ ، فَقَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُمَا اَنْفَقْــتِ عَلَيْهِمْ – (بخاري – مسلم)

১৭১। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। "হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালমার সন্তানদের জন্যে খরচ করলে আমার সওয়াব হবে কি? আমি তো তাদেরকে কাংগালের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে ছেড়ে দিতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হ্যাঁ তাদের জন্যে তুমি যা খরচ করবে তার জন্যে তুমি সওয়াব পাবে।" -(বুখারী)

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রথম স্বামীর নাম আবু সালমা। আবু সালমার মৃত্যুর পর উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছিলেন। এ কারণেই তিনি আবু সালমার ঔরসজাত ছেলে-মেয়েদের জন্যে খরচ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসা করেছিলেন।"

নিরূপায় কন্যার ভরণ-পোষণ করা সর্বোত্তম সাদকা ঃ

(١٧٢) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتِكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ –

(ابن ماجه – سراقه بن مالك)

১৭২। সুরাকা ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম সাদকার কথা বলবো না? সে হলো তোমার কন্যা। নিরূপায় হয়ে স্বামীর বাড়ী থেকে যে তোমার নিকট ফিরে এসেছে। তুমি ব্যতীত তাকে রোজগার করে খাওয়ানোর মতো আর কেউ নেই।" –(ইবনে মাজা)

অর্থাৎ এমন কন্যা কুৎসিত কিংবা অন্য কোন দৈহিক ত্রুটির কারণে যার বিয়ে হয়নি। অথবা বিয়ে হবার পর স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। কিংবা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে। এরূপ অসহায় মেয়ের জন্যে বাবা যা খরচ করবেন সবই সর্বোত্তম সাদকা বলে গণ্য করা হবে।

ইয়াতীম ছেলে-মেয়ের প্রতিপালনের জন্যে ঃ

দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত থাকা

(١٧٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْمَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَي الْوُسْطٰي وَالسَّبَابَةِ اِمْرَاَةٌ اٰمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مُنْصَبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰي يَتَامَاهَا حَتّٰي بَاتُوْا اَوْمَاتُوْا –

(ابو داؤد – عوف بن مالك)

১৭৩। আউফ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমি এবং বিবর্ণা চেহারার ঐ মহিলা কিয়ামাতের দিন এ দুটো অংগুলির ন্যায় (পাশাপাশি) অবস্থান করবো। (ইয়াযীদ ইবনে যুরাই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এ হাদীস বর্ণনাকালে মধ্যমা ও শাহাদাত আংগুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন)। যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী যুবতীর স্বামী মারা গিয়াছে এবং সে স্বামীর ঔরসজাত ইয়াতীম সন্তানাদির প্রতি তাকিয়ে তাদের পৃথক হওয়া কিংবা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত রয়েছে। –(আবু দাউদ)

এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, যদি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী যুবতী নারী বিধবা হয়ে যায় এবং তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি থাকে। এ অবস্থায় সে যদি এই ইয়াতীম বাচ্চাদের প্রতিপালনের জন্যে অন্য স্বামী গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং মান-সম্মান বজায় রেখে নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করবে।

ইয়াতীমের অধিকার

ইয়াতীমের প্রতিপালন ঃ

(١٧٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِيْ الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - (بخاري - سهل بن سعد)

১৭৪। সাহল ইবনে সাদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "আমি এবং ইযাতীম ও অন্যান্য কাংগালদের প্রতিপালনকারী বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করবো। এ কথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং ইশারা করার সময় দু'আঙ্গুলের মাঝে একটু ফাঁক রাখলেন।" -(বুখারী)

অর্থাৎ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি স্থানে বসবাস করবে। শুধু ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীরাই এ মর্যাদা পাবে না বরং এমন প্রত্যেক লোকই এ মর্যাদা পাবে যারা কাংগাল ও আশ্রয়হীনদের লালন-পালনে অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে।

সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম পরিবার ঃ

(١٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِيْ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِيْ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ - (ابن ماجه)

১৭৫। আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "মুসলিম পরিবারের মধ্যে ঐ পরিবারই সর্বোত্তম যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে মুসলিম সমাজে সেই পরিবারই নিকৃষ্টতম পরিবার, যে পরিবার একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়।" -(ইবনে মাজা)।

ইয়াতীম প্রতিপালনের চারিত্রিক উপকারিতা ঃ

(١٧٦) اِنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهٖ قَالَ، اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ - (مشكوة - ابو هريرة)

১৭৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। একজন লোক রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, "ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও। আর গরীব মিসকীনকে খাবার দাও।" -(মিশকাত)

এ হাদীস হতে জানা গেলো, যদি কোন মানুষ অন্তরের কঠোরতা ও নির্দয়তা দূর করতে চায়, তাহলে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে স্নেহ ও মমতার কাজ শুরু করতে হবে। যদি সে অভাবী ও ইয়াতীম অসহায় লোকদের প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করে তাহলে ধীরে ধীরে নির্মমতা ও কঠোরতা দূর হয়ে হৃদয়ে কোমলতা ও দয়ামায়া জন্ম নিবে।

দুর্বলের অধিকার ঃ

(١٧٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ - (نسائي، خويلد بن عمرو)

১৭৭। খুয়াইলাদ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "হে আল্লাহ! আমি দু'রকমের দুর্বল লোকের অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি। তাদের একজন ইয়াতীম ও অপরজন নারী।" -(নাসায়ী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা বলার ভঙ্গী অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী। এ ভঙ্গীতেই তিনি জনসাধারণকে ইয়াতীম ও নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণের জন্যে উপদেশ দান করেছেন। ইসলাম পূর্ব যুগে আরব বিশ্বে এ দু'শ্রেণীর মানুষের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্যাতন ও নিপীড়ন হতো। অনাথ ও ইয়াতীমদের অধিকার হরণ করে সর্বত্রই তাদের উপর চালানো হতো নির্দয়

অত্যাচার। এভাবে নারী জাতিরও সে সমাজে কোনমান-মর্যাদা ছিলো না। তার সবাই নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতো।

ইয়াতীমের সম্পত্তিতে অভিভাবকের হক ঃ

(١٧٨) اِنَّ رَجُلاً اَتـَي النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْئٌ وَلِي يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلاَمُبَادِرٍ وَّلاَ مُتَأَثِّلٍ – (ابو داود)

১৭৮। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোক। আমার কোন সহায়-সম্পদ নেই। আমার অধীনে একজন (সম্পদশালী) ইয়াতীম আছে। (আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু পেতে পারি?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল অপব্যয়, তাড়াহুড়া ও আত্মসাতের চিন্তা না করলে নিজের জন্য খরচ করতে পারো। –(আবু দাউদ)

যদি কোন ইয়াতীমের অভিভাবক সম্পদশালী হয় তাহলে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে নিজের খরচের জন্যে কিছুই নিতে পারবে না। অভিভাবক যদি দরিদ্র ও অভাবী হয় আর ইয়াতীম যদি সম্পদশালী হয় তাহলে অভিভাবক সে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে ও তা বাড়ানোর চেষ্টা চালাবে এবং তা থেকে প্রয়োজনানুসারে নিজের খরচ গ্রহণ করবে। কোন ইয়াতীমের সম্পদ এমনভাবে খরচ করা জায়েয নয় যাতে সে বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তার যাবদীয় সম্পদ শেষ হয়ে যায়। ইয়াতীমের সম্পদকে কোন অভিভাবক নিজের সম্পত্তিতে পরিনত করতে পারবে না। যে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজের সম্পদ বানিয়ে নেয় কিংবা ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্তির পূর্বেই তার সমস্ত সম্পদ লুটে-পুটে খেয়ে সাবাড় করে দেয় তার পরিনাম খুবই খারাপ।

আল্লাহতায়ালা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ সম্পর্কে সূরায়ে নিসায় যে আদেশ দিয়েছেন এ হাদীসে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَتَاْكُلُوْهَا اِسْرَفًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ – (النساء–٦)

অর্থাৎ অপরিমিতভাবে ও তাদের বড় হয়ে যাবার ভয়ে ইয়াতীমের মাল তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলো না। তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তারা ইয়াতীমের সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যারা অভাবী ও দরিদ্র তারা নিয়ম মাফিক খরচ করতে পারবে।

পালনাধীন ইয়াতীমকে শাসন করা ঃ

(١٧٩) عَنْ جَابِرٍ (رضــ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِيْ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًامِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالُكَ بِمَالِهِ وَلاَمُتَاَثِّلاً مِّنْ مَالِهِ مَالاً - (معجم طبراني)

১৭৯। জাবির রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। হে আল্লাহর রাসূল! আমার পালণাধীন ইয়াতীমকে কি কি কারণে মারধোর করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। "যে সমস্ত কারণে তুমি তোমার ঔরসজাত সন্তানকে মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি কওরো না। -(মুজামে তিবরানী)

শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে নিজের সন্তানকে মারধোর করা যেতে পারে। অধীনস্থ ইয়াতীমকেও লেখাপড়া এবং আদব তমিজ শিক্ষাদানের জন্যে শাসন করা যাবে। অনর্থক নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেই মারধোর করা সুন্নাতের পরিপন্থী অন্যায় কাজ। আর ইয়াতীমকে অথবা মারধোর করাতো আরো জঘন্য অপরাধ।

মেহমানের অধিকার

মেহমানদারী করা ঈমানের দাবী ঃ

(١٨٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ – (بخاري مسلم ابو هريرة)

১৮০। হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী তার উচিত মেহমানের মেহমানদারী করা।" –(বুখারী, মুসলিম)

মেহমানদারীর সময়সীমা ঃ

(١٨١) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ جَائِزَتُهٗ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ لَهٗ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَهٗ حَتّٰي يُحْرِجَهٗ – (متفق عليه)

১৮১। খুয়াইলাদ ইবনে আমর রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত মেহমানের মেহমানদারী করা। প্রথম দিন পুরস্কার ও উপহারের দিন। তিন দিন মেহমানকে উত্তম খানাপিনায় আপ্যায়িত করতে হবে। আতিথিয়তা তিন দিন (অর্থাৎ ২য় ও ৩য় দিন জাঁক-জমকপূর্ণ খানা-পিনার ব্যবস্থা করা নীতিগতভাবে জরুরী নয়) এরপর সে (অতিথির জন্য) যা করবে সবই তার পক্ষে সাদকা বলে গণ্য করা হবে। মেহমানের পক্ষে মেজবানের নিকট এর চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করে তাকে অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় ফেলা জায়েয নয়। –(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসে মেহমান মেজবান উভয়কে উপদেশ দেয়া হয়েছে। মেহমানকে উপযুক্তভাবে আপ্যায়ন করার জন্যে মেজবানকে বলা হয়েছে। শুধু খানাপিনার কথাই বলা হয়নি বরং হাসিমুখে কথা বলা ও উৎফুল্ল চিত্তে স্বাগত জানানো

মেহমানদারীর অন্তর্ভুক্ত।

মেহমানকে এভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যখন কোথাও মেহমান হয়ে যাবে তখন একই বাড়িতে দিনের পর দিন মেহমান সেজে বসে থেকে মেজবানের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করবে না। মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীসে এ হাদীসটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলমানের জন্যে তার কোন ভাই-এর বাড়ীতে দিনের পর দিন অবস্থান করে তাকে অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় ফেলা জায়েজ নয়।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল? সে কিভাবে তাকে পেরেশান করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সে এখানে মেহমান সেজে অবস্থান করতে থাকবে আর তার আদর আপ্যায়নের জন্যে মেজবানের কাছে কিছুই না থাকলে সে পেরেশান হয়ে উঠবে।"

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বেঈমানী ঃ

(١٨٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ ، وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ - (متفق عليه)

১৮২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নয়।" -(বুখারী, মুসলিম)

প্রতিবেশীর মর্যাদা ঃ

(١٨٣) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ - (متفق عليه - عائشة رض)

১৮৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "জিবরীল আলাইহিস সালাম একাধারে আমাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্যে তাকিদ করতেই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হলো যে অচিরেই হয়তো এক প্রতিবেশীকে অপর প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে।" –(বুখারী, মুসলিম)

মু'মিনের প্রতিবেশী উপবাস থাকতে পারে না ঃ

(١٨٤) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضــ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الـلّٰه صَلَّي الـلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ – (مشكوة)

১৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। "সে ব্যক্তি মু'মিন নয় যে ব্যক্তি পেট পুরে খায় আর তার প্রতিবেশী তার পাশে না খেয়ে উপোস থাকে।" –(মিশকাত)

প্রতিবেশীর খবরা খবর নেয়া ঃ

(١٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَاذَرٍّ (رضــ) اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْمَاءَ هَاوَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ – (مسلم)

১৮৫। বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বললেন ঃ হে আবু যর! যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন এতে একটু পানি বেশী দিয়ো। তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিয়ো।" –(মুসলিম)

প্রতিবেশীদের নিকট উপহার বিনিময়ের গুরুত্ব ঃ

(١٨٦) قَالَ رَسُوْلُ الـــلّٰهِ صَلَّي الــــلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْفِرْسِنَ شَاةٍ – (مــتــفق عليـه)

১৮৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশীনী অপর প্রতিবেশীনীকে উপহার দেয়ার ব্যাপারে উপেক্ষা করবে না। যদিও সে উপহার কোন বকরীর পায়ের একটি পায়াও হয়।" –(বুখারী, মুসলিম)

মেয়েরা স্বভাবতঃ কোন সামান্য জিনিস তার প্রতিবেশীর ঘরে পাঠাতে চায় না। তারা সর্বদাই কোন উত্তম জিনিস পাঠাতে চায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ্ ওয়া সাল্লাম নারী জাতিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, ছোট-খাট এবং সামান্য জিনিস হলেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠিয়ো। যদি কোন মহিলার নিকট প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে সামান্য জিনিসও উপহার হিসেবে আসে তাহলে উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তা গ্রহণ করো। এটাকে তুচ্ছ মনে করো না এবং সমালোচনাও করো না।

সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিবেশী ঃ

(١٨٧) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰـي اَيِّهِمَا اُهْدِيْ ؟ قَالَ اِلٰـى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا - (بخاري)

১৮৭। আয়েশা রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। "হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কার নিকট উপহার পাঠাবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দরজার দিক দিয়ে যে বেশী তোমার নিকটবর্তী।" –বুখারী

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারের পন্থা ঃ

(١٨٨) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَاحَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ائْتُمِنَ وَالْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ - (مشكوة)

১৮৮। আবদুর রহমান ইবনে আবি কারাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে

বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে ভালবাসুক তাহ'লে তার উচিত কথা বলার সময় সত্য কথা বলা। আমানতদারের আমানত ফিরিয়ে দেয়া। প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। -(মিশকাত)

প্রতিবেশীর সাথে ব্যবহারের পরিণাম জান্নাত কিংবা জাহান্নাম ঃ

(١٨٩) قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فَلاَنَةً تُذْكَرُمِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا ، قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ فُلاَنَةً تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وصَلاَتِهَاوَاِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاقِطِ وَلاَ تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا، قَالَ هِيَ فِيْ الْجَنَّةَ - (مشكوة - ابو هريرة)

১৮৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ্ ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো। "হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি অধিক নামায, অধিক রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্যে বিখ্যাত কিন্তু সে প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দেয়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জাহান্নামে যাবে।" সে আবার আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, সে নামায কম পড়ে, রোযা কম রাখে এবং দান কম করে। কিন্তু মুখের ভাষা দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জান্নাতবাসিনী হবে।" -(মিশকাত)

প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটির জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হলো সে প্রতিবেশীর অধিকার হরণ করেছে। ব্যবহার, আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দ্বারা কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া জ্বালাতন না করাও প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর কর্তব্য। এ স্ত্রীলোকটি প্রতিবেশীর প্রতি তার এ দায়িত্ব পালন করেনি এবং প্রতিবেশীর নিকট থেকে তার এ অপরাধের জন্যে ক্ষমাও চেয়ে নেয়নি। সুতরাং এ অপরাধের জন্যেই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কিয়ামতের প্রথম মুকদ্দামা-প্রতিবেশীর ঝগড়া ঃ

(١٩٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ -(مشكوة، عقبة بن عامر)

১৯০। উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন যে দু' ব্যক্তির মামলা সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তারা হলো দু'জন প্রতিবেশী।'
-(মিশকাত)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের অধিকার হরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বপ্রথম এমন দু' ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে যারা দুনিয়ায় একে অপরের প্রতিবেশী ছিলো। কিন্তু দুনিয়ায় প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো তা পালন না করে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো। একে অপরের উপর অত্যাচার করেছে ও নিপীড়ন চালিয়েছে। সুতরাং এ দু' ব্যক্তির মামলাই আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম পেশ করা হবে।

ফকীর ও মিসকীনদের অধিকার

নিঃস্ব ও কাংগালদের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ঃ

(١٩١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ اَسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ، يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تُسْقِهِ اَمَا لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ -(مسلم ، ابو هريرة)

১৯১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "কিয়ামতের দিন আল্লাহ (মানুষকে লক্ষ্য করে) বলবেন। "হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি।" সে ব্যক্তি নিবেদন করবে। "হে আমার প্রতিপালক। আমি তোমাকে কিভাবে খাওয়াতে পারি! তুমিই তো সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি কি জাননা? আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল। তুমি তাকে খাবার দাওনি। তোমার কি জানা ছিলনা, যদি তাকে সেদিন খাওয়াতে তাহ'লে আজ সে খাবার আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি পান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে আরজ করবে। হে আমার পতিপালক! আমি কিভাবে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করতাম! তুমিই তো সমস্ত বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিলো। তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি সেদিন তাকে পানি পান করাতে তাহ'লে সে পানি আজ আমার এখানে পেতে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো। ক্ষুধার্থকে খাবার দেয়া ও তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। এ ধরনের সৎকাজের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায়।

ক্ষুধার্থকে খাদ্যদান ঃ

(١٩٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا - (مشكوة - انس)

১৯২। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "সর্বোত্তম সাদকা হলো কোন ক্ষুধার্তকে পেট পুরে খাওয়ানো।" –(মিশকাত)

সাহায্য প্রার্থীর সহিত আচরণ ঃ

(١٩٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوْا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ - (مشكوة - انس)

১৯৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। সাহায্য প্রার্থীকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করো যদি সেটা ঝলসানো পায়াও হয়। -(মিশকাত)

অর্থাৎ যদি কোন দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী তোমার দরজায় সাহায্যের জন্যে আসে, তবে তাকে বিমূখ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না। কিছু না কিছু দেয়ার জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করো। ঘরে যদি দেয়ার মতো কোন ভাল জিনিষ না থাকে তবে যৎসামান্য জিনিস হ'লেও হাতে দিয়ে দিও। তবু খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।

সহানুভূতি পাবার যোগ্য মিসকিন ঃ

(١٩٤) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لاَيَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ - (بخاري - مسلم)

১৯৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "সে ব্যক্তি মিসকীন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে একমুঠো দু'মুঠো করে খাবার চেয়ে ও একটি দু'টো করে খেজুর সংগ্রহ করে বেড়ায়। সত্যিকারের মিসকীন হ'লো ঐ ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণের মতো সম্পদ নেই এবং লোকেরাও তার অভাবের কথা না জানার কারণে সাহায্য করতে পারে না। সে মানুষের কাছেও হাত পেতে ফিরে না।" -(বুখারী মুসলিম)

এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল মুসলিম জাতিকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, সাহায্য করার জন্যে এমন ধরনের লোককে খুঁজে বের করতে হবে যারা দরিদ্র ও অভাব অনটনে জর্জরিত। কিন্তু সম্ভ্রম ও আত্মসম্মান বোধের কারণে কারো কাছে হাত পাততে পারে না। মিসকীনদের ন্যায় চেহারা করে ঘুরতেও পারে না। এ ধরনের অভাবী ও দরিদ্রকে খুঁজে খুঁজে বের করে সাহায্য করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ।"

বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফযীলত ঃ

(١٩٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِيْ عَلَي

الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهٗ ، قَالَ وَكَالْقَائِمِ الَّذِيْ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يُفطِرُ -بخاري - ابو هريرة)

১৯৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বিধবা ও মিসকীনদের (অভাব অনটন দূর করার) জন্য চেষ্টা তদবীরকারীর মর্যাদা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। (আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন) আমি মনে করি তিনি বলেছেন। "ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত জেগে আল্লাহর বন্দেগী করে এবং ইফতার না করে একাধারে রোযা রাখে।" –(বুখারী, মুসলিম)

চাকর-বাকরের অধিকার ঃ

(١٩٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعْمُهٗ وكِسْوَ تُهٗ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَايُطِيْقُ – (مسلم - ابو هريرة)

১৯৬। আবু হুরাইরা রাদিযাল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "দাস-দাসীদের অধিকার হ'লো, তাদেরকে খাদ্য ও পোশাক দেয়া। তাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপাবে না যা বহন করার শক্তি তাদের নেই।" –(মুসলিম)

মূল হাদীসে 'মামলুক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দাস-দাসী। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিলো। মনুষ দাস-দাসীদের সঙ্গে মানবেতর ব্যবহার করতো। তাদেরকে ঠিক মতো খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ করতো না। অধিকন্তু তাদের উপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতো।

ইসলামের অভ্যুদ্বয়ের সময়ও এ প্রথা বর্তমান ছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানগণকে তাদের সংগে মানবিক আচার-আচরণ করার জন্যে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। তাদেরকে ওই জিনিসই খাওয়াতে বলেছেন যা নিজেরা খাবে। ঐ ধরনের কাপড়ই পরাতে

বলেছেন যা তারা নিজেরা পরিধান করে। তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ দেবার জন্যে বলেছেন।

যে সমস্ত চাকর-বাকর সারাদিন মনিবের খেদমতে লিপ্ত থাকে তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চাকর-বাকরদের সঙ্গে আচার-আচরণ করার ক্ষেত্রে আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্নর থাকাকালীন সময়ে জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে দেখলো, তিনি আটা খামির করছেন। নিজ হাতে আটা খামির করার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "আমার চাকরটিকে একটি কাজের জন্যে বাইরে পাঠিয়েছি। আর আমি এটা পছন্দ করি না দু'টো কাজের ভারই একা তার উপর পড়ুক।"

ভৃত্যদের খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হবে ?

(١٩٧) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَايَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيهِ -(بخارى مسلم، ابو هريرة)

১৯৭। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "চাকর-বাকর ও দাস-দাসীরা হলো তোমাদের ভাই। আল্লাহই তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছে। সুতরাং যে ভাইকে আল্লাহ তোমাদের কারো অধীন করে দিয়েছেন তাকে সে জিনিসই খাওয়াতে হবে যা সে খায়, সে ধরনের পোশাক পরাতে হবে যা সে পরিধান করে। সাধ্যাতীত কাজের কোন বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে না। যদি এমন কোন কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা করা তার পক্ষে কঠিন, তাহলে তাকে সে কাজে সাহায্য করবে।"–(বুখারী, মুসলিম)

চাকর বাকরসহ এক সঙ্গে খাওয়া ঃ

(١٩٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا صَنَعَ لاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامُهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهٖ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْ مَعَهُ فَلْيَاكُلْ ،فَانْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهٖ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْاُكْلَتَيْنِ -(بخاري - مسلم - ابو هريرة رضـ)

১৯৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "যদি তোমাদের কারো কোন চাকর (বাবুর্চী) এমন কোন খাবার পাক করে তার সামনে নিয়ে আসে যা পাক করার সময় তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে, তাহ'লে তাকে সঙ্গে খাওয়াবে। যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয় তাহ'লে এক লোকমা হলেও তা হতে দেবে। -(মুসলিম)

ভৃত্যদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ঃ

(١٩٩) عَنْ اَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلِكَةِ ، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُا اُمَمٍ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامٰـي ؟ قَالَ نَعَمْ، فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكِرَامَةِ اَوْلاَدِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ - (ابن ماجه)

১৯৯। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "অধীনস্থ চাকর-বাকর ও দাস-দাসীদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এ কথা আমাদিগকে বলেননি, অন্যান্য জাতির তুলনায় এ জাতির মধ্যে গোলাম ও ইয়াতীমের সংখ্যা হবে বেশী। তিনি বললেন হ্যাঁ অতএব তোমরা তোমদের সন্তানদের ন্যায় তাদের আদর যত্ন করবে এবং তোমরা যা খাবে তাই তাদেরকে খাওয়াবে। -(ইবনে মাজা)

দাস-দাসীকে প্রহার করা নিষেধ ঃ

(٢٠٠) انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلاَمًا فَقَالَ ، لاَ تَضْرِبْهُ فَانِّي نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَقَدْ رَاَئَيْتُهُ يُصَلِّيْ - (مشكوة)

২০০। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে একজন গোলাম দান করে বললেন ঃ একে মারধোর করো না। কেননা নামাযী ব্যক্তিকে মারধোর করা হতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি নিজে তাকে নামায পড়তে দেখেছি।" -(মিশকাত)

সফর সঙ্গীর অধিকার

জনসেবার প্রতিযোগিতা ঃ

(٢٠١) قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ، لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلاَّ الشَّهَادَةَ - (مشكوة - سهل بن سعد)

২০১। সহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "জাতির নেতাই তাদের সেবক। সুতরাং যে ব্যক্তি জনগণের খিদমতে এগিয়ে যাবে শাহাদতের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ দিয়ে তার থেকে কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না। -(মিশকাত)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাফেলার সফর সঙ্গী হয় তার উচিত সহযাত্রীদের খিদমত করা। তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দানের চেষ্টা করা। এরূপ জনসেবায় সওয়াব এত বেশী যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদত বরণ করা ব্যতীত অন্য কোন পথে এর চেয়ে বেশী ছওয়াব লাভ করা যায় না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সফর সঙ্গীকে দিয়ে দেয়া ঃ

(٢٠٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدرِيِّ (رضـ) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَي رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصرِفُ وَجْهَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلي مَنْ لاَّ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلي مَنْ لاَّزَادَلَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتَّي رَاَيْنَا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لِاَحَدِمِّنَّا فِي الْفَضْلِ - (مسلم)

২০২। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে মুখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডানে বামে তাকাতে লাগলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী (ভারবাহী পশু) আছে তা যেনো সে এমন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোন সওয়ারী নেই। যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে তা যেনো সে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার নিকট খাদ্য নেই। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বহু ধরনের মালের কথা গুনে গুনে বলে ফেললেন। শেষ পর্য়ন্ত আমরা অনুভব করলাম যে, অতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারোরই কোন অধিকার নেই। -(মুসলিম)

আগন্তুক ছিল একজন অভাবগ্রস্ত লোক। সে ডানে বামে তাকিয়ে তাকিয়ে চেয়েছিল যে লোকেরা তাকে সাহায্য করুক।

শয়তানের ঘর ও তার সাওয়ারী ঃ

(٢٠٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَكُوْنُ اِبِلٌ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَاَمَّا اِبِلُ الشَّيَاطِيْنَ فَقَدْرَاَيْتُهَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ

بِنَجِيْبَاتٍ مَعَهُ قَد اَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُوْا بَعِيراً مِّنْهَا وَيَمُرُّ بِاَخِيْهِ قَد انْقَطَعَ بِهِ فَلاَيَحْمِلُه وَاَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنَ فَلَمْ اَرَهَا - (ابو داود، سعيد بن ابي هند عن ابى هريرة)

২০৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "কিছু উট এবং কিছু ঘর শয়তানের ভাগে পড়ে। 'শয়তানের উট তো আমি অবশ্যই দেখেছি (এভাবে) যে তোমাদের কেউ কেউ বহু মোটা তাজা নাদুস-নুদুস উট সঙ্গে নিয়ে বের হয়। এদের কোনটির উপরই সে আরোহণ করে না। সে এগুলো নিয়ে এমন ভাইদের নিকট দিয়ে গমন করে যার আরোহণ করার মতো কোন পশু নেই। অথচ তাকে সে তার উটের উপর উঠিয়ে নেয় না এবং শয়তানের ঘর কোনগুলো আমি তা দেখিনি।" -(আবু দাউদ)

"শয়তানের ঘর" বলতে ঐ সমস্ত ঘরকে বুঝনো হয়েছে। যেগুলো বিনা প্রয়োজনে শুধু সম্পদের প্রাচুর্য দেখানোর জন্যে তৈরী করা হয়ে থাকে। যারা এ সমস্ত ঘর তৈরী করে তারা নিজেরাও এগুলোতে বসবাস করে না এবং যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকেও এখানে থাকতে দেয়া হয় না। ধন-সম্পদের প্রদর্শনী ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ ধরনের শয়তানের ঘর দেখেননি। কারণ সে যুগে এ ধরনের সম্পদ প্রদর্শনেচ্ছু লোক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ এ ধরনের ঘর দেখেছেন এবং দেখতে পাচ্ছি।

রাস্তা বন্ধ করার দোষ ঃ

(٢٠٤) عَنْ مَعَاذٍ (رضـ) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوْا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً اَوْقَطَعَ الطَّرِيْقَ فَلاَجِهَادَ لَهُ - (ابو داؤد)

২০৪। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে

গিয়েছিলাম। লোকেরা যখন (তাবু খাঁটিয়ে) অবতরণের জায়গাটিকে ছোট করে ফেললো এবং চলাচলের পথ বন্ধ করে দিলো। (তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোক পাঠিয়ে ঘোষণা জারী করলেন যে, "যারা আবাসস্থল সংকীর্ণ করে ফেলে ও রাস্তা বন্ধ করে দেয়, তারা জিহাদের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। –(আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ যাত্রার পথে স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করতেন এবং শিবির স্থাপন করতে গিয়ে যাতে জায়গা অপরিসর করে চলাচলের পথ বন্ধ না করা হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

এ হাদীস হ'তে জানা গেলো যে শিবির সংস্থাপনকালে মুসলিম বাহিনী নিজেদের অবস্থান স্থল বড় করে ফেলায় জায়গা অপরিসর হয়ে গিয়েছিলো এবং লোক চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছিলো এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা জারী করে দিলেন। যে কোন লোক আল্লাহর রাস্তায় সফরে বের হয়ে যেন নিজের জন্যে বড় করে তাবু খাঁটিয়ে জায়গা অপরিসর করে না ফেলে। এরূপ করলে সহগামী বন্ধুদের তাবু খাটাতে অসুবিধা সৃষ্টি হবে এবং লোক চলাচলের বিষয়েও বিঘ্ন ঘটবে।

রোগীর সেবা-যত্ন

রোগীর সেবা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

(٢٠٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، اَمَاعَلِمْتَ اَنَّكَ لَوعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ -(مسلم-ابو هريرة)

২০৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা বনী আদমকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। তখন সে বলবে। হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে যাবো? তুমি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিলো, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না? তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তাহ'লে তার কাছেই আমাকে দেখতে পেতে।" -(বুখারী)

"রোগীকে দেখতে যাবার অর্থ কেবল এই নয় যে কোন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করে চলে আসবে। বরং রোগী দেখতে যাবার অর্থ হলো; যদি রোগী অভাবগ্রস্থ হয় তাহলে তার জন্যে ঔষধ-পত্র এবং প্রয়োজনীয় পথ্যাদির ব্যবস্থা করা। আর রোগী যদি অভাবী না হয় সেক্ষেত্রে যদি তার ঔষধ পথ্যাদি ক্রয় ও পান করানোর কেউ না থাকে তাহলে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পীড়িত, ক্ষুধিত এবং বন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার ঃ

(٢٠٦) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدُو الْمَرِيْضَ وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفَكُّوْا الْعَانِيَ - (بخاري -ابو موسي)

২০৬। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "পীড়িত ব্যক্তির সেবা-যত্ন করো। ক্ষুধিত ব্যক্তিকে খাবার দাও। বন্দী ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থা করো।" -(বুখারী)

অমুসলিমের সেবা ঃ

(২.৭) كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌ يَخْدِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ اَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ - فَنَظَرَ اِلٰي اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ - (بخاري انس)

২০৭। আনাস রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদি বালক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতো। একবার সে পীড়িত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি ছেলেটির শিয়রে বসে বললেন। "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, ছেলেটি তখন তার পাশে বসা পিতার দিকে তাকালো। পিতা তাকে বললেন। বাবা! তুমি আবুল কাশেম (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা মেনে নাও। ফলে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে এলেন। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।" –(বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও মধুর চরিত্র সম্পর্কে শত্রু মিত্র সকলেই অবগত ছিলো। আর সকল ইয়াহুদী তাঁর শত্রু ছিলো না। এ ইয়াহুদীর সাথেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো বিধায় তিনি নিজের পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন।

রোগী দেখতে যাবার নিয়ম ঃ

(২.৮) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيْفُ الْجُلُوْسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِيْ الْعِيَادَةِ عِنْدُ الْمَرِيْضِ - (مشكوة)

২০৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন। "রোগী দেখতে গিয়ে তার নিকট উচ্চস্বরে কথা না বলা, গল্পগুজব না করা সুন্নাত।" –(মিশকাত)

এই নির্দেশ সাধারণ রোগীর জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি অসুস্থ হয়ে তার সাহচর্য কামনা করে তাহ'লে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রোগীর নিকট বসে থাকা যায়।

- ঃ সমাপ্ত ঃ -


হে আল্লাহ মৃত্যুর আগে আমার শেষ
বাক্য যেন হয়-
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)

রাহে আমল
১

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ.বি.এম. আবদুল খালেক মজুমদার